

ঋগ্বেদ সংহিতা ।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক

বাক্সাল তাম্রাং অনুবাদিত ।

অষ্টম অষ্টক ।

কলিকাতা ।

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের যন্ত্রে মুদ্রিত ।

১৮৭৭ ।

ভূমিকা।

অষ্টম অষ্টকে দশম মণ্ডলের শেষ অংশ আছে। স্বর্ষেদ সংহিতা এইখানে সমাপ্ত হইল।

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা আমরা এই মণ্ডলের প্রথম অংশ দেখিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলাম। পরলোকের স্মৃতির বিস্তীর্ণ বিবরণ, পিতৃলোকদিগের বিবরণ, যম ও যমী সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ বিবরণ, অশ্রুতক্রিয়ার মন্ত্ৰ, প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখিলে এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। পাঠক মণ্ডম অষ্টকের ভূমিকা দেখুন।

দশম মণ্ডলের শেষ অংশটী দেখিলেও সেই মত স্থিরীকৃত হয়। স্বর্ষেদের প্রথম নয় মণ্ডলে যে সকল বিষয় আলোচিত হয় নাই, অথবা অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছিল, এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে তাহার বিস্তীর্ণ বর্ণনা ও আলোচনা পাওয়া যায়। ঋষিগণ কেবল যে “বিশ্বকর্মা” বা “প্রজাপতি” বা “পুরুষ” নামে এক ঈশ্বরের অনুভব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, তাহার জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, এবং সৃষ্টি সম্বন্ধেও অনেক বিবরণ দিতে সাহস করিয়াছেন। ফলতঃ বোঝা যাইতেছে, অর্থাৎ উপনিষদে যে ঐক্যাত্মিক আলোচনা দেখিতে পাই, তাহার প্রথম উৎপত্তি এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে পাওয়া যায়।)

ইহার আধুনিকত্বের আর একটী লক্ষণ দেখা যায়। ঋত্বিক্ ও স্তোতাসম্প্রদায়ক্রমে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রাধান্যের সহিত জনসামাজিক ধর্মভীকতার বৃদ্ধি এইতে লাগিল। এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে যে সপত্নীদমন মন্ত্ৰ, গর্ভসঞ্চার মন্ত্ৰ, পেচক ডাকের অমঙ্গল নাশের মন্ত্ৰ, পাঁড়া আরোগ্যের মন্ত্ৰ, প্রভৃতি বালকোচিত, সূক্তগুলি দেখিতে পাই, তাহাতে জন সাধারণের ধর্মভীকতা ও চিন্তাশক্তির অবনতি অনুভূত হয়।)

একটী বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করা উচিত। আমরা দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্তকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছি। এই আধুনিক সূক্তগুলিও অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তুলনা করিলে অতি প্রাচীন অপেক্ষাও

প্রাচীন। স্মৃতি ও পুরাণে যে রূপ সমাজ ও ধর্মের পরিচয় পাই, দশম মণ্ডলের অতি আধুনিক অংশের বর্ণনাও তাহা অপেক্ষা অনেক পুরাতন। ঋগ্বেদের অভিশয় আধুনিক অংশের রচনার সময়ও ঋগ্বেদের দেবগণের উপাসনা ছিল, পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনা আরম্ভ হয় নাই এবং সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন “জাতি” হইয়া দাঁড়ায় নাই। সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে “জাতি” বিভাগের কোনও নিদর্শন নাই, দশম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ পুরুষ স্তুতে যে মিথ্যা প্রমাণ স্মৃতি করা হইয়াছে, তাহা হাস্যজনক।)

আমি তৃতীয় অষ্টকের ভূমিকার পাঠকদিগকে অবগত করিয়াছিলাম যে অবশিষ্ট পাঁচ অষ্টকের অনুবাদ কাৰ্য্য শেষ হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্থ অষ্টকটি আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্বেই মুদ্রায়স্থে দিয়া আসিয়াছিলাম। অবশিষ্ট চারিটি অষ্টক সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিয়া এক্ষণে মুদ্রায়স্থে পাঠাইতেছি, এবং এই অবসরে পাঠকবৃন্দের নিকট এই প্রবাস হইতে পুনরায় সন্মুখে বিদায় লইলাম।

ON BOARD THE “NUDDEA,”

London, 26th May 1886.

}

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

আধুনিক সূক্ত।

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। পাঠক নিম্নলিখিত টীকাগুলি দেখিবেন।

সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
৬১	২	১৫৭	১
৭২	৩	১৫৯	১
৮১	১	১৬১	১
৮৫	১	১৬২	১
৮৬	৪	১৬৩	১
৯০	১, ২ ও ৪	১৬৪	১
৯৭	১	১৬৫	২
১০৯	১	১৬৭	১
১১৪	৩	১৭০	১
১২১	১	১৭৩	১
১২৯	১	১৭৭	৩.
১৩০	২	১৮১	১
১৩৬	১	১৮৩	১
১৩৭	১	১৮৪	১
১৩৮	২	১৮৯	১
১৪৫	১	১৯০	১
১৫১	১	১৯১	১
১৫৫	১		

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ।

		দশম মণ্ডল।	
বিষয়।		সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
	বিশ্বকর্মা	৮১ ও ৮২	সমস্ত সূক্ত।
* এক ঈশ্বরের অনুভব	{ বিশ্বকর্মা পুরুষ হিরণ্যগত ও প্রজাপতি	৯০	" "
১ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এক পরমাচার ভিন্ন ভিন্ন নাম যাত্র		১২১	" "
২ জীবাত্মা, ইত্যাদি		১১৪	৩
* সৃষ্টির কথা		১৭৭	১ হইতে ৩
		৮২	১ ও ৪
		১২১	সমস্ত সূক্ত
		৫৬	২
পুণ্যদ্বারা স্বর্গলাভ		৬৩	১
		৭৩	৩
পিতৃলোকগণ স্বর্গে বাস করেন ও যজ্ঞে উপস্থিত করেন		৫৬	৩ ও ৪
		৩০	১
অশুনীতি, নিঃশ্রুতি ও অনুমতি		৫৯	১
বাস্তোন্মস্ভতির জন্ম বিবরণ		৫৯	২
অদিতি		৬১	১ ও ২
ক্রোধ		৭২	১ ও ২
সোম		৮৩	৪
সূর্য্যার বিবাহ		৮৫	১ ও ৩
বিশ্বাবসু		৮৫	৬
		১০৯	১
অপা		১০৩	১
বেন		১২৩	১
যম		১০৫	১
কেশী		১৫৪	১
		২৩৬	১
দক্ষিণ ও দান		১০৭	১
		১১৭	১
অন্ধা		১৫১	১
উরুশী ও পুরুষাবা		৯৫	১ হইতে ৩
৩৩৩৯ দেব		৫২	১
অসুর		৫৫	২
রাক্ষস		৮৭	১
ঋষেদের ঋক ও শক্বেদের সংখ্যা		১১৪	৪
৭ ভিন্ন পুরোহিত		১১৪	৫
ত্রিবিদ্যতা		১০৯	১
সরমা		১০৮	১

আচারব্যবহার সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ।

বিষয়।	দশম মণ্ডল।	
	হৃক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
ঋগ্বেদের রচনার সময় আৰ্য্যদিগের নিবাস স্থান . . .	৭৫	৪ x
অশ্বিনুবতী, সরস্বতী, সরযু, সিন্ধু এবং সিন্ধুর শাখা সকলের প্রাচীন নাম।	৫৩	১
	৬৪	১
	৭৫	১ হইতে ৪
	৪৯	১ ও ২
	৬২	১
আৰ্য্য ও অআৰ্য্য	৬৯	১
	৭৩	০
	৮৩	১ হইতে ৩
	৮৬	৩
	১০২	২
কৃষিকার্য্য ও পল্লিগ্রাম	১৩৮	১
	৬৮	১ ও ২
	৯৩	১
	৯৯	১
	১০১	১
জাতি বিভাগ ছিল না	২১৭	১
জাতি বিভাগ ছিল এরূপ দেখাইবার জন্য মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টি করণ	৭১	২ হইতে ৪ x
গাভী ও গৃহ খাদ্যদ্রব্য	৯০	৩ x
	৭৯	১
	৮৬	১ ও ২
	৮৯	১
	৯১	১
মমুষ্যের জীবন শত বৎসর	১৬৯	১
	৮৫	১২
মৃতপুত্রের জন্য খেদ	১৬১	১
মৃত ভ্রাতার জন্য খেদ	৫৬	১
	৫৭	১
	৫৮	১ ও ২
ভাষা সমালোচনা	৬০	১
ভাষা সমালোচনা	৭১	সমস্ত হৃক্ত ১x
ছন্দঃ সমুহ	১০০	২

বিষয়।	দশম মণ্ডল।	
	স্থলের সংখ্যা।	টাকার সংখ্যা।
মহা ও কাঙ্ক্ষণী মন্ত্র	৮৫	৪ ও ৫
কন্যার বিবাহের প্রথা ও মন্ত্র	৮৫	৭ হইতে ১৬
সপত্নীদিগের উপর প্রভুত্বলাভের মন্ত্র	{ ১৪৫ ১৫২	সমস্ত স্থল। " "
গর্ভসঞ্চারের ও গর্ভরক্ষার মন্ত্র	{ ১৮৩	" "
	{ ১৮৪	" "
	{ ১৮২	" "
পীড়া আরোগ্যের মন্ত্র	২৭, ১৩৭, ১৬১ ও ১৬৩	স্থল
অমঙ্গলনাশের মন্ত্র	১৫৫ ও ১৬৪	"
পেচক ডাকের অমঙ্গল নাশের মন্ত্র	১৬৫	সমস্ত "
রাজাকে অভিষেক করিবার মন্ত্র	১৭৩	" "
অনুবাদ সমাপ্তি	১৯১	২ টাকা।

ঋগ্বেদ সংহিতা ।

অষ্টম অষ্টক ।

প্ৰথম অধ্যায় ।

৪৬ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বংশস্তি ঋষি ।

১। যে অগ্নি মনুষ্যদিগের মধ্যে অবস্থিতি করেন, জলের মধ্যেও অবস্থিতি করেন, যিনি আকাশের রত্নান্ত অবগত আছেন, যেহেতু আকাশে তাঁহার জন্ম; তিনি এক্ষণে বিপুলমূর্ত্তি ধারণপূর্বক হোতা হইয়াছেন। তিনি যজ্ঞের ধারণকর্তা, অতএব তাঁহাকে আধান করা হইয়াছে। তুমি তাঁহার পরিচর্যা করিতেছ, অতএব তিনি তোমার দেহ রক্ষাপূর্বক তোমাকে অন্ন ও সম্পত্তি দিবেন।

২। এই অগ্নি জলের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন; যেমন একটা গাভী হারাইয়া গেলে তাঁহার পদচিহ্ন দর্শনে অহ্নসন্ধান হয়, তদ্রূপ অগ্নি পরিচর্যাকারীরা তাঁহার সন্ধান করিলেন। ভৃগুবংশীয়েরা অগ্নির কামনা করিলেন, অগ্নি নিভৃতস্থানে ছিলেন, সেই সুপণ্ডিত ঋষিগণ অগ্নি পাইবার ইচ্ছায় নমোবাক্য বলিতে বলিতে তাঁহাকে পাইলেন।

৩। বিক্রবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকে ভূমির উপর প্রাপ্ত হইলেন। অগ্নি যজ্ঞমানদিগের অট্টালিকাতে নবীন মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণপূর্বক অতি সুখকর হইয়াছেন, তিনি জ্যোতির্মন লোক প্রাপ্তির মূলীভূত কারণস্বরূপ হইয়াছেন।

৪। অগ্নিকামনাকারী ঋত্বিকুগণ মনুষ্যসমাজে অগ্নিকে প্রবর্ত্তিত করিয়া মনুষ্যদিগের পবিত্র হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, সে অগ্নি এক্ষণে সোমপানে মত্ত হইবেন, হোতা হইবেন, নমোবাক্য দ্বারা অনুকূল

হয়েন, যজ্ঞ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ দেখাইয়া দেন, সর্বত্র বিচরণ করেন, ছোমের দ্রব্য দেবতাদিগের নিকট বহন করেন ।

৫। হে হোতা! যে অগ্নি জয়শীল, যিনি অতি মহৎ, যিনি বুদ্ধিমান-
দিগকে আশ্রয় দেন, তুমি উপযুক্ত মত তাঁহার স্তবকার্য্য নির্বাহ কর,
সেই অগ্নি বিপক্ষদিগের পুরী ধ্বংস করেন, তিনি অরণি, অর্থাৎ অগ্নি মন্থন-
কার্ঠের প্রসবস্বরূপ, তিনি অতি চমৎকার পদার্থ, তাঁহাকে স্তব করিলেই
সম্পত্তি পাওয়া যায় । তিনি নিজে মোহবিহীন, মনুষ্যগণ তাঁহাকে ছোমের
দ্রব্য দিয়া তাঁহার দ্বারা যত অনুষ্ঠান করাইয়া লয় ।

৬। সেই অগ্নির তিন মূর্ত্তি, তিনি শিখা পরিবেষ্টিত হইয়া আলোকের
দ্বারা যজমানদিগের গৃহ পরিপূর্ণ করতঃ যজ্ঞগৃহ মধ্যে আপন স্থানের অভা-
স্তরে উপবেশন করেন । তথায় মনুষ্যগণের যাহা কিছু দেয়, সকলি তিনি
সংগ্রহপূর্ব্বক নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা শত্রুদমন করিতে করিতে ঐ সমস্ত
ছোমের দ্রব্য দেবতাদিগকে দিতে যান ।

৭। এই যে যজমান এই ব্যক্তির অনেকগুলি অগ্নি আছেন, তাঁহারা
সকলেই জরাবিহীন, শত্রুবর্গের শাসনকর্ত্তা ও চমৎকার ধূম নির্গত করেন ।
তাঁহারা পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শ্বেতবর্ণ ধারণ করেন, শীঘ্র শীঘ্র পরি-
পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, কাঠে উপবেশন করেন এবং সোমরসের ন্যায়
গতিবিধি করেন ।

৮। অগ্নি কাঁপিতে কাঁপিতে পৃথিবীর উত্তম উত্তম সামগ্রী জিহ্বা-
সহযোগে ধারণ করিতেছেন মনে মনেও জানিতেছেন । মনুষ্যগণ তাঁহাকে
আখান করিলেন, কারণ তিনি সোমরস পানে মত্ত হইয়া পবিত্রতা
উৎপাদন করেন, শুভবর্ণ ধারণ করেন, ছোতার কার্য্য সম্পাদন করেন ।
যজ্ঞ পাইবার উপযুক্ত তাঁহার তুল্য কেহ নাই ।

৯। ইনি সেই অগ্নি, যাঁহাকে দ্যাৱা ও পৃথিবী জন্মান করিয়াছেন,
জল ও তুষ্টা ও ভূগুবংশীয়েরা বলের দ্বারা যাঁহাকে উৎপাদন করিয়াছেন;
যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তবের যোগ্য; মাতরিখা ও অপরাপর দেবতার মনুষ্যের
যজ্ঞ করিবার জন্য যাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন ।

১০। হে অগ্নি! তোমাকে দেবতারা আধান করিয়াছেন; তোমাকে যজ্ঞ দিব্যর জন্য মনুষ্যগণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনামহকারে আধান করেন; সেই তুমি যজ্ঞের সময় স্তবকারী ব্যক্তিকে অন্ন দান কর, দেবভক্তব্যক্তি যেন বিশিষ্ট বশ প্রাপ্ত হয় ।

৪৭ সূক্ত ।

ঐকুণ্ঠইন্দ্র দেবতা । মণ্ডল ঋষি(১) ।

১। হে ধনের অধিপতি ইন্দ্র! আমরা ধন কামনা করিয়া তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলাম। হে বীর! আমরা জানি, তুমি বিস্তর গোধনের স্বামী। আমাদের নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর ।

২। হে ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী, রক্ষা করিতে উত্তমরূপ পার, সুন্দররূপে নেতার কার্য কর, তোমার কীর্তিতে চারি সমুদ্র সমুজ্জ্বল, তুমি নানা সম্পত্তি ধারণ কর, তুমি মুহূর্ত্তে স্তব পাইবার যোগ্য, সকলেই তোমাকে প্রার্থনা করে; আমরা তোমাকে এইরূপ জানি। আমাদের নানাবিধ; ইত্যাদি। (পূর্ব ঋকের শেষ অংশ)।

৩। হে ইন্দ্র! আমাদের নানাবিধ একটী পুন্স্বরূপ ধন দান কর, যে স্তোত্ররত ও দেবভক্ত হয়, যে প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, বিশালকায়, গন্তীরবুদ্ধি, সুপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী, শত্রুদমনক্ষম ও প্রিয়দর্শন হয়। আমাদের নানাবিধ, ইত্যাদি ।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন উপার্জন কর, তুমি বুদ্ধিমান, লোকদিগকে তারণ কর, সম্পত্তি পূর্ণ করিয়া দাও; তোমার রুক্মি ক্রমাগতই হইতেছে, তোমার বল অতি সুন্দর, তুমি দস্যুদিগকে নিধন কর, তাহাদিগের পুরী ধ্বংস করিয়া থাক, আমাদের নানাবিধ ইত্যাদি ।

(১) বিকুল নামে অসুরনারী ইন্দ্রের তুলা পুন্স কামনা করিয়া তপস্যা করিতে ইন্দ্র নিজেরই তাহার গড়ে জন্মিয়া ঐকুণ্ঠ ইন্দ্র হইলেন। লায়ন । কিন্তু ইহা পৌরাণিক আখ্যান, বৈদিক নহে ।

৫। তোমার বিস্তর অশ্ব আছে, রথ আছে, অনুগামী লোক আছে, তোমার শতসহস্র গোধন আছে, তুমি বলবান, তোমার উৎকৃষ্ট অনুচর-বর্গ আছে, তোমার পারিষদেরা বুদ্ধিমান, তুমি সকল দিতে পার। আমরা-দিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি ।

৬। আমি সপ্তগু, আমি যাহা ধ্যান করি, তাহা সত্য হয়, আমার বুদ্ধি সুন্দর, আমি বিস্তর মন্ত্রের স্বামী ; দেবতাবিষয়িনী শ্রুতি আমার উপস্থিত হইতেছে। আমি অঙ্গিরার গোত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, নমো-বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতাদিগের নিকট যাইয়া থাকি। আমরা-দিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি ।

৭। আমি যে সকল সুন্দর ভাবযুক্ত স্তবসমূহ প্রস্তুত করি, ঐ সকল স্তব আমি মনের সহিত পাঠ করি, ঐ সকল স্তব শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে; তাহার। আমার দূতের ন্যায় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাইতে যাইতেছে। আমরা-দিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি ।

৮। হে ইন্দ্র! আমি তোমার নিকট যাহা যাক্ষা করি, তুমি তাহা আমাকে দাও, একরূপ একখানি প্রকাণ্ড বাস্তবাবী দাও, যেরূপ কাহারো নাই, দ্যাবা ও পৃথিবী তাহা অনুমোদন করুন। আমরা-দিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি ।

৪৮ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । ইন্দ্র ঋষি ।

১। (ইন্দ্র কহিতেছেন)—আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হইয়াছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি ভয় করিয়া লই। প্রাণীগণ পিতার ন্যায় আমাকে ডাকিয়া থাকে। যে দাতা, আমি তাহাকে ভোগের সামগ্রী দিয়া থাকি ।

২। আমি অথর্ব্বা ঋষির বক্ষঃস্থল রোধ করিয়াছিলাম। আমি রত্নের নিকট গাভী সমস্ত কাড়িয়া ত্রিতকে দিয়াছিলাম। আমি দম্বাদিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া ছিলাম। আমি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার নিকট গাভীসমস্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলাম ।

৩। আমার জন্য তুমি লৌহময় বস্ত্র নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, দেবতারা আমার জন্য কার্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। আমার সৈন্যগণ সূর্য্যের সৈন্যের ন্যায় দুর্জয়, যে যাহা কিছু করিয়াছে, বা যাহা ভবিষ্যতে করিবে, সকলেতেই আমার উপর নির্ভর করে।

৪। যখন কেহ স্ত্রের সহিত সোমরস দিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করে, তখন আমি দাতাব্যক্তিকে সহস্রাধিক গো, অশ্ব, ঘূষা, পশু বাণ দ্বারা জয় করিয়া দি এবং অস্ত্রশস্ত্র শানিত করি।

৫। কেহ কখন কোন সম্পত্তি আমার নিকট জয় করিয়া লইতে পারে নাই, মৃত্যুর নিকট কখন আমি মত হই নাই। হে পুরুবংশীয়গণ! তোমরা সোমরস প্রস্তুত করিয়া যাহা ইচ্ছা আমার নিকট যাক্তা কর। দেখিও আমার বন্ধুত্ব যেন কখন তোমরা হারাইও না।(১)।

৬। এই যে সকল শত্রু, যাহারা প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দুই দুই জন করিয়া অস্ত্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, যাহারা স্পর্ধাপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিতেছিল, আমি ইন্দ্র, কঠোরবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে এমন প্রহার করিলাম যে, তাহারা নিধন হইল। তাহারা নত হইল, আমি মত হইবার নহি।

৭। যদি একজন আসে, তাহাকেও আমি পরাভব করি; যদি দুই জন আসে, তাহাদিগকেও পরাভব করি; তিন জন আমি রাখি বা আমার কি করিতে পারে? বেক্রপ কৃষক ধান্য মর্দন করিবার সময় পুরাতন ধান্যস্তম্ভ অনায়াসেই মর্দন করে, আমিও তক্রপ যত শত্রু আসুক না কেন অনায়াসে নিধন করি, ইন্দ্র যাহাদের প্রতি বিমুখ, সেই সমস্ত শত্রু কি আমাকে নিন্দা, অর্থাৎ পরাভব করিতে পারে?।

৮। আমিই ওজুদিগের দেশে প্রজাবর্গের মধ্যে অতিথিগণ পুত্রকে স্থাপন করিয়াছি, তিনি তাহাদিগের শত্রু সংহার করিতেছেন, বিপদ নিবারণ করিতেছেন এবং মূর্ত্তিমান ভক্ষ্যভোজ্যের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। সেই সময়ে পর্ণয় এবং করক নামক শত্রুদ্বয়কে বধ করা

(১) ইন্দ্রকেই এই সূক্তের ঋষি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, বোধ হয় পুরুবংশীয়দিগের কোনও স্তোতাধারী এই সূক্ত রচিত।

হইয়াছিল এবং রত্নের সহিত যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমার নাম বিখ্যাত হইয়াছিল ।

৯ । আমাকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রয় স্থানস্বরূপ হয়, সে অন্নবান্ ও ভোগবান্ হয়, তোমরা তাহার সহিত বন্ধুত্ব কর এবং গোপন গ্রহণ কর, এই দুই কার্য তোমাদিগের তাহার নিকট সম্পন্ন হইবে । সেই ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি নিজেই তাহার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্র ধারণ করি, আমার প্রসাদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রাণঃসাঁভাজন হয়, সকলে তাহাকে স্তব করে ।

১০ । দৃষ্ট হইল যে দুই জনের মধ্যে এক জন সোমযাগ করিতেছে । পালনকর্তা ইন্দ্র তাহার পক্ষে বজ্র ধারণপূর্বক তাহাকে অগ্নিদ্বিসম্পন্ন করিলেন । আর তাহার যে শত্রু সেই তীক্ষ্ণভেজা সোমযাগকারী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, সে অন্ধকার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল ।

১১ । আদিত্যগণ, বসুগণ, কস্মগণ, ইঁহারা সকলেই দেবতা ; আমিও দেবতা । অতএব আমি তাঁহাদিগের স্থান উৎখাত করি না, তাঁহারা আমাকে এই উদ্দেশ্যে নির্মাণ করিয়াছেন, যে আমি চমৎকার অন্ন উৎপাদন করিব । সেই নিমিত্তই আমাকে কেহ পরাজয় বা হিংসা করিতে পারে না, কেহ আমার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না ।

৪৯ সূক্ত ।

বৈকুণ্ঠীন্দ্র ঋষি । তিনিই দেবতা ।

১ । স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমৎকার সম্পত্তি দান করি । আমি যজ্ঞযুষ্ঠানের পদ্ধতি করিয়া দিয়াছি, উহাতে আমারি ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় । আমি যজ্ঞকর্তব্যক্তির উৎসাহদাতা হইয়া থাকি ; আর যাহারা যজ্ঞ না করে, তাহাদিগকে সকল যুদ্ধেই পরাভব করি ।

২ । স্বর্গের দেবতারা এবং ভূচর ও জলচর জন্তুরা আমাকে ইন্দ্র এই নাম দিয়াছে । আমার দুই তেজস্বী ঘোটক আছে, তাহারা অদ্ভুত লীলা-বিশিষ্ট এবং অতি বেগবান্ । আমি অন্ন উপার্জনের জন্য দুর্দ্বার বজ্র ধারণ করি ।

৩। আমি কবি নামক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অংক নামক ব্যক্তিকে প্রহারের দ্বারা বধ করিয়াছি। আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্য সাধন করিয়া কুংস নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছি। আমি শুষ্ক নামক ব্যক্তি বধের জন্য বজ্র ধারণ করিয়াছিলাম। আমি দম্যজাতিকে “আর্য্য” এই নামে হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি(১)।

৪। কুংস বেতসু নামক প্রদেশ কামনা করিয়াছিল, আমি উহার পিতার ন্যায় বেতসু প্রদেশ উহার বশীভূত করিয়া দিলাম এবং তুগ্র ও শ্মদিত এই দুই ব্যক্তিকে কুংসের বশীভূত করিয়া দিলাম। আমার প্রসাদেই যজ্ঞকর্ত্তব্যক্তি ত্রিরক্ষি সম্পন্ন হয়। আমি পুত্রের ন্যায় তাহাকে প্রিয়বস্ত্র প্রদান করি, তাহাতে সে তুর্কর্ষ হইয়া উঠে।

৫। যৎকালে প্রতর্দা আমার শরণাগত হইল এবং স্তব করিতে লাগিল, আমি যুগয় নামক ব্যক্তিকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলাম। আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি, আমি ষট্গুতিকে সর্বোত্তম বশীভূত করিয়া দিয়াছি।

৬। আমি সেই ইন্দ্র, যেমন রত্নের হস্তা হইয়া রত্নকে হমন করিয়াছিলাম, সেইরূপ দাসজাতীয় মববাস্ত্র ও রুহস্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে ভয় করিয়াছি(২), সেই সময়ে এই দুই শত্রু রক্ষি ও বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছিল, আমি তাহাদিগের পশ্চাৎ সংলগ্ন হইয়া সূর্য্যালোক সমুজ্জ্বলিত এই ভুবনের বহীভূত করিয়া দিলাম।

৭। আমার যে শীত্ৰগামী ঘোটকগুলি আছে, তাহারা আমাকে বহন করে, আমি সেই বহনে সূর্য্যের চতুর্দিকে বিচরণ করি। যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করিয়া শোধন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে, আমি তখন দাসজাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া দ্বিধাও করি, এই দশার অন্যই সে জন্মিয়াছে।

৮। আমি সপ্ত শক্রপুত্রী ধ্বংস করিয়াছি। যে যত বড় বন্ধনকর্ত্তা হউক, আমি তাহা অপেক্ষাও অধিক বন্ধনকর্ত্তা। তুর্কস ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে

(১) আর্য্য এবং অনার্য্যদিগের উল্লেখ।

(২) অনার্য্য শত্রুদিগের মধ্যে দুইজন প্রসিদ্ধ বোদ্ধা। নিম্নলিখিত দহ্যদিগের উল্লেখ আছে।

আমি বলবান্ বলিয়া খ্যাতি্যাপন্ন করিয়াছি। আমি অন্যান্য ব্যক্তিকেও বলে বলী করিয়াছি। নবনবতি নগরকে আমি বিনষ্ট করিয়াছি।

৯। আমি জল বর্ষণ করিয়া থাকি, যে সপ্তসিন্ধু দ্রবময় মূর্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাহাদিগকে স্বস্ত্র স্থানে রাখিয়া দিয়াছি। আমার সকল কার্যই শুভকর, আমিই জল বিতরণ করিয়া থাকি। আমি যুদ্ধ করিয়া যজ্ঞকর্ত্তব্যক্তির জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি।

১০। গাভীর দেহে আমি এতাদৃশ বস্তু রাখিয়া দিয়াছি, যাহা দেব-
তৃষ্ণা রচনা করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ গাভীগণের আপীনমধ্যে মধু অপেক্ষাও মধুরতর অতি চমৎকার পরিষ্কার দুগ্ধ উৎপাদন করিয়া দিয়াছি। সেই আপীন নদীর ন্যায় দুগ্ধ বহন করে। তাহা সোমের সহিত মিশ্রিত হইলে উহাকে অতি চমৎকার করিয়া তুলে।

১১। (পরোক্ষিতে কহিতেছেন)—এই রূপে ইন্দ্র আপন প্রভাবে দেবমনুষ্যাদিগকে সৌভাগ্য-সম্পন্ন করেন, তাহারই ধন আছে, তাহার ধনই যথার্থ। হে ইন্দ্র! হে ষোটকবিশিষ্ট! হে বিবিধ কার্য্যকারী! তোমার কার্য্য তোমার নিজের আয়ত্ত্ব। দেবমনুষ্যগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোমার সেই সমস্ত কার্য্যের স্তব করিতেছেন।

৫০ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ ।

১। হে যজমান্! তোমার প্রভূত পরিমাণ যজ্ঞীয় অন্ন দেখিয়া ইন্দ্র আনন্দিত হইতেছেন; তিনি সকলের নেতা, সকলের স্ফিকর্ত্তা, তাহাকে অর্চনা কর। তিনি সেই ইন্দ্র, যাহার আশ্চর্য্য শক্তি, বিপুল কীর্ত্তি এবং সুখসম্পত্তির বিষয় ছালোক ও ভুলোক প্রশংসা করিয়া থাকে।

২। সেই ইন্দ্র সকলের নিকট স্তবের ভাগী, সকলের প্রভু, তিনি বন্ধুর ন্যায় মনুষ্যের হিতকারী; মাদৃশ ব্যক্তির সর্বদাই তাহার সেবা করা উচিত। হে বীর! হে শিষ্টপালনকর্ত্তা! সর্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের

সময় ও বলসাধ্য ব্যাপারের সময় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিবারি লাভের জন্য তোমার স্তব করা হইয়া থাকে ।

৩। হে ইন্দ্র ! সেই সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কে ? যাঁহারা তোমার নিকট অন্ন ও ধন ও মুখসম্পত্তি পাইবার অধিকারী ? তাঁহারা কে ? যাঁহারা তোমাকে অসুখ্য বল দিবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন ? যাঁহারা নিজের উর্বরা ভূমিতে বৃষ্টিবারি পাইবার জন্য এবং পুরস্কার পাইবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন ? ।

৪। হে ইন্দ্র ! তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মহৎ হইয়াছ, তুমি সকল যজ্ঞেই যজ্ঞভাগ পাইবার অধিকারী হইয়াছ, তুমি সকল যুদ্ধে প্রধান প্রধান শত্রুর ধ্বংসকর্তা হইয়াছ । হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড দর্শনকারী ! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্বরূপ হইয়াছ ।

৫। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব যজ্ঞকর্তাদিগকে শীঘ্র রক্ষা কর । মনুষ্যা-গণ অবগত আছে যে, তোমার নিকট মহতী রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় । তুমি জরারহিত হও এবং শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও ; এই সমস্ত সোমবাগ যাঁহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাঁহা কর ।

৬। হে বলের পুত্র, অর্থাৎ হে বলশালি ! এই যে সমস্ত সোমবাগ, তুমি নিজে ধারণ করিয়া থাক, সে গুলি যাঁহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাঁহা তুমি কর । তোমার নিকট চমৎকার আশ্রয় পাইবার জন্য এই সোমপাত্র, এই সম্পত্তি, এই যজ্ঞ ও মন্ত্র ও পবিত্রবাক্য উদ্যত হইয়াছে ।

৭। হে মেধাবী ! যে সকল স্তোত্রপরায়ণ স্তোতাগণ, তুমি নানাপ্রকার ধন দিবে বলিয়া একত্র হইয়া তোমার নিমিত্ত সোমবাগ করে, সোমস্বরূপ অন্ন প্রস্তুত হইবার পর যখন আমোদ আচ্ছাদ উপস্থিত হয়, তখন যেন তাঁহারা স্তুতিস্বরূপ উপায় দ্বারা মুখলাভে অধিকারী হয় ।



৫১ সূক্ত।

পর্যায়ক্রমে অগ্নি ও দেবতাবর্গ ঋষি। পর্যায়ক্রমে তাঁহারাই দেবতা।

১। (অগ্নি হবির্বহন কার্যে উত্থান হইয়া জলে নুকাহিত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি দেবতাদিগের উক্তি)—হে অগ্নি! তুমি প্রকাণ্ড ও স্থূল আচ্ছাদনে বেষ্টিত হইয়া জলে প্রবেশ করিয়াছিলে। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার যে সমস্ত নানা প্রকার দেহ আছে, কেবল এক জন মাত্র দেবতা তাহা দেখিতে পাইয়াছেন।

২। অগ্নির উক্তি—কে আমাকে দেখিয়াছে? তিনি কোন দেবতা, যিনি আমার নানা প্রকারের দেহ দেখিতে পাইয়াছেন? হে মিত্র! হে বরুণ! অগ্নির সেই সকল দীপ্যমান ও দেবতাসম্মিলনকারী দেহগুলি কোথা রহিয়াছে, বল দেখি?।

৩। (দেবতাদিগের উক্তি)—হে জাতবেদা অগ্নি! নানা মূর্তিতে জল মধ্যে ও ওষধি মধ্যে তুমি প্রতিষ্ট হইয়াছ, তোমাকে আমরা অন্বেষণ করিতেছি, হে বিচিত্র কিরণধারি! তোমাকে যম দেখিয়া চিনিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন। হে, তুমি তোমার দশস্থান অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাইতেছ(১)।

৪। (অগ্নির উক্তি)—হে বরুণ! আমি হোতার কার্য হইতে ভর পাইয়া চলিয়া আসিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে, দেবতার। আর আমাকে হোতার কার্য নিযুক্ত না করেন। এই নিমিত্ত আমার দেহগুলি নানা স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, আমি অগ্নি, আর ঐ কার্য করিতে ইচ্ছুক নহি।

৫। (দেবতাদিগের উক্তি)—এস অগ্নি! দেবপূজক মনুষ্য যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। সে অলঙ্কার, অর্থাৎ যজ্ঞের সকল আয়োজন করিয়াছে তুমি কিন্তু অঙ্ককারে অর্থাৎ গুপ্তস্থানে রহিলে। দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য যাইবার জন্য সুগম পথ করিয়া দাও। প্রসন্ন চিত্ত হইয়া হোমের দ্রব্য বহন কর।

১। (১) অগ্নির দশস্থান বর্ণনা—পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভূবন, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, তিন দেবতা, আর জল ও ওষধি ও বনস্পতি ও প্রাণির শরীর এই দশ। লায়ণ।

৬। (অগ্নির উক্তি)—অগ্নির পূর্বতন ভ্রাতাগণ, যেমন রথী দূরপথ পর্য্যটনে প্ররত হয়, তক্রূপ এই কার্ষ্যে ব্রতী হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। হে বরুণ! এই নিমিত্ত ভয়প্রযুক্ত, আমি দূরে চলিয়া আসিয়াছি। যেরূপ খেতহরিণ যত্নকের গুণ দেখিলে বাণের ভয় প্রাপ্ত হয়, তক্রূপ আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

৭। (দেবতাগণ)—হে জাতবেদা অগ্নি! তোমাকে আমরা অনন্ত পরমাণুঃ দিতেছি, তাহা হইলে তোমার আর মৃত্যুভয় নাই, অতএব হে কল্যাণ-মূর্ত্তি! প্রসন্ন চিত্ত হইয়া দেবতাদিগের নিকট ভাগে ভাগে ধব্য বহন কর।

৮। (অগ্নি)—হে দেবগণ! যজ্ঞের প্রথম হবির্ভাগ এবং শেষ হবির্ভাগ (প্রযাজ ও অনুযাজ) এবং অতি বিপুল ভাগ আমাকে দাও এবং জলের সারভাগ স্নত এবং ওষধি হইতে উৎপন্ন প্রধান ভাগ এবং অগ্নির দীর্ঘ পরমাণুঃ বিধান কর।

৯। (দেবতাগণ)—প্রযাজ ও অনুযাজ তোমারই হউক। অতি বিপুল ও অসাধারণ হবির্ভাগ তুমি পাইবে। এই সমুদায় যজ্ঞ তোমারই হউক। চারিদিক তোমার নিকট নত হউক।

৫২ সূক্ত ।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা । অগ্নি ঋষি ।

১। হে বিশ্বদেব! আমাকে হোতারূপে বরণ করিয়াছে, আমি এই স্থানে আসন লইয়া যে মন্ত্র পাঠ করিব, তাহা বলিয়া দাও। আমার কোন ভাগ এবং তোমাদিগের কোন ভাগ তাহা আমাকে বলিয়া দাও এবং যে পথ দিয়া তোমাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য লইয়া যাইব, তাহা বলিয়া দাও।

২। আমি হোতা হইয়া যজ্ঞ করিব বলিয়া বসিয়াছি, সকল দেবতা ও মকংগণ আমাকে এই কার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়াছে। হে অশ্বিদ্বয়! নিত্য নিত্য তোমাদিগকে অধ্ব্যুর কার্য্য করিতে হয়। উজ্জ্বল নোম স্তোত্রাস্বরূপ হইতেছেন, তিনি তোমাদিগের দুজনের আহুতিস্বরূপ, অর্থাৎ তোমরা পান কর।

৩। যিনি হোতা হয়েন, তাঁহাকে কি করিতে হয়, তিনি যজমানের যে কিছু হোমের দ্রব্য হবন করেন, দেবতারা উহা প্রাপ্ত হয়েন। নিত্য নিত্য এবং মাসে মাসে এই হোম হইয়া থাকে ; দেবতাগণ সেই ব্যাপারে অগ্নিকে হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন ।

৪। আমি অগ্নি পলায়ন করিয়াছিলাম, অনেক কষ্ট করিতেছিলাম, আমারে দেবতারা হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন । বিদ্বানঅগ্নি আমাদিগের বজ্রের আয়োজন করেন ; এই সেই বজ্র যাহার পাঁচটি পথ ; তিন আরতি (অর্থাৎ তিনবার সোমরসের নিষ্পীড়ন হয়) এবং সাততী সূত্র (অর্থাৎ সাত ছন্দের স্তব পাঠ করা হয়) ।

৫। হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের পরিচর্যা করিতেছি, অতএব তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি, আমাকে অমর কর, সম্ভানসমুত্তি দাও ; আমি ইন্দ্ৰের দুই হস্তে বজ্র সন্নিবেশিত করি, তবে তিনি এই সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য জয় করেন ।

† ৬। তিন শত তিন সহস্র ত্রিশ ও নয়জন দেবতা(১) অগ্নির পরিচর্যা করিয়াছেন । তাঁহাকে ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কুশ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে হোতারূপে উপবেশন করাইয়াছেন ।

(১) ৩৩০২ দেবতার উল্লেখ । অন্যান্য স্থানে আমরা ৩৩ দেবতার উল্লেখ পাইয়াছি। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সেই ৩৩ সংখ্যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি এবং দুইটি শূন্য দিয়া পরে যোগ করিয়া এই সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, যথা,—

$$\begin{array}{r}
 ৩৩ \\
 ৩০৩ \\
 ৩০০৩ \\
 \hline
 ৩৩৩৩
 \end{array}$$

৫৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। দেবতাগণ ঋষি।

১। মনে যাঁহার কামনা করিতে ছিলাম, এই সেই অগ্নি আসিয়াছেন, ইনি যজ্ঞের বিষয় জ্ঞানেন, ইনি আপনার অঙ্গ সম্পূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার মত যজ্ঞকর্তা কেহ নাই, এই দেব সমাকীর্ণ যজ্ঞে তিনি আমাদের যজ্ঞ দিন, তিনি আমাদের অগ্নি যজ্ঞস্থানের মধ্যে বসিয়াছেন।

২। এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা হোতা অগ্নি বেদিতে বসিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, অন্নসমস্ত সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, ইনি সেগুলি নিবেদন করিয়া দিতেছেন। যজ্ঞভাগভাগী দেবতাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র যত দিয়া পূজা করা যাউক, যাহারা স্তবের যোগ্য, তাঁহাদিগকে স্তব করা যাউক।

৩। আমাদের এই যে দেবরীতি, অর্থাৎ দেবতাদিগের আগমন স্বরূপ যজ্ঞ কার্য, অগ্নি তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। যজ্ঞের যে নিগূঢ় জিহ্বা তাহা আমরা পাইয়াছি। তিনি সুগন্ধ ধারণপূর্বক পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। এই যে আমাদের দেবভোজন ব্যাপার, তাহা তিনি সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

৪। যে বাক্যের উচ্চারণ করিলে আমরা অনুরদিগকে পরাভব করিতে পারিব, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য যেন আমরা উচ্চারণ করি। হে পঞ্চজনপদের লোকসকল! তোমরা অন্নভোজনকারী এবং যজ্ঞে অধিকারী, তোমরা আমার হোমকার্য্যে আসিয়া অধিষ্ঠান কর।

৫। পৃথিবীতে উৎপন্ন যে পঞ্চজনপদের লোক আছে, যাহারা যজ্ঞে অধিকারী, তাহারা আমার হোমকার্য্যে সমাগত হউক। পৃথিবী আমাদের গকে পৃথিবী নংক্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা করুন, আকাশ আমাদের গকে আকাশ সংক্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৬। হে অগ্নি! যজ্ঞ বিস্তার করিতে করিতে ইহলোকের দীপ্তি বিধাতা সূর্য্যের অনুলারী হও। সংকর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে গুলিকে রক্ষা কর। সেই অগ্নি স্তবকর্তাদিগের কার্য্য

সমাজস্বরূপ সম্পাদন করিয়া দাও। হে অগ্নি! তুমি স্তবের যোগ্য হও। দেবতাবর্গকে আনয়নপূর্বক প্রকাশ কর।

৭। (দেবতারা যজ্ঞ আসিবার সময় পরস্পর কহিতেছেন)—হে দেবতাগণ! তোমরা সোমরস পানে অধিকারী, অতএব রথে যোজনা করিবার উপযুক্ত ঘোটকদিগকে রথে যোজনা কর। রজ্জু (ঘোড়ার রাস) পরিস্কৃত কর, ঘোটকদিগকে সুর্যোভিত কর। আটজন সারথি বসিতে পারে এতাদৃশ প্রকাণ্ড রথ চালাইয়া দেও, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রিয়বস্তু যজ্ঞীয় হবির নিকট পৌঁছাইবে।

৮। অশ্বানুবতী নামে(১) এই নদী বহিতেছে। হে বন্ধুগণ! উৎসাহ কর, গাত্রোখান কর, নদী পার হও। যাহা কিছু অসুখ ছিল, সকলি এই স্থলে ছাড়িয়া চলিলাম, পার হইয়া আমরা উত্তম উত্তম অম্মের দিকে অগ্রসর হইব।

৯। তুষ্টা ক্রিরাকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। তিনি অতিসুন্দর পানপাত্রসমূহ দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি তাহার শিল্পে জানেন। তিনি উত্তম লৌহ নির্মিত কুঠার শানিত করেন, তদ্বারা ব্রহ্মণস্পতি পাত্র-নির্মাণোপযোগী (কাষ্ঠ) ছেদন করেন।

১০। হে বিদ্বান কবিগণ! যেসকল কুঠার দ্বারা অমৃত পানের জন্য পাত্র নির্মাণ করিয়া থাক, সেই সকল কুঠার উত্তমরূপে শানিত কর। হে বিদ্বান্গণ! তোমরা গোপনীয় বাসস্থান প্রস্তুত কর; যদ্বারা তোমরা দেবতা হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলে।

১১। সেই সকল ঋভুগণ মৃতগাতীর মধ্যে একগী গাতী রাখিলেন এবং উহার মুখমধ্যে একগী বৎস রাখিলেন, তাঁহাদিগের বাঞ্ছা ছিল দেবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার উপায় তাঁহাদিগের কুঠার সেই দাতা ঋভুগণ প্রত্যহ আপনাদিগের উপযুক্ত উত্তম উত্তম স্তব গ্রহণ করেন এবং শত্রু জয় তাঁহারা অবশ্যই করিবেন।

৫৪ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । রহস্য কথা ধ্বনি ।

১। হে ধনশালী ইন্দ্র ! তোমার সেই মহতী কীর্তি আমি বর্ণনা করিতেছি। যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়া তোমাকে ডাকিলেন, তখন তুমি, দেবতাদিগকে রক্ষা করিলে, দাসজাতিকে সংহার করিলে ; একজন প্রজা, অর্থাৎ যজমানকে বল প্রদান করিলে ।

২। হে ইন্দ্র ! তুমি আপন শরীর রক্ষি করিয়া এবং নিজ কার্য সমস্ত ঘোষণা করিতে করিতে যে সকল বলসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিলে, সে সকলি মায়া মাত্র, তোমার যুদ্ধ সকলও মায়ামাত্র । একালেত তোমার শত্রু নাই। তবে কি পূর্বকালে ছিল ? তাহাও সম্ভব নয় ।

৩। আমাদের পূর্বতন কোন্ ধ্বিই বা তোমার অখিল মহিমা অন্ত পাইয়াছিল ? তুমি আপন দেহ হইতে তোমার পিতামাতাকে এক সঙ্গে উৎপাদন করিয়াছিলে(১) ।

৪। তুমি মহান্ ! তোমার চারি অশ্বাঘ্ন দুর্দ্বর্ষ শরীর আছে, হে ধনশালী ! তুমি সেই শরীর সকল গ্রহণপূর্বক তোমার গুরুতর কার্য সকল নির্বাহ কর ।

৫। কি প্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সর্ব প্রকার অসাধারণ সম্পত্তি তুমি অধিকার কর। হে ইন্দ্র ! আমার অভিলষ পূর্ণ কর, তুমিই দান করিবার আজ্ঞা কর, তুমিই নিজে দান কর ।

৬। যিনি জ্যোতির্ময় পদার্থে জ্যোতিঃ সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি মধু দিয়া সোমরস প্রভৃতি মধুর বস্তু সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে

(১) "Indra is praised for having made heaven and earth ; and then, when the poet remembers that heaven and earth had been praised elsewhere as the parents of the gods, and more specially as the parents of Indra, he does not hesitate for a moment, but says, ' What poets living before us have reached the end of all thy greatness ? For thou hast indeed begotten thy father and thy mother together from thy own body. '—Max Muller's *India, What can it teach us ?* (1883), p. 161.

রহৎ উত্থং নানক বেদমন্ত্র রচনাকর্ত্তা এই চমৎকার ওজস্বি স্তব উচ্চারণ করিলেন।

৫৫ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ।

১। তোমার সেই শরীর দূরে আছে, মনুষ্যাগণ পরাণুযুথ হইয়া তাহা গোপন করে, যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়া অম্লের জন্যে তোমাকে ডাকে, তুমি তখন তোমার নিকটবর্ত্তী মেঘরাশিকে প্রদীপ্ত কর এবং পৃথিবী হইতে আকাশকে উদ্ধৃকৃত করিয়া ধরিয়া রাখ।

২। তোমার সেই যে গোপনীয় শরীর, যাগ বিস্তর স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা অতি প্রকাণ্ড। তাহা দ্বারা তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি কর। যে যে জ্যোতির্ম্ময় বস্তু উৎপাদন করিতে ইচ্ছা হইল, সেই নমস্তু প্রাচীন বস্তু উহা হইতে উৎপন্ন হইল, পঞ্চ জনপদের মনুষ্য তাহা দ্বারা উপকৃত হইল।

৩। ইক্ষু আপন শরীরে দ্যাবা ও পৃথিবী ও মধ্য ভাগ সমস্ত আকাশ পূর্ণ করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে পঞ্চ জাতি প্রাণী ও সপ্তসংখ্যক যাব-তীয় তত্ত্ব আপনার জ্যোতির্ম্ময় নানাবিধ কার্যের দ্বারা সংধারণ করেন, তাঁহার সেই কার্য একই ভাবে চলিতেছে। চৌত্রিশ দেবতা এই বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করে(১)।

৪। হে উষা! তুমি আলোকধারী পদার্থদিগের মধ্যে সর্ব প্রথম আলোক দিয়াছ, যাহা পুষ্টিযুক্ত আছে, তুমি তাহাকে আরো পুষ্টি-

(১) এ ঋকের অর্থ অম্পষ্ট। মূলে এই রূপ আছে “আরোদসী আপৃণাং অ উত মধ্যং পঞ্চ দেবানু ঋতুশঃ সপ্ত সপ্ত চতুর্দ্বিংশতা পুরুষা বিচষ্টেন রূপেন জ্যোতিষা বিভ্রতেন।” সায়ণ বলেন পঞ্চজাতি বর্ষা-দেব, মনুষ্য, পিতৃ, অম্বর ও রাকস। সপ্ত সংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব যেমন সপ্ত মরুৎ সপ্ত ইক্ষি ইত্যাদি।

যুক্ত কর। তুমি উপরে আছ, কিন্তু নিম্নে মনুষ্যদিগের প্রতি তোমার বজ্র হইয়া তোমার মহত্ত্বের ও অসাধারণ অসুরত্বের(২) লক্ষণ ।

৫। যখন যুবা থাকে, কত কার্য্য করে, যুদ্ধে কত শত্রু তাহার ভয়ে পলায়ন করে, তথাপি বহুকালের বৃদ্ধকাল তাহাকে গ্রাস করে। দেবতার একবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখ, সে গত কল্য জীবিত ছিল, অন্য মরিয়া গেল।

৬। দেখ, উজ্জ্বল একটি পক্ষী আসিতেছে, তাহার অদ্ভুত বল, সে বৃহৎ ও প্রাচীন ও বলশালী, তাহার কুলায় কুত্রাপি নাই। সে যাহা করিতে চায়, তাহা সত্যই হইবে, বৃথা হইবে না। অতি চমৎকার সম্পত্তি সে জয় করে এবং দান করে।

(২) ঋগ্বেদের দশম অষ্টকে “অসুর” শব্দ ১৮ বার ব্যবহৃত হইয়াছে যথা —

৫০	সূক্তের ৪	ঋকে অসুর শব্দ বলবান শত্রু সম্বন্ধে ব্যবহৃত ।
৫৫	“ ৪	“ অসুরত্ব শব্দ উষার ক্ষমতা সম্বন্ধে ।
৫৬	“ ৬	“ অসুর “ সূর্য্য “
৭৪	“ ২	“ এই “ প্রবল অর্থে ব্যবহৃত ।
৮২	“ ৫	“ এই “ দেবগণ সম্বন্ধে ।
৯২	“ ৬	“ এই “ মেঘ “
৯৩	“ ১৪	“ এই “ রায় রাজা “
৯৬	“ ১১	“ এই “ ইন্দ্র “
৯৯	“ ২	“ অসুরত্ব “ বল “
৯৯	“ ১২	“ অসুর “ ইন্দ্র “
২৪	“ ০	“ এই “ দেবগণ “
১২৪	“ ৫	“ এই “ দেবগণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত ।
১২২	“ ৪	“ এই “ মিত্র “
১৩৮	“ ০	“ এই “ দেব শত্রু পিতৃ “
১৫১	“ ০	“ এই “ দেব শত্রুদিগের “
১৫৭	“ ৪	“ এই “ দেব শত্রুদিগের “
১৭০	“ ২	“ এই “ দেব শত্রুদিগের “
১৭৭	“ ১	“ এই “ দেব শত্রু “

দশম যপ্তলের অনেক সূক্ত ঋগ্বেদের অন্যান্য যপ্তলের অনেক গয়ে রচিত হইয়াছে, তাহা জাযরা পূর্বেই বলিয়াছি। দশম যপ্তলের শেষ ভাগের সূক্তগুলি প্রায়ই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং সেই সকল সূক্তে “অসুর” শব্দ অনেকটা পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭। বজ্রধারী ইন্দ্র এই সকল মৰুৎদেবতাদিগের এতাদৃশ বল প্রাপ্ত হইলেন, যাহাতে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন এবং বৃত্তকে বধ করিয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিলেন । মহীয়ান ইন্দ্র যখন সেই কার্য্য করেন, তখন মৰুৎগণ আপনা হইতেই বৃষ্টি উৎপাদন কার্য্যে প্ররত্ত হইলেন ।

৮। সেই ইন্দ্র মৰুৎগণের সাহায্যে কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তাঁহার তেজঃ সৰ্ব্বত্রগামী ; তিনি ঋক্সদিগকে নিধন করেন, তাঁহার মন বিশ্বব্যাপী তিনি সমুদ্র জয়ী হইলেন, তিনি আকাশ হইতে আসিয়া সৌমগানপূরক, শরীর বৃদ্ধি করিলেন এবং বীৰ্য্যসহকারে যুদ্ধ করিয়া দম্যজাতীয়দিগকে বধ করিলেন ।

৫৬ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । বৃহহক্থ ঋষি(১) ।

১। এই (অগ্নি) তোমার এক অংশ, আর এই (বায়ু) তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ম্ময় (আত্মা) স্বরূপ অংশ । এই তিন অংশদ্বারা তুমি (অগ্নি ও বায়ু ও সূর্য্য) মধ্যে প্রবেশ কর । তোমার শরীরের প্রবেশ কালে তুমি কল্যাণমূর্ত্তি ধারণ কর এবং দেবতাদিগের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতাস্বরূপ (সূর্য্যের) ভূবনে তুমি প্রিয় হও ।

২। হে বাজিন ! (পুন্ড্রের নাম) । পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগের প্রীতিজনক হউন, তোমারও কল্যাণ ককন । তুমি স্থানভ্রষ্ট না হইয়া জ্যোতিঃ ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত এবং আকাশের সূর্য্যের সহিত তোমার আত্মাকে মিলাইয়া দাও ।

৩। হে পুন্ড্র ! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও মুশ্রী ছিলে । যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও(২) । উত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও । উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্য্যের সহিত একীভূত হও ।

(১) ঋষি আপন বৃতপুন্ড্রের সহকে এই সূক্ত রচনা করিয়াছেন ।

(২) পুণ্যকর্ম্মের ফল উত্তম স্বর্গলাভ, তাহা প্রকাশ হইতেছে ।

৪। আমরাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়া কলাপ করিয়াছেন। যে সকল জ্যোতির্ষ্ময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকে, তাঁহারা উহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবতাদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন(৩)।

৫। তাঁহারা নিজ ক্ষমতা বলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়াছেন(৪) যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেহ যায় নাই, তাহারা তথায় গিয়াছেন। তাঁহার নিজ শরীর দ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রজাবর্গের প্রতি নান্য প্রকারে নিজ প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছেন।

৬। সূর্য্যের পুঙ্খপুঙ্খরূপ দেবতাবর্ণ তৃতীয় কার্য্যদ্বারা স্বর্গবিৎ ও অমর সূর্য্যকে দুই প্রকারে সংস্থাপন করিলেন, (অর্থাৎ তাঁহার উদয়ের মূর্ত্তি আর তাঁহার অস্তগমনের মূর্ত্তি), অপিচ আমার পিতৃ পুরুষগণ সন্তান উৎপাদন-পূর্ব্বক সন্ততিদিগের শরীরে পৈতৃক বল সংস্থাপন করিলেন এবং চিরস্থায়ী বংশ রাখিয়া গেলেন।

৭। যেরূপ লোক নৌকাযোগে জল পার হয়, যেরূপ স্থলপথে পৃথিবীর ভিন্ন দিক অতিক্রম করে, যেরূপ স্বস্তিদ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার হয়, তদ্রূপ বৃহদ্রুক্ষ ঋষি নিজ ক্ষমতাবলে আপন মৃত পুঙ্খকে অগ্নি প্রভৃতি পার্শ্বিক পদার্থে ও সূর্য্য প্রভৃতি দূরবর্তী পদার্থে একীভূত করিয়া দিলেন।

৫৭ সূক্ত ।

মন দেবতা। বহু ও ক্ষুদ্র বহু ও বিপ্রবহু এই তিন ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমরা যেন পথ হইতে বিপদে না যাই। আমরা যেন সৌম্যবিশিষ্ট যজ্ঞ হইতে দূরে না যাই। শক্রগণ যেন আমাদের মধ্যে না আসে।

(৩) পুন্যাত্মা পুঙ্খপুরুষগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৪) তাঁহারা অধিদেবত্বাও জয়ন করিয়াছেন।

২। এই যে অগ্নি, যাঁহা হইতে যজ্ঞ সিদ্ধি হয়, যিনি পুন্ড্রস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছেন, তাঁহার হোম হউক, আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হই।

৩। নরাশংস সম্বন্ধীয় সোমদ্বারা মনকে আহ্বান করি এবং পিতৃলোকদিগের স্তবের দ্বারা মনকে আহ্বান করি।

৪। তোমার মন পুনর্বার প্রত্যাগমন করুক, প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তুমি কার্য্য কর, বল প্রকাশ কর, জীবিত হও এবং সূর্য্যকে দর্শন কর(১)।

৫। আবাসঃ আমাদের পিতৃপুত্রগণ মনকে ফিরাইয়া দেন, দেবলোকগণ ফিরাইয়া দেন, আমরা যেন প্রাণ ও তাহার আত্মজ্ঞিক সকলকেই প্রাপ্ত হই।

৬। হে সোম! আমরা যেন দেহমধ্যে মনকে ধারণ করি, আমরা যেন, সম্ভানসম্ভতিযুক্ত হইয়া তোমার কার্য্যে মিলিত হই।

৫৮ সূক্ত।

† মৃত সুবন্ধুর মন, প্রাণ, প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু, প্রভৃতি ঋষি(১)।

১। তোমার যে মন অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর।

২। তোমার যে মন অতিদূরে স্বর্গে, অথবা পৃথিবীতে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি প্রথম ঋকের শেষ অংশের সহিত অভিন্ন)।

৩। চতুর্দিকে জ্ঞাত হইয়া যায়, অর্থাৎ খসিয়া খসিয়া পড়ে, এরূপ অতি দূরবর্তী দেশে তোমার যে মন গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৪। তোমার যে মন চতুর্দিকের অতি দূরবর্তী প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

(১) সুবন্ধু নামক মৃতজাতাকে উদ্দেশ করিয়া।

(১) মৃতজাতা সুবন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া এই সূক্ত রচিত।

৫। তোমার যে মন অতি দূরস্থিত জলপরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি) ।

৬। তোমার যে মন চতুর্দিকে বিকীৰ্যমান কিরণমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি) ।

৭। তোমার যে মন দূরবর্তী জলের মধ্যে, কি বৃক্ষলতাদির মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি) ।

৮। তোমার যে মন দূরবর্তী সূর্য্য, কি উষার মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি) ।

৯। তোমার যে মন দূরস্থিত পৰ্ব্বতমালায় উপর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি) ।

১০। তোমার যে মন এই সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি) ।

১১। তোমার যে মন দূরের দূর, তাহারিও দূর, কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি) ।

১২। তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কোন দূর স্থানে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি), (২) ।

৫৯ সূক্ত ।

ঋষি নিকৃতি, অশ্বিনীতি, প্রভৃতি দেবতা । বহু, প্রভৃতি ভিন ঋষি ।

১। সুবজ্রের পরমায়ু উত্তমরূপে ও নবীন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, যে সারথি রথ চালনা করেন, তিনি যদি কর্ম্মকুশল হয়েন, তবে রথারূঢ়ব্যক্তি যেমন সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ সুবজ্র সজ্জন্দ প্রাপ্ত হউন । যাহার পরমায়ুর হ্রাস হইতেছে, সে আপনায় পরমায়ুর বিষয়ে বৃদ্ধিই কামনা করে । নিকৃতি অতি দূরে গমন করুন ।

(২) বৃদ্ধজাতার আত্মা পৃথিবীতে, না স্বর্গে, জলে না বৃক্ষলতাদিতে, সুখের না উষার, পৰ্ব্বত মালায় না দূরের দূর ভাষা হইতেও দূর অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, ঋষি তাহাই কল্পনা করিতেছেন ।

২। আমরা পরমায়ুস্বরূপ সম্পত্তি লাভের জন্য সায় গানসহকারে অন্ন স্তুপীকার করিতেছি, নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য রাশি করিতেছি। আমরা নিঃশ্বতিকে স্তব করিয়াছি, তিনি সেই সমস্ত অন্ন ভোজনে প্রীতি লাভ ককন, নিশ্ব'তি, (ইত্যাদি 'শেষ ঋকের শেষ ভাগের সহিত অভিন্ন)।

৩। আমার যেন নিজ পুরস্কারদ্বারা শক্রদিগকে পরাজিত করি, যেরূপ আকাশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন, তদ্রূপ আমরা যেন শক্রদিগের উপরে স্থান লাভ করি। যেরূপ মেঘের গতি পর্বত দ্বারা বন্ধ হয়, তদ্রূপ আমরা যেন শত্রুর গতি রোধ করি। আমাদের তাবৎ স্তবের প্রতি নিশ্ব'তি যেন কর্ণপাত করেন। নিশ্ব'তি, (ইত্যাদি)।

৪। হে সোম! আমাদের মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও না, আমরা যেন সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাই। আমাদের গৃহদ্বারস্থ যেন দিন দিন সচ্ছন্দে সহিত অতিবাহিত হয়, নিশ্ব'তি, (ইত্যাদি)।

৫। হে অনুনীতি(১)! আমাদের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাহাতে বাঁচিয়া থাকি, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের উৎকৃষ্ট পরমায়ু প্রদান কর। যত দূর সূর্য্যের দৃষ্টি, তাহার মধ্যে আমাদের থাকিতে দাও, আমরা তোমাকে স্তুত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীর পুষ্টি কর।

৬। হে অনুনীতি! আমাদের আবার চক্ষু দান কর। আবার আমাদের প্রাণ আমাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত কর, আবার ভোগ করিতে দাও। আমরা যেন চিরকাল সূর্য্যোদয় দেখিতে পাই। হে অনুমতি(২)! যাহাতে আমাদের বিনাশ না হয়, তদ্রূপ আমাদের সুখী কর।

(১) “অনুনীতি” অর্থাৎ যিনি লোকের প্রাণ লইয়া চলিয়া যান। সায়ণ।

“It appears to be employed as the personification of a god or goddess.—Muir's *Sanskrit Texts* (1884), vol. V, p. 297, note.

“Guide of Life.”—Max Muller. “There is nothing to show that Asuniti is a female deity.” “It may be a name for Yama, as Professor Roth supposes; but it may also be a simple invocation—one of the many names of the deity.”—Max Muller.

নিশ্ব'তি অর্থে পাণ দেবতা, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, এখানে মৃত্যু দেবতা করিলে ভাল অর্থ হয়। এবং অনুনীতি অর্থে প্রাণ রক্ষাকারী দেবতা করিলে সঙ্গত অর্থ হয়।

“According to Professor Roth, the goddess of good will as well as of procreation.”—Muir's *Sanskrit Texts*, vol. V (1884), p. 398.

৭। পৃথিবী পুনর্বার আমাদিগকে প্রাণদান দিন। পুনর্বার দ্যুলোক-দেবী ও অন্তরীক্ষ আমাদিগকে প্রাণদান দিন। সোম আমাদিগকে পুনর্বার শরীর দান করুন। আর পুষা আমাদিগকে এরূপ হিতকরঃ বাক্য প্রদান করুন, যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়।

৮। যে দ্যাবাপৃথিবী অতি মহৎ এবং যজ্ঞাযুষ্ঠানের জননী স্বরূপ তাঁহারা সুবন্ধুর কল্যাণ করুন। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া দিন, হে সুবন্ধু! কিছুতেই যেন তোমার অনিষ্ট করিতে না পারে।

৯। স্বর্গে যে দুই ঋষধ, বা যে তিন ঋষধ আছে, অতএব পৃথিবীতে যে এক ঋষধ বিচরণ করে, সে সমস্ত সুবন্ধুর উপকারে আশুক। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, (ইত্যাদি পূর্বতন ঋকের শেষ ভাগের সহিত অভিন্ন)।

১০। হে উল্ল! যে রূষ উশীনর পত্নীর শকট বহন করিয়াছিল, সেই শকটবাহী রূষকে প্রেরণ কর। (দ্যুলোক ইত্যাদি)

৬০ সূক্ত ।

রাজা অসমাপ্তি, প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু, প্রভৃতি ঋষি।

১। অসমাপ্তি রাজার অধিকৃত প্রদেশ অতি উজ্জ্বল, মহা মহৎ লোকে এই প্রদেশের প্রাণংসা করে, আমরা নমস্কার পরায়ণ হইয়া সেই দেশে গমন করিলাম।

২। অসমাপ্তি রাজা বিপক্ষ সংহার করেন, তাঁহার মূর্ত্তি অতি উজ্জ্বল, রথে আরোহণ করিলে যে রূপ অনেক অতিপ্রায় সিদ্ধ করা যায়, তদ্রূপ তাঁহার নিকট গমন করিলে অনেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি ভজেরূথ নামক রাজার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শিষ্টের পালনকর্তা।

৩। তিনি হস্তে তরবারি ধারণ করুন, আর না করুন, তাঁহার এরূপ বলবীৰ্য্য যে, সিংহ যেমন মহিষদিগকে অতিশায়িত করে, তদ্রূপ তাবৎ লোককে অতিশায়িত করেন।

৪। ধনশালী ও গরুসংহারকারী ইক্ষাকু রাজা সেই প্রদেশের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত আছে। পঞ্চ জনপদের মনুষ্য যেন স্বর্গস্থ ভোগ করে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি যেমন সর্বলোকের দৃষ্টির সুবিধার জন্য আকাশে
সূর্যকে রাখিয়া দিয়াছ, তদ্রূপ তুমি রাখাচ্ছ অসমাপ্তি রাজার অনুগামী
হইবার জন্য বীরবর্গকে নিযুক্ত কর।

৬। হে রাজন্! অগস্ত্যের নৃপাদিগের (দৌহিত্রদিগের) জন্য
✓ মোহিত বা ছুই ঘোটকরথে যোজনা কর। যে সকল ব্যবসায়ী নিতান্ত রূপণ,
কখন দান করে না, তাহাদিগের সকলকে পরাভব কর।

✓ ৭। এই যে অগ্নি আসিরাছেন, ইনি মাতাস্বরূপ, পিতাস্বরূপ, প্রাণ
পাইবার ঔষধস্বরূপ। হে সুবন্ধু! তোমার এই শরীর রহিয়াছে, তুমি
ইহাতে আগমন কর, ইহার মধ্যে প্রবেশ কর।

৮। যেমন রূপ ধারণ করিবার জন্য রজ্জুদ্বারা যুগ কাষ্ঠ রথে বন্ধন করে, তদ্রূপ এই অগ্নি তোমার মনকে ধারণ করিয়াছেন, তা'হাতে তুমি জীবিত ও কলাগনসম্পন্ন হইবে, তোমার মৃত্যু অবস্থা অপগত হইবে।

৯। যেমন এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষদিগকে ধারণ করিয়া
আছেন, তদ্রূপ এই অগ্নি, (ইত্যাদি পূর্ববাক্যের শেষ ভাগ)।

১০। বিবস্থানের পুত্র যমের নিকট হইতে আমি সুবন্ধুর মন আহরণ করিয়াছি। ইহাতে সে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তাহার মৃত্যু অবস্থা অপগত হইবে।

১১। বায়ু নীচের দিকে বহন করে, শূন্য উপর হইতে নীচের দিকে উত্থাপ দেন। গাড়ীর দুই নীচে রদিকে দোহন করা যায়, তজ্জপ হে সবলু! তোমার অকল্যাণ নীচে গমন করুক(ঃ)।

১২। আমরা এই হস্ত কি সোভাগ্যশালী, ইহা অভ্যন্ত সোভাগ্যশালী, ইহা সকলের পক্ষে গুণবিশ্বরূপ, ইহার স্পর্শে কল্যাণ হয়।

(১) ৭ হইতে ১১ খকে সুবন্ধুর মৃত্যুর কথা।

৬১ পৃষ্ঠা।।

বিষদেব দেবতা। নাভানেদিষ্ট ঋষি।

১। নাভানেদিষ্টের পিতা ও মাতা ও অপরাপর ভাগকারী ভ্রাতাগণ বিষয় ভাগ করিবার সময় নাভানেদিষ্টকে ভাগ না দিয়া কত্রের স্তব করিতে কহেন, তাহাতে নাভানেদিষ্ট কত্রের স্তব উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইয়া অত্রিদিগের যজ্ঞার্থ্যানের মধ্যে উপনীত হইলেন এবং যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে তাহার। ষাণ্ণা বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, তাহা তিনি সন্ত হোতাকে বলিয়া দিয়া যজ্ঞ সমাপন করাইয়া দিলেন।

২। কৃত্তবেদ স্তবকর্তাদিগকে ধনদান করিবার জন্য ও তাহাদিগের শত্রু নষ্ট করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ফেপণ করিতে করিতে বেদীতে যাইয়া অধিষ্ঠান করিলেন, মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে, তক্রূপ কৃত্তবেদ শীঘ্র গমনে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে চতুর্দিকে আপনার ক্রমতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমি যজ্ঞ প্ররক্ত হইয়াছি, যে অর্ধাষ্য আমার হস্তের অঙ্গুলিধারণপূর্বক বিস্তর হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তোমাদিগের নাম নির্দেশসহকারে চক পাক করিতেছেন, তোমরা সেই স্তবকারী অধ্বর্যুর এই যজ্ঞোদ্যোগ দেখিয়া মনের ন্যায় দ্রুত বেগে যজ্ঞস্থানে ধাবমান হইয়া থাক।

৪। যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাভীদিগের মধ্যে মিলাইয়া গেল, (অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়া প্রাতঃকালের রক্তিমাম্বা দৃষ্ট হইল, তখন হে দ্বালোকের পৌত্র অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আমি আহ্বান করি। তোমরা আমার যজ্ঞে আগমন কর, আমার তত্ত্ব গ্রহণ কর, আমার গ্রহণকারী হই যোষ্টকের ন্যায় তাহা ভোজন কর। আমাদের কোন রূপ অনিষ্ট চিন্তা করিও না।

৫। যে শত্রু, বীরপুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহা বুদ্ধি পাইয়া নির্গত হইতে উদ্বিগ্ন হইল। তিনি তখন মনুষ্যবর্গের হিতার্থে তাহা নিবেদন করিয়া ভাগ করিলেন। আপনার স্ত্রী কন্যার শরীরে সেই শত্রু নেক করিলেন।

৬। যখন পিতা যুবতী কন্যার উপর(১) পূর্বোক্তরূপ রতিকামনা পরবশ হইলেন এবং উভয়ের সঙ্গমন হইল, তখন উভয়ে পরস্পর সঙ্গমে প্রচুর শুক্র সেক করিলেন। স্রুতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সেই শুক্রের সেক হইল।

৭। যখন পিতা নিজ কন্যাকে সন্তোগ করিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হইয়া শুক্র সেক করিলেন। স্রুচাক ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতার তাহা হইতে ব্রহ্ম স্রষ্টি করিলেন এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোপ্পাতিকে নিৰ্ম্মাণ করিলেন(২)।

৮। যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে ফেন লিক্বেপ করিতে করিতে আসিয়া ছিলেন, তদ্রূপ সেই বাস্তোপ্পতি আমাদের নিকট হইতে প্রতিগমন করিলে, তিনি যে পদে আসিয়া ছিলেন, সেই পদে করিয়া গেলেন, অঙ্গিরাগণ আমাদের দক্ষিণা স্বরূপ যে সকল গাভী দিয়াছেন, তাহা তিনি অপসারিত করিলেন না। স্পর্শকুণল, অর্থাৎ অনায়াসে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াও তিনি সেই সকল গাভী গ্রহণ করিলেন না।

৯। প্রজাবর্গের উৎপাদনকারী ও অগ্নির দাহজনক রাক্ষসাদি সহস্রা এই যজ্ঞে আসিতে পারিতেছে না, যে হেতু ক্রম যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন। রাত্রিকালেও বিবস্র রাক্ষসেরা যজ্ঞীয় অগ্নির নিকট আসিতে পারেন না। যজ্ঞে রধারণকর্তা সেই অগ্নি কাষ্ঠ গ্রহণপূর্বক এবং অন্ন বিতরণ করিতে করিতে উৎপন্ন হইলেন এবং রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

১০। অঙ্গিরাগণ ময়মাস যজ্ঞ অমুষ্ঠানপূর্বক গাভী লাভ করে, তাঁহারা চমৎকার স্তবের সাহায্যে যজ্ঞবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। তাঁহারা ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানে

(১) পিতা রুদ্র, কন্যা উষা। লায়ণ ।

(২) বাস্তোপ্পতির জন্ম বিবরণ ঋগ্বেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। বিবরণটি পৌরাণিক গল্পের মত, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পূর্বে বাস্তোপ্পতির নাম পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার জন্মের এক্ষণ গণ্য পাই নাই।

ঐরুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন এবং ইজ্ঞের নিকট গমন করিলেন । তাঁহার দক্ষিণা-
বিহীন যজ্ঞ (সত্র নামক যজ্ঞে দক্ষিণা থাকে না) অনুষ্ঠানপূর্বক অবিদ্যাশী
ফল লাভ করিলেন ।

১১ । যখন সেই অঙ্গিরাগণ অমৃততুল্য দুগ্ধ দোহনকারিণী গাভী
উজ্জ্বল ও পবিত্র দুগ্ধ যজ্ঞে বিনিয়োগ করিলেন, তখন চমৎকার স্তবের
সাহায্যে নুতন সম্পত্তির ন্যায় অতিমিত্ত রক্ষিবারি প্রাপ্ত হইলেন ।

১২ । এই রূপ কথিত আছে যে, ইন্দ্র স্তবকর্তাকে এত দূর স্নেহ
করেন, যে যাহাঁর পশু হারাইয়া গিয়াছে, সে নিজে জানিতে না জানিতেই
সেই অতি ধনাঢ্য অতি কুশল নিম্পাপ ইন্দ্র সমস্ত গোঁধন উদ্ধার করিয়া
দেন ।

১৩ । সুস্থির ইন্দ্র যখন বহুবিস্তারী শুক্লের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুসন্ধান-
পূর্বক নিধন করেন, কিংবা যখন নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন, তখন তাঁহার
পারিষদগণ নানা প্রকারে তাঁহাকে বেটনপূর্বক তাঁহার সঙ্গে গমন
করেন ।

১৪ । যে সকল দেবতা স্বর্গের ন্যায় যজ্ঞস্থানে অধিষ্ঠান করেন,
তাঁহার অগ্নির তেজ্জকে “ভর্গ” এই নাম দেন । তাঁহার আর নাম জাত-
বেদা অগ্নি । হে হোমকারী অগ্নি ! তুমিই যজ্ঞের হোতা ! তুমিই অনুকূল
হইয়া আমাদের আত্মান শ্রবণ কর ।

১৫ । হে ইন্দ্র ! সেই দুই উজ্জ্বলমূর্ত্তী কমপুত্র নাসত্য আমার স্তব ও
যজ্ঞ গ্রহণ করুন । যে রূপ মনুর যজ্ঞে তাঁহারা প্রীতীলাভ করেন, তক্রূপ
আমি কুণ বিস্তার করিয়াছি, আমার যজ্ঞে প্রীতীলাভ করুন, প্রজাবৎকে
ধন প্রেরণ করুন এবং যজ্ঞ গ্রহণ করুন ।

১৬ । এই যে সর্ব্বস্বত্বিকারী সোম, যাহাকে সকলে স্তব করে, তাঁহাকে
আমরাও স্তব করি । এই ক্রিয়াকুশল সোম নিজেই নিজের সেতু, ইনি জল
পার হইতেছেন । যে রূপ দ্রুত গতিশালী ঘোটকগণ চক্রের পরিধি কল্পিত
করে, তিনি কঁকীবানকে এবং অগ্নিকে ডেমনি কল্পিত করিয়াছিলেন ।

১৭ । সেই অগ্নি ইহলোক পরলোক উভয় স্থানের বন্ধু, তিনি তারণ-
কর্ত্তা ; তিনি যাগকারী ; অমৃততুল্য দুগ্ধদায়িনী গাভী যখন আর প্রসব

হইত না, তখন তাহাকে প্রসববতী করিয়া তিনি দুগ্ধদায়িনী করিলেন । মিত্র ও বরুণকে উত্তম উত্তম স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করি । চমৎকার স্তবের দ্বারা অর্য্যমাকে সন্তুষ্ট করি ।

১৮ । হে স্বৰ্গস্থ সূর্য্য ! আমি নাভানেদিষ্ট, তোমার বন্ধু, অর্থাৎ আমি তোমাকে স্তব করিতেছি, আমার কামনা যে গাভী আত্মীয়(৩) । লাভ করি । সেই দু্যলোক আমাদিগের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তিস্থান এবং সূর্য্যেরও অধিষ্ঠানভূত । আমি সেই সূর্য্য হইতে কয় পুরুষই বা অন্তর ? । ১৭

১৯ । এই আমার উৎপত্তিস্থান, এই স্থানেই আমার নিবাস ; এই সকল দেবতা আমার আত্মীয় ; আমি সকলই । স্তোতাগণ যজ্ঞ হইতে সৰ্ব্ব প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন । এই যজ্ঞ স্বরূপী গাভী নিজে উৎপন্ন হইয়া এই সমস্ত উৎপাদন করিয়াছেন ।

২০ । এই অগ্নি আনন্দের সহিত গমন করিয়া চতুর্দিকে স্থান গ্রহণ করিতেছেন, ইনি উজ্জ্বল, ইহলোকে ও পরলোকে সহায়, এবং কাষ্ঠদিগকে পরাভব করেন, ইহার শিখাশ্রেণী উল্লে উঠিতেছে । ইনি স্তবের যোগ্য, ইহার মাতা অরুণি এই সৃষ্টির সুখকর অগ্নিকে শীঘ্র প্রসব করিতেছেন ।

২১ । আমি নাভানেদিষ্ট উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার স্ততিবাক্যগুলি ইন্দ্রের প্রতি গিয়াছে । হে ধনশালী অগ্নি ! অবন কর । আমাদিগের এই ইন্দ্রকে যজ্ঞ দান কর । আমি অযমেধ যজ্ঞকারীর পুত্র, আমার স্তবে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছ ।

২২ । হে বজ্রধারী ইন্দ্র ! হে নরপতি ! তুমি জানিবে যে, আমরা প্রভূত ধনের কামনা করিয়াছি । আমরা তোমার নিকট স্তব প্রেরণ করিয়া থাকি, হোমের দ্রব্য দিয়া থাকি, আমাদিগকে রক্ষা কর । হে হরিদ্রয় ঘোটক বিনিষ্ট ইন্দ্র ! তোমার নিকট গমনপূর্ব্বক আমরা যেন অপরাধী না হই ।

২৩ । হে উজ্জ্বলমূর্ত্তি মিত্র ও বরুণ ! গাভীর কামনায় অদ্বিরাগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন, সৰ্ব্বত্রগামী যম স্তবের ইচ্ছায় তাঁহাদিগের নিকট গমন

করিলেন, আমি নাভানেদিষ্ট সেই স্তব বলিয়া দিলাম এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দিলাম, সেই হেতু আমি তাঁহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় বিশ্রু হইলাম ।

২৪ । এক্ষণে আমরা গোধন পাইবার জন্য অবলীলাক্রমে স্তব করিতে করিতে জয়শীল বরুণের নিকট যাইতেছি । শীঘ্রগামী ঘোটক সেই বরুণের পুত্র । হে বরুণ ! তুমি মেধাবী ও অন্নদানও করিয়া থাক ।

২৫ । হে মিত্র ও বরুণ ! অন্নসম্পন্ন পুরোহিত স্তবসমূহ প্রয়োগ করিতেছেন, অভিপ্রায় এই যে, তোমরা আমাদের প্রতি আশুকুল্য করিবে, কারণ তোমাদিগের বন্ধুত্ব অতি হিতকর । তোমাদিগের বন্ধুত্ব লাভ হইলে সকল স্থানেই স্তুতিবাক্য সকল উচ্চারিত হইবে । চির পরিচিত পথ যেরূপ সুখকর হয়, তদ্রূপ তোমাদিগের বন্ধুত্ব যেন আমাদের স্তুতিবাক্য সকল সুখকর করে ।

২৬ । পরমবন্ধু সেই বরুণ দেবতাবর্গ সমেত উত্তম উত্তম স্তব ও নম্র বাক্য প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন । গাভীর দুধের দ্বারা তাঁহার যজ্ঞের জন্য বহমান হইতেছে ।

২৭ । হে দেবতাগণ ! তোমরাই যজ্ঞলাভের অধিকারী । আমাদের উত্তমরূপ রক্ষার জন্য তোমরা সকলে মিলিত হও । হে অন্ধিরাগণ ! তোমরা উদ্যোগী হইয়া আমাদের অন্ন দিয়াছ, তোমাদিগের মোহ নষ্ট হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে গোধন লাভ কর ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

৬২ সূক্ত ।

বিশ্বদেব, প্রভৃতি দেবতা । নাভানেদিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা যজ্ঞীয়দ্রব্য ও দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া ইজের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক। হে মেধাবীগণ! আমি মানব আসিয়াছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর।

২। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা আমাদের পিতাম্বরূপ, তোমরা গোধন তাড়াইয়া লইয়া আসিয়াছিলে। তোমরা এক বৎসরকাল যজ্ঞ করিয়া গোধনের অপহরণকারী বল নামক শত্রুকে নিধন করিয়াছিলে। তোমরা দীর্ঘায়ুঃ হও। আমি মানব, ইত্যাদি [পূর্ব ঋকের শেষভাগের সহিত অভিন্ন]।

৩। যে তোমরা যজ্ঞ প্রভাবে আকাশে সূর্য্যকে আরোহণ করাইয়াছ এবং সকলের জননীভূতা পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ণ করিয়াছ, সেই তোমরা উৎকৃষ্ট সম্ভানসম্পত্তি সম্পন্ন হও। আমি মানব, (ইত্যাদি)।

৪। এই আমি নাভানেদিষ্ঠ তোমাদিগের ভবনে আসিয়া মনোহর বক্তৃতা করিতেছি। হে দেবপুত্র ঋষিগণ! শ্রবণ কর। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মভেজ্য লাভ কর। আমি মানব, (ইত্যাদি)।

৫। সেই সমস্ত অঙ্গিরা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিধারী; তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ গন্তীর, অর্থাৎ কেহ সম্ভান পায় না। সেই অঙ্গিরাগণ অগ্নির পুত্র, তাঁহারা চতুর্দিকে আবিস্কৃত হইলেন।

৬। তাঁহারা অগ্নির চতুর্দিকে আবিস্কৃত হইলেন, নানা মূর্ত্তিতে গগনের চতুর্দিকে উদয় হইলেন। কেহ নবম্ব অর্থাৎ নয় মাস যজ্ঞের পর গোধন পাইয়াছেন; কেহ দশম্ব, অর্থাৎ দশ মাস যজ্ঞ করিয়া গোধন পাইয়াছেন। ষিনি অঙ্গিরাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি করিয়া আমাকে ধনদান করিতেছেন।

৭। তাঁহারা ইন্দের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে অশ্বযুক্ত ও গোপথনযুক্ত গাওঁ উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা বিস্তীর্ণ কর্ণযুক্ত একসহস্র গাভী আমাকে দান করিয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞীয় অন্ন উৎসর্গ করিয়াছেন ।

৮। এই মনুর বংশ শীত্ৰ রুদ্রি হউক, ইনি জলসংযুক্ত আর্দ্ররক্ষ বীজের ন্যায় শীঘ্র অকুরিত ও রুদ্রি প্রাপ্ত হউন, কারণ ইনি শত অশ্ব ও সহস্রগাভী এখনই দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন ।

৯। তিনি স্বর্গের উচ্চ প্রদেশের ন্যায় উন্নতভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁহার তুল্য কার্য্য করিতে কাহার সাধ্য নাই। সাবর্ণ্য মনুর দান নদীর ন্যায় ধরাভ্রমে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ।

১০। যত্ন ও তুরানমে দাস জাতীয় দুই রাজা(১) গাভীবর্গে পরিণত হইয়া এবং অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে সেই মনুর ভৌজনের জন্য আয়োজন করিয়া দেয় ।

১১। মনু সহস্রগাভী দান করেন, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার যেন কোন অনিষ্ট না হয় । তাঁহার দান সূর্য্যের সঙ্গে স্পর্শ করিয়া সর্বত্র গতিবিধি ককক । দেবতাগণ সেই সাবর্ণি মনুর পরমায়ুঃ রুদ্রি ককন । তাঁহার নিকট আমরা অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকি ।

৬৩ সূক্ত ।

পথ্যাবন্তি ও বিশ্বদেব দেবতা । গয় ঋষি ।

১। যে সকল দেবতা অতি দূরদেশ হইতে আসিয়া মনুষ্যদিগের সহিত যজ্ঞ করেন, ঐহারা বিদম্বানের পুত্র মনুর সন্তানদিগের অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন ; ঐহারা নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহারা আমাদিগের মঙ্গল ককন ।

২। হে দেবতাগণ ! তোমাদিগের সকল নামই নমস্কার করিবার যোগ্য, বন্দনীয় এবং যজ্ঞে উচ্চারণযোগ্য । ঐহারা অদিতির গর্ভে

(১) দাস রাজাদিগের উদ্দেশ্য ।

জন্মিয়াছেন, কিংবা জলে, কিংবা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলে আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন।

৩। সকলের জন্মনীভূতা পৃথিবী যাহাদিগের জন্য মধুময় দুগ্ধ বহাইয়া দেন, এবং মেঘ সমাকীর্ণ অবিনাশী আকাশ অমৃত ধারণ করেন, সেই সকল অদিতি সন্তান দেবতাদিগকে স্তব কর, তাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহাদিগের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তাহারা রুষ্টি আহরণ করেন, তাহাদিগের কার্য অতি সুন্দর।

৪। সেই সকল প্রবল পবাক্রান্ত দেবতা লোকের নিকট পূজা পাইবার জন্য অমরভুগুণ লাভ করিয়াছেন। তাহারা অনিমেষ নয়নে মনুষ্যদিগকে দর্শন, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন। তাহাদিগের রথ জ্যোতির্ময়, তাহাদিগের কার্যের বিঘ্ন নাই, তাহারা নিষ্পাপ; তাহারা লোকের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নত প্রদেশে বাস করেন।

৫। যাহারা উত্তম জীৱক্সি সম্পন্ন হইয়া উজ্জ্বলমূর্তিতে যজ্ঞে জ্যাসিয়াছেন, যাহারা দুর্দীর্ঘ হইয়া স্বর্গে বাস করেন, সেই সকল প্রধান দেবতাকে নমোবাক্যে এবং সুরচিত স্তবের দ্বারা সেবা কর এবং মঙ্গলের জন্য অদিতিকে সেবা কর।

৬। হে জ্ঞানসম্পন্ন সমস্ত দেবতা! তোমরা যতগুলি আছ, তোমরা যে স্তব প্রাপ্ত হইয়া থাক, কে তোমাদিগের জন্য সেই স্তব প্রস্তুত করে? হে বংশরুক্ষিসম্পন্ন দেবতাগণ! যে যজ্ঞ পাপ হইতে ত্রাণপূর্বক কল্যাণ বিতরণ করে, কে তোমাদিগের জন্য সেই যজ্ঞের আয়োজন করে?।

৭। মনু অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অন্ধায়ুক্ত চিত্তে সান্তজন হোতা লইয়া যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের জব্য উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সমস্ত দেবতাগণ! আমাদিগকে অভয় দান করুন এবং সুখী করুন, আমাদিগের সকল বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিন এবং কল্যাণ বিতরণ করুন।

৮। যাহাদিগের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞান সুন্দর, যাহারা স্বাবর জন্ম সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাদৃশ দেবতাগণ! এক্ষণে আমাদিগকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ হইতে পাপ কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর।

৯। আমরা সকল যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া থাকি, তাঁহাকে আহ্বান করিতে আনন্দ হয়। তাবৎ দেবতাবর্গকেও আহ্বান করি, তাঁহারা পাপ হইতে মুক্তি দেন, তাঁহাদিগের কার্য সুন্দর, আমরা কল্যাণ ও ধন লাভের জন্য অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ভগ, দ্যাবাপৃথিবী ও মরুৎগণকে আহ্বান করিয়া থাকি।

১০। আমরায়ম জলের জন্য দ্ব্যলোকস্বরূপ নৌকাতে আরোহণ করিয়া যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই(১)। এই নৌকাতে আরোহণ করিলে রক্ষা পাইবার বিষয়ে কোন ভয়ই নাই; ইহা অতি বিস্তীর্ণ; ইহাতে আরোহণ করিলে সুখী হওয়া যায়; ইহার ক্ষয় নাই; ইহার গঠন অতি চমৎকার; ইহার চরিত্র সুন্দর; ইহা নিষ্পাপ ও অবিনাশী।

১১। হে যজ্ঞভাগপ্রাপ্তী তাবৎ দেবতাগণ! আমাদেরিগকে আশ্রয় দিবে ইহা স্বীকার কর। সাংঘাতিক দুর্গতি হইতে আমাদেরিগকে ত্রাণ কর। এই সত্যস্বরূপ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। শ্রবণ কর, রক্ষা কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর।

১২। হে দেবতাগণ! আমাদেরিগের রোগ ও সর্বপ্রকার অধর্ম বুদ্ধি দূর কর। দান না করিবার বুদ্ধি যেন আমাদেরিগের না হয়। দুষ্কৃত্যশয় ব্যক্তির দুর্বুদ্ধি দূর কর। আমাদেরিগের শত্রুবর্গকে অতিদূরে লইয়া যাও। আমাদেরিগকে বিশিষ্ট সুখ ও কল্যাণ দান কর।

১৩। হে অদিতি সন্তান দেবতাগণ! তোমরা যাহাকে উত্তম পথ দেখাইয়া দিয়া সমস্ত পাপ হইতে পার করিয়া কল্যাণে উপনীত কর, এতাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই ঐরুদ্ধিশালী হয়, তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে না, সে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তাহার বংশ বৃদ্ধি হয়।

১৪। হে দেবতাগণ! অন্ন লাভের জন্য তোমরা যে রথকে রক্ষা কর, হে মরুৎগণ! যুদ্ধের সময় সঞ্চিত ধন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর; হে ইন্দ্র! তোমার সেই যে রথ,—যাহা প্রাতঃকালে যুদ্ধে গমন করে, তাহাকে ভক্ষণ করা উচিত, যাহাকে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না, আমরা যেন সেই রথে আরোহণপূর্বক কল্যাণভাগী হই।

১৫ । কি সুপথে, কি মরুভূমিতে, আমাদিগের কল্যাণ হউক ; জলে, কি যুদ্ধে আমাদিগের কল্যাণ হউক ; যে স্থানে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ হইতেছে, এরূপ সৈন্যমধ্যে আমাদিগের কল্যাণ হউক ; যথায় পুত্র উৎপন্ন হয়, আমাদিগের সম্বন্ধীয় সেই স্ত্রীযোনিতে কল্যাণ হউক । হে দেবতাগণ ! ধন লাভের জন্য আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর ।

১৬ । যে পৃথিবী পথে গমন কালে মঙ্গল করিয়া থাকেন ; যিনি সর্ক-শ্রেষ্ঠ ধনে পরিপূর্ণ ; যিনি রমণীয় যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত আছেন ; তিনি কি গৃহে, কি অরণ্যে আমাদিকে রক্ষা করুন ; দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করুন, আমরা যেন সুখে তাঁহাতে বাস করি ।

১৭ । হে সমস্ত অদিতি সন্তানগণ ! হে অদিতি ! ধ্যানপরায়ণ প্লুতি তনয় গয় এই রূপে তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন । অমরদিগের প্রসাদে মনুষ্যগণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয় । তাবৎ দেবতাগণকে গয় স্তব করিলেন ।

৬৪ হুক্ত ।

বিশ্বদেব দেবতা । গয় ঋষি ।

১ । যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন । তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তম রূপে রচনা করি ? কে আমাদিগকে কৃপা করেন ? কে সুখ বিধান করেন ? কেই বা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসেন ? ।

২ । অনুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে ; দেবতাদিগের স্তব সকল হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে ; উৎকৃষ্ট ভাব সকল ক্ষুণ্ণি পাইতেছে ; মনের প্রার্থনা সকল উপস্থিত হইয়াছে ; আমার মনের অভিলাষগুলি দেবতাদিগের দিকেই বাঁধা আছে । তাঁহারা ব্যতীত সুখদাতা আর কেহ নাই ।

৩ । মনুষ্যগণ যাঁহাকে বর্ণনা করেন, সেই পূষাদেবকে স্তবের দ্বারা পূজা কর ; দেবতারা যাঁহাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, সেই দুহুর্ষ অগ্নিকে স্তবের দ্বারা পূজা কর । সূর্য্য ও চন্দ্র ও যম ও দিব্যালোকবাসী ত্রিত ও বায় ও ভীষা ও রাত্রি ও অশ্বিনকে স্তব কর ।

৪। জ্ঞানী অগ্নি কি প্রকারে এবং কি বাণ্যদ্বারা রক্ষিত হইলেন।
বৃহস্পতি নামক দেবতা সুরচিত্ত স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট হইলেন। অজ্ঞ এক-
পাদ ও অহিবুদ্ধ আমাদিগের আহ্বানকালে সুরচিত্ত স্তব সকল শ্রবণ
করুন।

৫। হে অবিনাশী পৃথিবী! সূর্য্যের জন্ম ব্যাপ্যারের সময় তুমি, মিত্র
ও বরুণ এই দুই রাজার পরিচর্যা করিয়া থাক। সেই সূর্য্য বহু রথে
আরোহণপূর্ব্বক শর্টনঃ শর্টনঃ গমন করেন, তাঁহার জন্ম নানী মূর্ছিতে
হয়; সপ্তঋষি তাঁহার আহ্বানকর্তা।

৬। ইন্দ্রের বে সকল ঘোটক নিজে হইতে যুদ্ধের সময় বিস্তর ধন
শত্রুদিগের নিকট হরণ করিল; যাহারা, যেন যজ্ঞের সময়, সর্ব্বদাই
সহস্র ধন দান করেন, যাহারা সুশিক্ষিত ঘোটকের মত পরিমিত রূপে চরণ
ক্ষেপ করে, তাহারা সকলে আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুক, নিমন্ত্রণ গ্রহণ
করিতে তাহারা কখনই পরাঙ্মুখ নহে।

৭। হে স্তবকর্তাগণ! রথযোজনাকারী বায়ুকে এবং বহুকার্য্যকারী
ইন্দ্রকে এবং পুষাকে স্তব করিয়া তোমাদিগের বন্ধুত্ব স্বীকার করাও।
তাহারা সকলে এক মন ও অনন্যমনা হইয়া সূর্য্যের প্রসব সময়ে অর্থাৎ
প্রভাতে যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন।

৮। প্রবাহশালিনী ত্রিগুণিত সপ্ত সংখ্যক প্রকাণ্ড নদী এবং জল,
বনতরুগণ, পর্ব্বত, অগ্নি, কৃণানু নামক দেব, বাণক্ষেপকারী গন্ধর্ভগণ,
তিষ্য, কদ্র এবং কদ্রদিগের মধ্যে প্রধান কদ্র, আশ্রয় পাইবার জন্য ইহা-
দিগের সকলকে আমরা আহ্বান করিতেছি।

৯। সরস্বতী, সরযু, এবং সিন্ধু(১) এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী
প্রবাহশালিনী নদী রক্ষা করিতে আনুন। জল প্রেরণকারিণী জননী-
স্বরূপা এই সকল দেবী আমাদিগকে ঘৃতভূল্য, মধুভূল্য, জল দান
করুন।

১০। সেই বিপুল দীপ্তিশালিনী দেবতা এবং দেব পিতা তুষ্টা নিজ
পুত্র দেবতাদিগের সহিত আমাদিগের বাণ্য শ্রবণ করুন। আমরা উত্তম

উত্তম স্তব উচ্চারণ করিতেছি, আমাদিগকে ইন্দ্র এবং বাজ এবং রথপতি ভগ্ন রক্ষা করুন ।

১১। মকদগণ দেখিতে তেমনি রমণীয়, যেমন অন্ন পরিপূর্ণ গৃহ রমণীয়! কতপুত্র মকংগণের স্তবে মঙ্গল হইয়া থাকে। লোকদিগের মধ্যে আমরা গোধনে ধনী হইয়া যেন যশস্বী হই। যেন সর্বদাই আমরা স্তবের দ্বারা দেবতাদিগকে ভজন করি ।

১২। হে মকংগণ! হে ইন্দ্র! হে দেবতগণ! হে বকণ! হে মিত্র! তোমাদিগের প্রসাদে আমি যে স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি, যেরূপ গাভী দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই স্মৃতিকে পরিপূর্ণ কর। তোমরা আমার স্তব অবগণপূর্বক অনেক বার রথারোহণে যজ্ঞে আসিয়াছ ।

১৩। হে মকংগণ! তোমরা যেমন পূর্বে অনেক বার আমাদিগের বন্ধুত্বের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছ, তদ্রূপ এখনও কর। আমরা যে স্থানে সর্বপ্রথম যজ্ঞবেদী সংস্থাপন করি, তথায় পৃথিবী আমাদিগের আশ্রয়ের ন্যায় কার্য্য করুন ।

১৪। সেই সর্বজনবিদিত দ্যাবাপৃথিবী অতি মহতী জননীস্বরূপা, সেই ছুই দেবী যজ্ঞের সময় নিজ পুত্র দেবতাদিগের সহিত আগমন করেন, তাঁহারা উভয়ে দুই ভুবনকে নামা উপায়ে ধারণ করিয়া রাখেন। তাঁহারা পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রচুর শুক্র, অর্থাৎ রুষ্টিবারি সেচন করেন ।

১৫। সেই হোমের মন্ত্র সর্বপ্রকার কাম্যবস্তুর বিষয়ই উল্লেখ করে, সেই মন্ত্র প্রধান ব্যক্তিদিগকে পালন করে, সে অশ্রিত দেবতাদিগকে স্তব করিতেছে। সেই মন্ত্রে মধু উৎপাদনকারী প্রস্তর রহৎ বলিয়া কীৰ্ত্তিত আছে। বিদ্বানগণ স্তবের দ্বারা দেবতাদিগকে যজ্ঞকাযুক করিয়াছেন ।

১৬। এই রূপে গয় ঋষি, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহার বিস্তর স্তবের সম্বল আছে, যিনি যজ্ঞাযুক্তান আনেন; সেই মেধাবী গয় ঋষি বিশিষ্ট ধন কাননাদ্বারা প্রবর্তিত হইয়া তাবৎ দেবতাদিগকে উত্তম উত্তম স্তব ও স্তবের দ্বারা এই রূপে অপা্যায়িত করিলেন ।

১৭। পূর্ব যুক্তের শেষ থাকে সহিত অভিন্ন ।

৬৫ সূক্ত ।

বিশ্বদেব দেবতা । বসুকর্ণ ঋষি ।

১ । অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, বায়ু, পুষা, সরস্বতি, আদিত্য-গণ, বিষ্ণু মরুৎগণ, রুহং স্বর্গ, সোম, কদ্র, অদিতি, ব্রহ্মণস্পতি, ইঁহারা সকলে পরস্পর মিলিত আছেন ।

২ । ইন্দ্র ও অগ্নি, ইঁহারা শিষ্টপালন কর্ত্তা, ইঁহারা যুদ্ধের সময় একত্র হইয়া নিজ ক্ষমতাদ্বারা শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং প্রকাণ্ড আকাশ আপন তেজে পরিপূর্ণ করেন । হৃতযুক্ত সোমরস তাঁহাদিগের বল বাড়াইয়া দেয় ।

৩ । সেই মহৎ অপেক্ষাও মহৎ ও অবিচলিত ও যজ্ঞরক্ষিকারী দেবতা-দিগের উদ্দেশে আমি যজ্ঞ অবগত হইয়া স্তবসমূহ প্রেরণ করিতেছি, যাঁহারা সূক্তী মেঘ হইতে জল বর্ষণ করেন, সেই পরম বন্ধু দেবতাগণ আমাদিগকে ধন দান করিয়া শ্রেষ্ঠ ককন ।

৪ । সেই দেবতার সকলের নায়কস্বরূপ স্বর্ষ্যকে এবং আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদিকে এবং ছালোক ও ভুলোক ও পৃথিবীকে নিজবলে স্বস্থানবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন । তাঁহারা ধনদানকারী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় উত্তম দান করিয়া মনুষ্যাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিতেছেন । মনুষ্যাদিগের নিকট ধন প্রেরণ করেন, একারণ তাঁহাদিগকে স্তব করা হইতেছে ।

৫ । মিত্র ও দাতাবরুণকে হোমের দ্রব্য নিবেদন কর । তাঁহারা ছুই জন রাজার রাজা, তাঁহারা কখন অমনোযোগী হয়েন না, তাঁহাদিগের ধাম উত্তমরূপে সংধারিত হইয়া অত্যন্ত দীপ্ত পাইতেছে । ছুই দ্যাবা-পৃথিবী তাঁহাদিগের নিকট যাকের ভাবে অবস্থিত আছেন ।

৬ । যে গাভী অপ্রার্থিত হইয়া পবিত্রস্থান যজ্ঞে আগমন করে, যে ছন্দ দানপূর্বক যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করে । সেই গাভী আমার প্রস্তাবমতে দাতাবরুণকে এবং অন্য অন্য দেবতাকে হোমের দ্রব্য দান ককণ এবং দেবতার সেবক যে আমি, আমাকে রক্ষা ককন ।

৭। যাঁহারা নিজ তেজে আকাশপূর্ণ করেন, অগ্নিই যাঁহাদিগের জিহ্বা, যাঁহারা যজ্ঞের রুদ্রি করেন, তাঁহারা আপন আপন স্থান বুঝিয়া যজ্ঞস্থানে বসিতেছেন। তাঁহারা আকাশকে উন্নত করিয়া জল নিগত করিয়াছেন এবং যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের শরীর ভূষিত করিয়া দেন।

৮। দ্যাবা ও পৃথিবী ইঁহারা সর্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন, ইঁহারা সকলের ঋতা পিতৃস্বরূপ, সকলের পূর্বে জন্মিয়াছেন, উভয়ই স্থান এক; উভয়েই যজ্ঞস্থানে বাস করেন। উভয়ে এক মন। ইহারা সেই মহীয়ান্ বরুণকে ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ দিতেছেন।

৯। মেঘ আর বায়ু, ইঁহারা সৃষ্টি বর্ষণকারী জলের ভাণ্ডার ধারণ করেন। ইন্দ্র ও বায়ু, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, ইঁহাদিগকে এবং অদিতি-সন্তান দেবতাদিগকে এবং অদিতিকে আহ্বান করিতেছি। যাঁহারা পৃথিবীতে, বা আকাশে, বা জলে থাকেন, তাহাদিগকেও ডাকিতেছি।

১০। হে ঋভুগণ! যে নোম দেবতাদিগের আহ্বানকর্ত্তা স্বর্গ ও বায়ুর নিকট তোমাদের মঙ্গলের জন্য গমন করে; অপিচ রহস্যপতি ও রত্ননিধন-কারী সুরুদ্রি ইন্দ্রের নিকট গমন করে, ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ সেই সোমকে আমরা ধনের জন্য যাক্তা করি।

১১। সেই দেবতারা পূণ্যকর্ম ও গাভী ও অশ্ব উৎপাদন করিয়াছেন, রক্ষণতা ও বনতক এবং পৃথিবী ও পর্বতদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সূর্যকে আকাশে আরোপিত করিয়াছেন; তাঁহাদিগের দান অতি চমৎকার, তাঁহারা পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাষ্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

১২। হে অশ্বিনয়! তোমরা ভূজ্যকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, বহুমতী নাম্নী রমণীকে শিঙ্গলবর্ণ এক পুত্র দিয়াছিলে, বিমর ঋষিকে সুরূপাভাষ্য আনিয়া দিয়াছিলে এবং বিশ্বক ঋষিকে বিষ্টাপু নামক পুত্র দান করিয়াছিলে।

১৩। অশ্বধারিণী ও বজ্রের ন্যায় নির্দোষযুক্তা দৈববাণী এবং এক পাদ অজ এবং আকাশে ধারণকর্ত্তা ও নদী ও সমুদ্রের জল এবং

তাবৎ দেবতা ইহারা সকলে আমার বাকা শ্রবণ করুন। আর নানা ভাব ও নানা চিন্তা যাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সেই সরস্বতীও শ্রবণ করুন।

১৪। যাহাদিগের সঙ্গে নানা ভাব ও নানা চিন্তা বিদ্যমান আছে, যাহাদিগের উদ্দেশে মনুষ্য যজ্ঞ করিয়াছেন, যাহারা অমর, যাহারা যজ্ঞ উত্তমরূপে জানেন, যাহারা সকলে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য গ্রহণ করেন, যাহারা সকলি অবগত আছেন, সেই সকল দেবতাগণ আমাদিগের সমস্ত স্তব এবং উত্তমরূপে নি বেদিঅন্তর গ্রহণ করুন।

১৫। বশিষ্ঠবংশসমুত এই ঋষি অমর দেবতাদিগকে বন্দনা করিয়াছেন। সেই দেবতারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে অদ্য উৎকৃষ্ট ধন দান করুন। হে দেবতাগণ! তোমরা মঙ্গল বিধানপূর্বক আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর।

১৬ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ।

১। যে সকল দেবতা সর্কজ, ইন্দ্রই যাহাদিগের প্রধান, যাহারা অমর, যজ্ঞের হৃদ্ধি সম্পাদন করেন এবং অতি চমৎকার হৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাদিগের মন উৎকৃষ্ট, যাহারা যজ্ঞকে আলোকময় করেন, সেই বহুঅনং সম্পন্ন দেবতাদিগকে ডাকিতেছি।

২। যাহারা ইন্দ্রকর্তৃক উৎপাদিত হইয়া এবং বরুণকর্তৃক অর্পিত হইয়া জ্যোতির্ময় স্বর্গের গতিপথ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সেই শত্রু সংহারকারী মরুৎগণের স্তব চিন্তা করি। হে বিদ্বান্গণ! ইন্দ্রপুত্রদিগের যজ্ঞ আয়োজন কর।

৩। ইন্দ্র বসুদিগের সহিত আমাদিগের গৃহ রক্ষা করুন। অগ্নি অগ্নিতাদিগের সহিত আমাদিগের সুখ বিধান করুন। কশ্যপদেব কশ্যপ মরুৎগণের সহিত আমাদিগকে সুখী করুন। তৃতা পত্নীসমের আমাদিগের সুখ বর্দ্ধন করুন।

৪। অদিতি, দ্যাবাপৃথিবী, প্রাধান সত্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু, বরুংগণ, প্রকাশ স্বর্গ, অদিতি সন্তান দেবতাগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ এবং উত্তমবাতা সূর্য্য, ইহাদিগকে ডাকিতেছি যে, ইহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৫। জলাধিপতি বিবিধ বুদ্ধিবৃত্ত বরুণ, ত্রতরক্ষাকারী পুষা, মহীর্ষানু বিষ্ণু, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞস্রষ্টিকারী সর্বজ্ঞ অমরগণ, ইহারা আমাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন।

৬। যজ্ঞ অভিলষিত ফল দান করুক, যজ্ঞতাগগ্রাহীগণ বাজ্রাপূর্ণ করুন, দেবতার। এ ধোমের দ্রব্য আয়োজনকারীরা এবং যজ্ঞাধিকারী দ্যাবাপৃথিবী এবং পর্জন্ম এবং স্তবকারীগণ সকলেই আমাদিগের বাজ্রাপূর্ণ করুন।

৭। অন্ন পাইবার জন্য অভিষত ফলদানকারী অগ্নি ও সোমকে স্তব করিতেছি। বিস্তর লোকে তাঁহাদিগকে দাতা বলিয়া প্রশংসা করে। পুরোহিতগণ তাঁহাদের উভয়কে যজ্ঞ উপলক্ষে পূজা দিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদিগকে তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন।

৮। ষোড়শা কর্তব্য পালনে সদা উদ্যোগী, ষোড়শা বলবান, যজ্ঞকে অলঙ্কৃত করেন, ষোড়শাদিগের ঐচ্ছল্য অতি মহৎ। ষোড়শা যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়, ন অগ্নি ষোড়শাদিগের আহ্বানকর্তা, ষোড়শা সত্যের সপক্ষস্বরূপ, সেই দেবতাগণ যজ্ঞের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে রুষ্টিবারি স্রষ্টি করিলেন।

৯। দেবতার। নিজ কার্যদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ও জন, রক্ষণতাদি এবং যজ্ঞের উপযোগী উত্তম উত্তম দ্রব্য স্রষ্টি করিয়া আকাশ ও স্বর্গ নিজে তেজে পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞের সহিত আপন দেহ মিলিত করিয়া যজ্ঞ বিভূষিত করিলেন।

১০। ঋতুগণের হস্ত সুন্দর, অর্থাৎ কৌশলসম্পন্ন; তাঁহারা আকাশের ধারণকর্তা। বায়ু আর মেঘ ইহাদিগের শব্দ অতি মহৎ। জন ও রক্ষণতাদি আমাদিগকে স্তবাক্য নিধাইয়া দিল। আর ধন দানকর্তা ভগ ও কর্ণমা ইহারা সকলে আমার যজ্ঞে আগমন করুন।

১১। সমুদ্র, নদী, ধূলিময় পৃথিবী, আকাশ, অন্ন, একগান, শত্রুকরী মেঘ, অহিবৃদ্ধা, ইহারা আমার বাক্য সকল শ্রবণ করুন। আর প্রজাবানু তাবৎ দেবতাও আমার বাক্য শ্রবণ করুন।

১২। হে দেবগণ! আমরা মহুসস্তান, তোমাদিগকে যজ্ঞ দিতে যেন সমর্থ হই। আমাদিগের চিরপ্রাচলিত যজ্ঞকে সৃষ্টাকরূপে সম্পন্ন কর। হে অদ্বিতী সন্তানগণ! কদ্রগণ! বসুগণ! তোমাদিগের দামণ্যক্তি অতি চমৎকার। আমরা এই মন্ত্র সকল পাঠ করিতেছি, পরিতোষপূর্বক শ্রবণ কর।

১৩। যে দুই ব্যক্তি দেবতাদিগের আহ্বানকর্তা, যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তাঁহাদিগের উদ্দেশে উত্তমরূপে যজ্ঞের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, আমাদিগের কিটস্থ কেন্দ্রপতিকে এবং তাবৎ অস্বিনাশী দেবতাকে আমাদিগকে আশ্রয় দিতে প্রার্থনা করি, তাঁহারা প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কখন অননোযোগী হয়েন না।

১৪। বসিষ্ঠ সন্তানগণ পিতার দৃষ্টান্তে স্তব করিল, তাহারা মঙ্গল কামনাতে বসিষ্ঠ ঋষির ন্যায় দেব পূজা করিল। হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগের আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় আসিয়া সন্তুষ্টিমনে অভিসম্বিত অর্থ দান কর।

১৫। [পূর্ব সূক্তের শেষ ঋকের সহিত অভিসম্বিত।]

৬৭ সূক্ত।

রহস্যপতি দেবতা। অযাস্য ঋষি।

১। আমাদিগের পিতা এই সপ্তশীর্ষকযুক্ত মহৎ স্তব রচনা করিয়াছেন। সত্য হইতে ইহার উৎপত্তি। তাবৎ লোকের হিতকারী, অযাস্য ঋষি ইজ্ঞের প্রশংসা করিতে করিতে চতুর্থ একটী স্তব সৃষ্টি করিয়াছেন(১)।

২। অগ্নির বংশধরেরা যজ্ঞের সুন্দর স্থানে যাইতে মনস্থ করিল। তাহারা সত্যবাদী, তাহাদিগের মনের ভাব সরল, তাহারা স্বর্গের পুত্র, মহাবলে বলী, তাহারা বুদ্ধিম নু ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে।

(১) এই সূক্তের সাধারণ ব্যাখ্যা অত্যন্ত কষ্ট কল্পনা বোধ হয়।

৩। বৃহস্পতির সহায়গণ হংসের ন্যায় কোলাহল করিতে লাগিল, তাহাদিগের সাহায্যে তিনি প্রান্তরময় দ্বার খুলিয়া দিলেন। অভ্যন্তরে কঙ্ক গাভীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনি উৎকৃষ্টরূপে স্তব ও উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া উঠিলেন।

৪। গাভীগণ নিম্নের দিকে একটি দ্বারের দ্বারা এবং উপরের দিকে দুইটি দ্বারের দ্বারা অধর্মের আলয় স্বরূপ সেই গৃহ মধ্যে বদ্ধ ছিল। বৃহস্পতি অঙ্ককারের মধ্যে আলোক লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া তিনটি দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং গাভীগণকে নিষ্কাশিত করিলেন।

৫। তিনি রাতে নিভৃতভাবে শয়নপূর্বক পুরীর পশ্চাৎভাগ বিদীর্ণ করিলেন এবং সমুদ্রতুল্য সেই গুহার তিনটি দ্বারই খুলিয়া দিলেন। প্রাতঃকালে তিনি পূজনীয় সূর্য্য, আর গাভী একসঙ্গে দর্শন পাইলেন, তখন তিনি মেঘের ন্যায় বীরহকার ছাড়িতে ছিলেন।

৬। যে বল গাভী রুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে ইন্দ্র আপনায় হস্তার-রবেই ছেদন করিলেন, এইরূপে ছেদন করিলেন, যেম তাহার প্রতি অস্ত্রই প্রয়োগ করিয়াছেন। যক্ষ্মাক্ত কলেবর বন্ধুদিগের সহিত সোমপান ইচ্ছা করিয়া, তিনি পণিকে কাঁদাইলেন, তাহার গাভী কাড়িয়া লইলেন।

৭। তিনিই সত্যবাদী, দীপ্তিমান, ধনদানকারী সহায়দিগের সহিত গাভীরোধকারী বলকে বিদীর্ণ করিলেন। আর ব্রহ্মণস্পতি বিপুলমুর্ক্তি, বদান্য, যক্ষ্মাক্ত কলেবর দেবতাদিগের সহিত সেই গোধন অধিকার করিলেন।

৮। তাহারা এইকণে গাভীর অধিকারী হইয়া সরল চিত্তে স্তুতিবা-ক্য-দ্বারা গোপতি দেবতাকে ধন্যবাদ করিল। পরস্পর সাহায্যকারী নিজ সহায়দিগের সহিত বৃহস্পতি গাভীগণকে বাহির করিয়া আনিলেন।

৯। যখন সেই বৃহস্পতি যজ্ঞে আসিয়া সিংহনাদ করেন, তখন যেম আমরা সেই জয়ী, দাতাবীরপুত্র, বৃহস্পতিকে সকল যুদ্ধে সকল বীরজয় সমাগমস্থলে উত্তম উত্তম প্রশংসাবচনের দ্বারা সংবর্দ্ধনা করি এবং অভিনন্দন করি।

১০। যখন সেই বৃহস্পতি নানাবিধ অন্নদান করিলেন, যখন আকাশ পৃথু দিয়া তিনি পরম্বায়ে গমন করিলেন, তখন বুদ্ধিমানগণ সেই বদান্য

রুহস্পতিকে মান্য প্রকারে সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন, তাহা করিতে করিতে তাঁহাদিগের মূর্ত্তি জ্যোতির্মান হইল ।

১১। অম্লানভের জন্য আমার যে প্রার্থনা, তাহাকে সকল কর, আমি ভক্তিই আছি, আমাকে নিজ আশ্রয় দান করিয়া রক্ষা কর । তাবৎ শত্রু পরাজিত ও দূর হউক । বিশ্বব্যাপিনী দাধাণপৃথিবী আমাদের এই বাক্য শ্রবণ করণ ।

১২। ইন্দ্র অতিরূহং একজলপূর্ণ মেঘের মন্তক বিদীর্ণ করিলেন । আহি, অর্থাৎ রক্তকে বধ করিলেন, সপ্ত সিন্ধু বহাইয়া দিলেন । হে দাধাণপৃথিবী ! দেবতাদিগের সহিত আমাদের রক্ষা কর ।

৫৮ সূক্ত ।

ঋষিঃ দেবতা পূর্ববৎ ।

১। যেরূপ জল সেচনকারী কৃষানগণ পক্ষীদিগকে শস্য ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার সময় কোলাহল করে(১), অথবা যেরূপ মেঘবৃন্দের নির্ধোর হয়, অথবা যেমন তরঙ্গবর্গ পরস্পরে অভিঘাত কালে বল্লব করে, তদ্রূপ রুহস্পতির উদ্দেশে প্রশংসা ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল ।

২। অগ্নিরার পুত্র রুহস্পতি সূর্য্যদেবকে গাভীদিগের সহিত সংযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ গাভীদিগের নিবট সূর্য্যের আলোক আনয়ন করিলেন । ভগনবের ন্যায় তাঁহার তেজঃ চতুর্দ্দিগব্যাপী হইল । যেমন স্ত্রী পুরুষের বন্ধুবর্গ পতিগত্নী দিলন করাইয়া দেয়, তদ্রূপ তিনি গাভীদিগকে লোকদিগের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন । হে রুহস্পতি ! যুদ্ধের সময় যেমন ঘোটকদিগকে ধাবিত করে, তদ্রূপ গাভীদিগকে ধাবিত কর ।

৩। যেমন যবের কুশল (মরাই) হইতে যব বাহির করে(২), তদ্রূপ রুহস্পতি গাভীদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পরিত্যক্ত হইতে বাহির করিলেন ।

(১) পক্ষীগণ উক্ত বীজ না খাইয়া যার এই জন্য কৃষকগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয় ।

(২) যবের খরাইয়ের উদ্দেশ্য ।

তাহাদিগের গাভী অতি সুন্দর, জন্মাগত তাহারা চলিতে লাগিল; তাহাদিগের বর্ণ এমন মনোহর এবং আকৃতি এমন সুগঠন, যে দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয় ।

৪। রহস্পতি গাভী উদ্ধার করিয়া যেন সংকর্মের আকরস্থান মধুবিন্দু সিক্ত করিলেন, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সুবিধা করিয়া দিলেন । তিনি এমন দীপ্তিযুক্ত হইলেন, যেন সূর্য্যদেব আকাশে উল্কা নিক্ষেপ করিতেছেন, তিনি প্রস্তরের আচ্ছাদন হইতে গাভীদিগকে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগের খুঁপুটের দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, যেমন নীচে হইতে জল উঠিবার সময় ধরাতল বিদীর্ণ করে ।

৫। যেমন বায়ু জল হইতে ঠেগবাল অপসারিত করে, তদ্রূপ রহস্পতি আকাশ হইতে অন্ধকার অপসারিত করিলেন । যেমন বায়ু মেঘসমূহকে বিকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ রহস্পতি সুবিবেচনাপূর্ণক বলের গোপন স্থান হইতে গাভীদিগকে নিকাশিত করিলেন ।

৬। যখন হিংস্র বলের অস্ত্র, রহস্পতির অগ্নিতুল্য ঐতপ্ত উজ্জ্বল অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া গেল, তখন তিনি গোধন অধিকার করিলেন, যেমন দন্ত-গণ আহারের দ্রব্য মুখের মধ্যে পরিবেশন করিয়া দিলে জিহ্বা তাহা অধিকার করে, তিনি সেই বহুল্য গোধন প্রকাশিত করিলেন ।

৭। যখন সেই গোপন স্থান মধ্যে গাভীগা শব্দ করিতেছিল, তখনই রহস্পতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তন্মধ্যে গাভী বদ্ধ আছে । যেমন পক্ষী ভিক্ষভঙ্গ করিয়া শাবকে নিকাশিত করে, তদ্রূপ তিনি আপনিই পক্ষী ও মধ্য হইতে গাভীদিগকে তাড়াইয়া আনিলেন ।

৮। তিনি দেখিলেন যে, যেমন মৎস্য অঙ্গুষ্ঠে থাকিলে ক্রেশ পায়, তদ্রূপ সেই মধুর ন্যায় পরম অভিলষিত গোধন প্রস্তররুদ্ধ হইয়া ক্রেশ পাইতেছে । যেমন কাষ্ঠ হইতে চন্দ্র নামক পানপাত্র কুঁদিয়া বাহির করে, তদ্রূপ রহস্পতি কোলাহলসহকারে দ্বার উন্মোচন করিয়া সেই গোধন বাহির করিলেন ।

৯। তিনি প্রভাত, সূর্য, অগ্নি, সকলি পাইলেন, অর্থাৎ গোধনোদ্ধার কার্যদ্বারা আবার যেন রাত্রি প্রভাত হইল, অগ্নি যেন প্রজ্জ্বলিত হইল ।

তিনি সূর্যালোক প্রবেশ করাইয়া ওহামধ্যে অঙ্ককার নষ্ট করিলেন ।
বনে গাভীদিগকে রুদ্ধ করিয়াছিল, বৃহস্পতি সেই গাভী উদ্ধার করিয়া
যেন তাঁহার অস্থি মধ্য হইতে মজ্জা বাহির করিয়া আনিলেন ।

১০। যেমন শীতকাল অরণ্যের সকল পত্র অপহরণ করে, তদ্রূপ
বলেই সকল গাভী বৃহস্পতিকর্তৃক গৃহীত হইল । যাহা কেহ কখন করে
নাই, কেহ কখন অনুকরণ করিতে পারিবে না । এই রূপ কার্য তিনি করি-
লেন, তাঁহার এই কার্যদ্বারা পুনর্ব্বার সূর্য্য চন্দ্রের উদয় হইল ।

১১। যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোটককে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে, তদ্রূপ
পিতাম্বরূপ দেবতাগণ গগনকে নক্ষত্রে সুসজ্জিত করিলেন । তাঁহারা
অঙ্ককার রাত্রিতে রাখিয়া দিলেন এবং আলোক দিবসে রাখিয়া দিলেন ।
বৃহস্পতি পর্ব্বত ভেদ করিয়া গোধন লাভ করিলেন ।

১২। যিনি পূর্ব্বতন অনেক ঋক রচনা করিয়া গিয়াছেন, যিনি এখন
মেঘলোকবাণী হইয়াছেন, সেই বৃহস্পতিকে এই নমস্কার কবিলাম । সেই
বৃহস্পতি আমাদিগকে গাভী ও ঘোটক ও সন্তান ও ভৃত্য ও অন্ন দান
করুন ।

৬৯ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । সুমিত্র ঋষি ।

১। বধিঅশ্ব [সুমিত্রের পিতা] । যে অগ্নি স্থাপিত করিয়াছেন,
তাঁহার মূর্ত্তিগুলি অতি সুন্দর, তাঁহার স্থাপনাও চমৎকার এবং আগমনও
রমণীয়, সুমিত্র নামক ব্যক্তিগণ যখন সর্ব্বসমক্ষে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন,
অগ্নি হৃতাভূতি প্রাপ্ত হইয়া উদীপ্ত হইলে, তাঁহাকে সকলে স্তব করিতে
থাকে ।

২। বধিঅশ্বের অগ্নি হৃতাভূতাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, হৃতাভূতি তাঁহার
আহার, হৃতাভূতি তাঁহাকে স্নিদ্ধ করে । হৃতাভূতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশিষ্ট-
রূপে বিভূষিত হইলেন । হৃতাভূতি দেওয়াতে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি
পাইতেছেন ।

৩। হে অগ্নি! যেরূপ ময়ূ তোমার মূর্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছি। আমার এই কার্য্য সংপ্রতি করা হইয়াছে। অতএব তুমি ধনবান্ হইয়া দীপ্যমান হও, আমাদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ কর, শত্রু সৈন্য বিদীর্ণ কর, এই স্থানে অন্ন স্থাপন কর।

৪। যে তোমাকে বধি অশ্ব প্রথমে স্তব করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, সেই তুমি আমাদিগের গৃহ ও দেহ রক্ষা কর; তুমিই এই যাহা কিছু দিয়াছ, আমার সেই দান সমস্ত রক্ষা কর।

৫। হে বধি অশ্বের অগ্নি! দীপ্যমান হও; রক্ষাকর্ত্তী হও, লোকদিগকে যে হিংসা করে, সে যেন তোমাকে পরাভব না করে। বীরের ন্যায় দুর্দীর্ঘ এবং শত্রু পাণ্ডনকারী হও। আমি সুমিত্র, বধি অশ্বের অগ্নিস্তব রচনা করিলাম।

৬। হে অগ্নি! পর্বতের যে সকল উত্তম উত্তম অঙ্গম ধন, তাহা তুমি দাসদিগের নিকট জয় করিয়া আৰ্য্যদিগকে দিয়াছ(১), তুমি দুর্দীর্ঘ বীরের ন্যায় শত্রু নিপাত কর; যাহারা যুক করিতে আসে, তাহাদিগের প্রতি অগ্রসর হও।

৭। এই অগ্নি দীর্ঘজন্তু, অর্থাৎ ইঁহার বংশ অতি বিস্তারিত, ইনি প্রধান দাতা, ইনি সহস্রস্থান অজ্ঞান করেন, শতসংখ্য পথ দিয়া গমন করেন, ইনি উজ্জ্বল দীপ্তিশালীদিগের মধ্যেও দীপ্তিশালী, প্রধান পুরো-হিতগণ ইহাকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। হে অগ্নি! দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয়দিগের ভবনে দীপ্যমান থাক।

৮। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার গাতীকে বড় সুখে দোহন করা যায়। তাহার দোহনে কোন বাধা বিঘ্ন নাই। সে মনোযোগী হইয়া অমৃত দোহন করিয়া দেয়। দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ দক্ষিণাসম্পন্ন হইয়া তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছে।

৯। হে বধি অশ্বের অগ্নি! হে জাতবেদা! মরণরহিত দেবতারা ই নিজে তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যখন মহয়্যাগে মহিমার বিষয়

জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সকলি কহিয়াছেন । তোমার সম্মানাকরী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি অগ্নী হইয়াছ ।

১০। হে অগ্নি! যেমন পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লালন করে, তদ্রূপ বধি অশ্ব তোমার পরিচর্যা করিয়াছেন । হে যুবা অগ্নি ! ইহার নিকট কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া তুমি পূর্বতন সকল হিংসককে নষ্ট করিয়াছ ।

১১। বধি অশ্বের অগ্নি সোমরস প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া শত্রুদিগকে চিরকালেই ভয় করিয়া আসিতেছেন । হে বিচিত্র কিরণধারী অগ্নি ! তুমি হিংসককে বিশেষ মনোযোগের সহিত দক্ষ করিয়াছ । যাহাদিগের অত্যন্ত রুদ্ধি হইয়াছিল, তাহাদিগকে অগ্নি বিদীর্ণ করিয়াছেন ।

১২। বধি অশ্বের এই যে অগ্নি, ইনি শত্রুনিধনকারী চিরকাল প্রজ্বলিত আছেন, নমস্কারবাক্য ইহার প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে, হে বধি অশ্বের অগ্নি! যাহারা আমাদিগের অনাত্মীয়, কিংবা যাহারা স্পর্ধাপূর্বক আমাদিগের বিকদ্ধাচরণ করে, তুমি তাহাদিগের সম্মুখীন হও ।

৭০ সূক্ত ।

আগ্নি দেবতা । হুমিত্ত ঋষি ।

১। বেদীর স্থানে এই যে সমিধ আমি দিয়াছি, তুমি তাহার প্রতি অভিলাষী হও, উহা গ্রহণ কর । বেদীর উপরি ভাগে তুমি উত্তম কাণ্ড সম্পাদন করিতে করিতে এই দেবযজ্ঞ উপলক্ষে উর্দ্ধাতিমুখ হও, তাহা হইলে দিন সকল সাংকল্য লাভ করিবে ।

২। দেবতাদিগের অগ্রে অগ্রে যিনি আসেন, যিনি নরাশংস যজ্ঞের পদ্ধতি অনুসারে নমোবচনসহকারে পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা নানা বর্ণধারী ষোটকযোগে এই স্থানে আগমন ককন ।

৩। যে সকল যজ্ঞের যজ্ঞীয়দ্রব্য সম্বিহিত আছে, তাহারা সর্বদাই অগ্নিকে দুতের কার্য সম্পাদন করিবার জন্য ইল, অর্থাৎ স্তব করে । বহন করিতে বিলম্ব পটু ষোটক সকল যে রথে যোজিত আছে, সেই রথযোগে

দেবতাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর, এই স্থানে হোতা হইয়া উপবেশন কর । এইরূপ স্তব কর ।

৪ । দেবতারা যে যজ্ঞ গ্রহণ করিতেছেন, সেই যজ্ঞ উত্তর পার্শ্বে বিস্তারিত হউক, তাহা অত্যন্ত দীর্ঘতা প্রাপ্ত হউক । আমাদিগের পক্ষে সুগন্ধযুক্ত হউক । অবিচলচিত্তে দেবতাদিগের উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে । ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবতা ইহা কামনা করিতেছেন । হে বহিরূপ অগ্নি ! তুমি তাঁহাদিগকে পূজা দেও ।

৫ । হে দ্বারদেবীগণ ! তোমরা আকাশের অত্যন্ত স্থানকেও স্পর্শ কর, পৃথিবীতলের সহিতও আশ্রয়যুক্ত হইয়া থাক । তোমরা বিশেষ প্রযত্ন-সহকারে সাত্ত্বিলাষমানে রথ প্রস্তুত করিয়া সেই উজ্জ্বল রথ ধারণ কর ।

৬ । উৎকৃষ্ট শিম্পসহকারে বিরচিত এই যে যজ্ঞস্থান, ইহাতে ছালোকের দুহিতাস্বরূপ উষাদেবী, আর রাত্রিদেবী উপবেশন করুন । হে উষা ও রাত্রি ! তোমরাও দেবতাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তাঁহারাও তোমাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তোমাদিগের যে রহৎ স্থানের ক্রোড়দেশে তাঁহাতে দেবতারা উপবেশন করুন ।

৭ । সোম প্রস্তুত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, বেদীর নিকটে সুন্দর সুন্দর স্থান রচনা করা হইয়াছে । দুই জন সুবিদ্বানু ঋত্বিক্ দৈব হোতা দ্বয় সম্মুখে উপবেশন করিয়াছেন, ইঁহারা এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য সমস্ত দেবোদ্দেশে নিবেদন করুন ।

৮ । হে দেবিত্রয় ! (ইলা, সরস্বতী ও যমী) এই উৎকৃষ্ট কুলময় আসন তোমাদিগের জন্য বিস্তারিত করা হইয়াছে, উপবেশন কর । ময়ূর যজ্ঞের ন্যায় এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য উত্তমরূপে আয়োজন করা ইয়াছে । ইড়াদেবীও যতপদী ইঁহারা গ্রহণ করুন ।

৯ । হে দেবতৃতা ! তুমি সুপ্রী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি অগ্নিরা-দিগের সহায় হইয়াছ, তুমি জান কোন দেবতার কোন ভাগ, তোমার উৎকৃষ্ট ধন আছে, তুমি সেই ধন দান করিয়া থাক । এক্ষণে দেবতাদিগকে তাঁহাদিগের ধান্য প্রদান কর ।

১০। হে বনস্পতি, অর্থাৎ বনভক হইতে নিৰ্ম্মিত যুগকাষ্ঠ! তুমি জান, অতএব রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক দেবতাদিগের অন্ন বহন করিয়া লইয়া যাও। হোমের দ্রব্য সেই বনস্পতি লইয়া বাউন এবং নিজে আশ্বাদ ককন। আমার যজ্ঞকে দাবাপৃথিবী রক্ষা ককন।

১১। হে অগ্নি! যজ্ঞের জন্য বকণকে লইয়া আইস, স্বর্ণ হইতে ইস্রাকে এবং আকাশ হইতে মকংগণকে লইয়া আইস, যজ্ঞতাগাধিকারীগণ সকলে কুশে উপবেশন ককন। অবিনাশী দেবগণ শ্রাহী শব্দ শ্রবণপূর্বক আনন্দিত হউন।

৭১ হুক্ত।

ব্রহ্মজ্ঞান দেবতা। বৃহস্পতি ঋষি।

১। হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব প্রথম বস্তুর নাম মাত্র করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষাশিক্ষার প্রথম মৌলান। তাহাদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তাহা বাগদেবীর ককণাক্রমে প্রকাশ হয়(১)।

২। যেমন চালানীর দ্বারা শত্ৰুকে পরিষ্কার করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব, অর্থাৎ বিস্তার উপকার প্রাপ্ত হইলেন। তাহাদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে।

৩। বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হইলেন। ঋষিদিগের অন্তর্করণ মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। সেই ভাষা আহরণপূর্বক তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তার করিলেন। মণ্ড-হৃদ সেই ভাষাতেই স্তব করে।

৪। কেহ কেহ কথা দেখিয়াও কথার ভাবার্থ গ্রহ করিতে পারে না, কেহ শুনিয়াও শুনে না। যেমন প্রেম পরিপূর্ণা সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী

(১) এই হুক্তটি অতিশয় জাতব্য। ইহাতে ভাষা ও বাক্য ও অর্থের কথা লম্বালোচিত হইয়াছে।

ভাৰ্ঘা আপন আমির নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ বাণেশবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয়েন ।

৫। পণ্ডিত সমাজে কোন কোন ব্যক্তির এই প্রতিষ্ঠা হয় যে, সে উত্তম ভাবগ্রাহী, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন কার্য হয় না । কেহ বা পুণ্যফল বিহীন অর্থাৎ অসারবাক্য অভ্যাস করে, তাহার যে বাক্য, উহা যেমন বাস্তবিক দুঃখপ্রদ গাভী নহে, কাপ্পনিক মায়াময় গাভী মাত্র ।

৬। বিদ্বানু বন্ধুকে যে ভাগ করে, তাহার কথায় কোন ফল নাই । সে ঘাছা কিছু শুনে, রূথাই শুনে ; সে সংকল্পের পক্ষা অবগত হইতে পারে না ।

৭। যাহাদিগের চক্ষু আছে, কণ আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব একটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন । যে হৃদের জলে কেবল মুখা বা কক্ষ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হয়, সে যেমন অগভীর, কেহ কেহ তেমনি অগভীর । কেহ কেহ বা স্নান করিবার উপযুক্ত স্রুগভীর হৃদের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ।

৮। যখন অনেক স্তোত্রা(২) একত্র হইয়া মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনা পূর্বক অবধারিত করিতে প্ররত হইলেন, তখন কোন কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না । কেহ কেহ স্তোত্রজ্ঞ(৩) বলিয়া পরিচিত হইয়া সর্বত্র বিরচন করেন ।

৯। এই যে সকল ব্যক্তি, যাহারা ইহকাল, বা পরকাল কিছুই পর্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতি প্রয়োগ, বা সোমযাগ কিছুই করে না(৪),

(২) মূলে “ব্রাহ্মণা” আছে । অর্থ “ব্রহ্ম,” বা স্তোত্র উচ্চারণকারী ।

(৩) মূলে “ব্রহ্মণঃ” আছে । অর্থ “ব্রহ্ম,” বা স্তোত্র বিশারদ ।

(৪) মূলে আছে “ন ব্রাহ্মণ্যসঃ ন স্তুতে করাসঃ ।” “ব্রাহ্মণ” শব্দে আধুনিক অর্থ করিলে, এখানে কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না । “যাহারা ব্রাহ্মণ নহে এবং সোমযাগ করে না, তাহার পাপবৃত্ত হইয়া,”—ইত্যাদি অর্থ সঙ্গত হয় না । কলতঃ এই ঋক্‌দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহার রচনা কালে জাতি বিভাগ ছিল না । যাহারা ইহকাল ও পরকাল পর্যালোচনা করিত ও স্তুতি অভ্যাঙ্গি ও সোম যাগ করিত, তাহারাই স্তোত্রা হইত, জাতিগুণে স্তোত্রা হইত না । যাহারা ঐ ধর্ম ক্রিয়া সাধনে অলম্ব্য, তাহার কৃষক, বা উস্তবার হইত, জাতি দোষে কৃষক বা উস্তবার হইত না । বুভি বা কণ্ঠঅমুসারে তিন্ন তিন্ন ব্যবহার অবলম্বন করিত, অম্ব অমুসারে নহে ।

তাঁহারা পাণ্ডিত্য, অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্বোধ ব্যক্তির
ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা তন্তুবায়ের কার্য
করিবার উপযুক্ত হয় ।

১০। যশ মিত্রের ন্যায় কার্য করে, ইহা সভাতে প্রাধান্য প্রদান
করে, সেই যশ প্রাপ্ত হইলে সকলেই আহ্লাদিত হয়, কারণ যশের দ্বারা
দুর্নাম দূর হয়, অম্লভ হয়, বল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা প্রকারে উপকৃত
হওয়া যায় ।

১১। একজন প্রচুর পরিমাণে ঋক্‌সমূহ উচ্চারণ করতঃ যজ্ঞের অনু-
ষ্ঠানকল্পে সাহায্য করেন, আর এক জন গায়ত্রীছন্দে সাম গান করেন;
যিনি ব্রহ্মা নামক পুরোহিত, তিনি জাতবিদ্যা বিষয় ব্যাখ্যা করেন,
অপর এক জন পুরোহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কার্যগুলি ক্রমশ সম্পন্ন
করেন ।

তৃতীয় অধ্যায়।

× ৭২ সূক্ত। ০

দেবগণ দেবতা।। ব্রহ্মস্পতি ঋষি।

১। দেবতাদিগের অক্ষরভাস্ত্র স্পন্দরূপে কহা যাইতেছে। ভবিষ্যতে যখন স্তুতিবাণী উচ্চারিত হইবে, তখনও দেবতারা যজ্ঞাচুক্ষান দেখিবেন।

২। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বকালে ব্রহ্মস্পতি নামক দেবকর্ম-কারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল।)

৩। দেবোৎপত্তির পূর্বভূতন কালে, অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। (পরে উত্তানপদ হইতে দিক্ সকল জন্ম গ্রহণ করিল(১)।

৪। উত্তানপদ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক্ সকল জন্মিল, অদ্বিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবীর অদ্বিতি জন্মিলেন(২)।

৫। হে দক্ষ! অদ্বিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা।। তাঁহার পক্ষাৎ দেবতারা জন্মিলেন, ইঁহারা কল্যাণমূর্ত্তি ও অবিনাশী।

৬। দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই হেতুতে প্রচুর ধূলি উদয় হইল।

৭। মেঘসমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন, এই সমুদ্রতুল্য আকাশ মধ্যে স্র্য্য নিগূঢ় ছিলেন, দেবতারা সেই স্র্য্যকে প্রকাশ করিলেন।

৮। অদ্বিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনি তন্মধ্যে সাতটী লইয়া দেবলোকে গেলেন, কিন্তু মর্ত্তিও নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন(৩)।

(১) সায়ণ কহেন, উত্তানপদ বসিতে রুক। ✓

(২) অতএব অদ্বিতি দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ আবীর অদ্বিতির পুত্র। ✓

(৩) অদ্বিতির ৮ পুত্র সম্বন্ধে ১।১৪। ৩ স্বকের দীক্ষা দেখ। ✓

৯। পূর্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। আর মার্জিতাকে জয়ের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন(৪)।

৭৩ সূক্ত।

মরুৎ দেবতা। গৌরীবীতি ৬৬।

১। যখন ইন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতা বীর ইন্দ্রকে প্রসব করিলেন, তখন মরুৎগণ এই বলিয়া ইন্দ্রকে সংবর্দ্ধনা করিলেন যে, তুমি বলপ্রকাশ ও যুদ্ধ করিবার জন্য জন্মিয়াছ, তুমি বীর, উৎসাহযুক্ত, তেজস্বী ও অত্যন্ত অভিমানী।

২। শক্রসংহারকারী মরুৎগণের সৈন্য ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য উপবেশন করিলেন। তাহার। বিস্তর স্তবের দ্বারা ইন্দ্রকে সংবর্দ্ধনা করিল, গাভীগণ যেমন বিশাল গোষ্ঠের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ গর্ভ, অর্থাৎ রুক্ষিবারি সকল বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্য হইতে নির্গত হইল।

৩। তুমি যে চরণে গমন কর, তাহা অতি মহৎ। তুমি যেখান দিয়া গেলে, সেই স্থানে অন্নসমূহ রুক্ষিপ্রাপ্ত হইল। হে ইন্দ্র! তুমি এক সহস্র রুক্ষকে মুখে ধারণ করিতে পার, অশ্বিদ্বয়কে কিরাইতে পার।

৪। তোমার যুদ্ধে বাইবার ভরা থাকিলেও যজ্ঞে গমন কর। অশ্বিদ্বয়ের সহিত বজ্র ধারণ কর। হে ইন্দ্র! প্রচুর পরিমাণ ধন আনিয়া দাও। হে বীর অশ্বিদ্বয়! ধনসমূহ দান করুন।

৫। যজ্ঞ উপলক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া ইন্দ্র নিজ মিত্র গতিশীল মরুৎগণের সহিত যজ্ঞমানকে অর্থ দেন। তিনি যজ্ঞমানের জন্য দস্যুর ছল ও কপটতা সমস্ত ধ্বংস করিলেন। তিনি রুক্ষিবারি সেক করিলেন, ক্রেশকর অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করিলেন।

৬। শক্রগণ ইহার নিকট তুল্য ন্যামধারী, অর্থাৎ ইনি সকলকেই ধ্বংস করেন। উষার শকট যেরূপ ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র শক্র ধ্বংস

/// (৪) এ সূক্তসম্পাদকৃত আয়ুর্বিদ্য বহিরা গণিতগণ বিবেচনা করেন।

করেন । উৎসাহযুক্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত বন্ধুস্বরূপ মকংগণের সহিত ইনি বিপক্ষের উত্তম উত্তম আবাস স্থান ধ্বংস করিলেন ।

৭। যজ্ঞানুষ্ঠানোদ্যত নমুচিকে তুমি বধ করিয়াছ । দাসজাতীয়কে ঋষির নিকট নিশ্চেষ্ট করিয়া দিয়াছ । তুমি মনুকে সুবিস্তীর্ণ পথ সকল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ, সেগুলি দেবলোকে যাইবার অতি সরল পথ হইয়াছে(১) ।

৮। তুমি এই বিশ্বজগৎ তেজে পরিপূর্ণ কর । হে ইন্দ্র ! তুমি প্রভু, হস্তে বজ্র ধারণ কর । দেবতার। তোমার পশ্চাৎ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়া অনান্দিত হইলেন ; তুমি মেঘদিগকে অধোমুখ করিয়া দাও, অর্থাৎ জল ঢালাইয়া দেওয়াও ।

৯। জলের মধ্যে ইঁহার যে চক্র সংস্থাপিত আছে, সেই চক্র যেন ইঁহার জন্য মধু ছেদন করিয়া দেয় । হে ইন্দ্র ! তুমি তৃণ লতাদির মধ্যে যে ছুফ সংস্থাপন করিয়াছ, তাহা গাভীদিগের আপীম হইতে অত্যন্ত শুভ মূর্তিতে নির্গত হয় ।

১০। কেহ কহে, ইন্দ্রের উৎপত্তি অশ্ব হইতে । কিন্তু আমি জান করি, তাঁহার উৎপত্তি তেজঃ হইতে । ইনি কোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া শত্রুর অট্টালিকার উপর দাঁড়াইয়াছেন, । ইন্দ্র কোথা হইতে জন্মিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন ।

১১। সুন্দর পক্ষধারী কতকগুলি পক্ষী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল, অর্থাৎ যজ্ঞাভিলাষী কতকগুলি ঋষিই সেই পক্ষী, ইন্দ্রের নিকট তাহাদিগের প্রার্থনা ছিল । তাহারা প্রার্থনা করিলেন, হে ইন্দ্র ! অঙ্গকার দূর কর, চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর ; আমরা যেন পাশবন্ধ আছি, আমাদেরিগকে মোচন করিয়া দেও ।

(১) এই ঋকে দাসজাতিদিগের উল্লেখ আছে এবং মনুষ্যের দেবত্ব লাভের উল্লেখ আছে ।

৭৪ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ।

১। ইন্দ্র বুঝি ধন দান করিবার জন্য স্থানান্তরে আকৃষ্ট হইয়াছেন? বুঝি বা দ্যুলোক ও ভুলোকের মধ্যে স্তবের দ্বারা, কি যজ্ঞের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন? অথবা যুদ্ধে ধন উপার্জন করে, এতাদৃশ ঘোটকেরা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে? অথবা যে সকল যশস্বী ব্যক্তি আশ্চর্য্যরূপ শত্রু সংহার করিতেছে, তাহারাই বা ইন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়াছেন?

২। হাঁহাদিগের প্রবল নিমন্ত্রণধর্মি আকাশপূর্ণ করিল, দেবতা-দিগেকে চালিত করিয়া দিল, তাঁহারা যজ্ঞভাগলোপ চিত্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় তাঁহারা যজ্ঞভাগের জন্য চতুর্দিকে চাহিতেছেন। আকাশ হইতে যেমন রক্ষি হয়, তেমনি তাঁহারা নিজ নিজ ধন বর্ষণ করিতে উদ্যত।

৩। অধিনাশী দেবতাদির জন্য এই স্তুতি উচ্চারণ করিলাম। তাঁহারা যজ্ঞে উত্তম উত্তম মানা বস্তু বিতরণ করেন। তাঁহারা আগ্নে-দিগের স্তব ও যজ্ঞ দুই সফল করুন এবং নিরুপন ধনরাশি ধরিয়া দিন।

৪। হে ইন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি বহুপরিমাণ গোধন বিপক্ষের নিকট কাড়িয়া লইতে চায়, তাহারাই তোমাকেই স্তব করে। এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবী, ইনি একবার মাত্র প্রসব করেন, কিন্তু অনেক সন্তান প্রসব করেন, (অর্থাৎ প্রচুর শস্যাদি এককালে উৎপন্ন করিয়া দেন)। ইনি সহস্র দ্বারায় সম্পত্তিস্বরূপ দুর্জয়ান করেন; যাঁহারা এই পৃথিবীস্বরূপ গাভীকে দোহন করিতে চান, তাঁহারা ইন্দ্রকেই স্তব করেন।

৫। হে কর্শ্বনিষ্ঠ পুরোহিতগণ! যে ইন্দ্র কাহারো নিকট মত করেন না, যিনি বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে দমন করেন, যিনি মহানু ও ধনশালী, যাঁহাকে স্তব করিলে শুভ হয়, যিনি যজ্ঞঘোর হিতার্থে বজ্র ধারণপূর্বক বিবিধ শাস্ত করেন, তাঁহার শরণাগত হও।

৬। শক্রপুত্রী ধ্বংসকারী ইন্দ্র যখন অতি বিপুল শক্রকে সংহার করিলেন, তখন তিনি স্বর্গের নিধনকারী হইয়া পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ করিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে জানিল যে, তিনি অতি বলবান্ ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভু। ইহাকে বাহ্য করিতে প্রার্থনা করিবে, ইনি তাহাই করবেন।

৭৫ বক্তৃতা।

নদী দেবতা। সিন্ধুক্ষিৎ ধ্রুবি।

১। হে জলগণ! হুজমানের গৃহে কবি তোমাদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহার সাত সাত করিয়া তিন শ্রেণীতে চলিল, সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ।

২। হে সিন্ধু নদী! যখন তুমি অন্নশালী, অর্থীশ শাসনশালী প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে, তখন বরুণদেব তোমার যাইবার নানা পথ কাটিয়া দিলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিরা গমন কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ কর।

৩। পৃথিবী হইতে সিন্ধুর শব্দ উঠিয়া আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিতেছে। মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্তিতে ইনি চলিয়াছেন। ইহার শব্দ প্রবল করিলে জ্ঞান হয়, যেম মেঘ হইতে ঘোর রবে হুষ্টি পড়িতেছে। সিন্ধু আসিতেছেন, যেন হ্রস্ব গর্জন করিতে করিতে আসিতেছেন?।

৪। হে সিন্ধু! যেমন শিশু বৎসের নিকট তাহাদিগের জননী গাভীরা দুগ্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ আর আর নদী শব্দ করিতে করিতে জন লইয়া তোমার চতুর্দিকে আসিতেছে। যেমন দুগ্ধ করিবার সময় রাজা মৈন্য লইয়া যায়, তদ্রূপ তোমার সহগামিনী এই দুইটা নদী শ্রেণীতে লইয়া তুমি অগ্রে অগ্রে চলিতেছ।

৫। হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতি ও শতদ্রু ও পাকি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিন্ধী-সংগত মক্খরা নদী!

হে বিত্তস্তা ও সুসোমী সংগত আঞ্জীকীয়া নদী! তোমরা অবগ কর(১) ।

৬। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্ণা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে । পরে সুসর্ভ ও রসা ও খেতীর সহিত মিলিলে । তুমি ক্রমু ও গোমতীকে, বুভা ও মেহেন্তুর সহিত মিলিত করিলে । এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে যাইয়া থাক(২) ।

৭। এই দুর্দ্ব্য সিন্ধু সরলভাবে যাইতেছে, তাঁহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, তিনি অতি মহৎ, তাঁহার জল সকল মহাবেগে যাইয়া চতুর্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে । যত গতিশালী আছে, ইহার তুল্য গতিশালী কেহ নাই । ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্রুত, ইনি স্বত্রকারী রমণীর ন্যায় নোষ্ঠব দর্শনা ।

৮। সিন্ধু তিরযৌবনা ও সন্দরী ; ইহার উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছেন । ইহার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, ইহার

(১) "Satudri (Sutlej)."

"Parushni (Iravati, Ravi)." "It was this river which the ten kings when attacking the Tritsus under Sudas tried to cross from the west by cutting off its water, but their stratagem failed, and they perished in the river."—*Rig Veda*, 7. 18. 8.

"Asikni, which means black." "It is the modern Chinab."

"Marudryidha, a general name for river." According to Roth the combined course of the Aksines and Hydaspes."

"Vitastá, the last of the rivers of the Punjab, changed in Greek into Hydaspes." "It is the modern Bebat or Jilam."

"According to Yaska the Arjikiya is the Vipas." "Its modern name is Bias or Bejah."

"According to Yaska the Sushomá is the Indus."

Max Muller's *India, What can it teach us* (1883), pp. 165 to 173.

(২) ৫ স্বক সিন্ধু নদীর পূর্বদিকের (অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের) আখাভিলির নাম রাখিয়া যায় । ৬ স্বক পশ্চিম দিকের (অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের) আখাভিলির নাম রাখিয়া যায় । মকমুলরকৃত ৬ স্বকের অনুবাদ উক্ত করিতেছি ।

"First thou goest united with the Trishtámá on this journey, with the Susatu, the Basá (Ramhá Araxes ?), and the Svati,—O Sindhu, with the Kubhá (Kophen, Cabul river) to the Gomoti (Gomal), with the Mehatnu to the Krumu (Kurum)—with whom thou proceedest together."

তীরে সীলমা খড় আছে। ইনি যধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত (৩)।

৯। সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা এই যজ্ঞে অন্ন আনিয়া দিয়াছেন। ইহার মহিমা অতি মহৎ বলিয়া স্তব করে। ইনি দুর্দ্ধম, আপনার যশে যশস্বী এবং মহৎ (৪)।

৭৬ সূক্ত।

✕✕ সোমনিষ্পীড়ন উপযোগী প্রস্তর দেবতা। জরৎকর্ণ ঋষি।

১। হে প্রস্তরগণ! প্রভাত হইলেই তোমাদিগকে সজ্জিত করি। তোমরা সোম দিয়া ইজ্র ও মকং ও দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করিয়াছ। সেই দুই দ্যাবাপৃথিবী যেন একত্র হইয়া আমাদের প্রত্যেক গৃহে দেব গ্রহনপূর্বক গৃহ ধনে পূর্ণ করেন।

২। নিষ্পীড়নকর্তা যখন প্রস্তরকে হস্তধারণ করিল, তখন সে যেন ইস্তগৃহীত ঘোটকের ন্যায় হইল এবং চমৎকার সোম প্রস্তুত করিল। প্রস্তর যিনি প্রয়োগ করেন, তিনি শক্রজয়োপযোগী পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রস্তর ঘোটক দান করে, তাহাতে প্রচুর ধন লাভ হয়।

(৩) “Rich in horses, in chariots, in garments, in gold, in booty, in wool, and in straw, the Sindhu, handsome and young, clothes herself in sweet flowers.”—Max Muller.

(৪) “He (the poet) takes in at one swoop three great river systems, or, as he calls them, three great armies of rivers,—those flowing from the north-west into the Indus, those joining it from the north-east, and in the distance the Ganges and the Jumna with their tributaries. * * I call a man, who for the first time could see those three marching armies of rivers, a poet.”

“It shows the widest geographical horizon of the Vedic poets, confined by the snowy mountains in the north, the Indus and the range of the Suleiman mountains in the west, the Indus or the sea in the south, and the valley of the Jumna and Ganges in the east. Beyond that the world, though open, was unknown to the Vedic poets.”—Max Muller's India, What can it teach us (1883), pp. 168 and 174.

৩। যেমন পূর্বকালে মনুর যজ্ঞে সোমরস আসিয়াছিল, তদ্রূপ এই প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত সোম জলে প্রবেশ করুন। গাভীদিগকে জলে স্নান করাইবার সময়ে এবং গৃহ নির্মাণ কার্যে এবং ঘোটকদিগকে স্নান করাইবার সময় যজ্ঞকালে এই অবিনাশী সোমরসদিগের আশ্রয় লওয়া যায়।

৪। হে প্রস্তরগণ! কর্মবিঘ্নকারী রাক্ষসাদিকে নষ্ট কর, নিশ্চাতিকে কষ্ট কর, দুর্ন্যস্তি দূর কর, আমাদিগের ধন ও জন সম্পাদন করিয়া দাও। দেবতা-দিগের প্রীতিকর শ্লোকের স্ফূর্তি করিয়া দাও।

৫। যাঁহারা আকাশের অপেক্ষাও অধিক তেজোযুক্ত, যাঁহারা বিদ্যা অপেক্ষাও অধিক শীঘ্র কর্মকারী, যাঁহারা বায়ু অপেক্ষাও সোম প্রস্তুত করিতে অধিক পটু এবং যাঁহারা অগ্নি অপেক্ষাও অধিক অন্নদাতা, সেই প্রস্তরদিগকে পূজা কর।

৬। এই সকল প্রস্তর উজ্জ্বল বাক্যদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, এই যশস্বী প্রস্তর অন্নস্বরূপ সোমের রস প্রস্তুত করুক। ইহাদিগের সাহায্যে কর্মধাক্ষগণ কোলাহল করিতে করিতে এবং পরস্পরকে ভরা দিতে দিতে অতি চমৎকার মধু প্রস্তুত করেন।

৭। এই সকল প্রস্তর চালিত হইয়া সোম প্রস্তুত করিতেছে, সোম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবেন বলিয়া তাঁহার সমস্ত রস ইহারা দোহন করিতেছে। কর্মধাক্ষগণ গাভীর আপীন হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছেন। সোমে সেচন করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। ইহা হোম করিতে হইবেক, অতএব এখন মুখে অর্পণ করিতেছেন না।

৮। হে কর্মধাক্ষগণ! হে প্রস্তরগণ! তোমরা ইজ্ঞের জন্য সোম প্রস্তুত করিতেছ, উত্তমরূপে এই কার্য সম্পন্ন কর। দিব্যালোকের জন্য তোমাদের চমৎকার সম্পত্তি উপস্থিত কর; আর পৃথিবীস্থিত সোমযাগ-কারী ব্যক্তির জন্য উত্তম ধন লইয়া আইস।

৭৭ সূক্ত ।

মরুৎ দেবতা । স্যাম রম্মি ঋষি ।

১ । মরুৎগণ স্তবে তুষ্ট হইয়া মেঘনির্গত হৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় ধন বর্ষণ করিতেছেন । প্রচুর হোম দ্রব্যযুক্ত যজ্ঞের ন্যায়, ইহারা উৎপত্তির কারণ-স্বরূপ হয়েন । মরুৎদেবতাদিগের এই রুহৎগণকে আমি পূজা, বা স্তব করি নাই, শোভার জন্যও আমার স্তব করা হয় নাই ।

২ । এই মরুৎগণ পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, পুণ্যদ্বারা দেবতা হইয়াছেন, ইহারা শরীর শোভার্থ অলঙ্কার ধারণ করেন । বিস্তর সৈন্য একত্র হইয়াও মরুৎগণকে অতিক্রম করিতে পারে না । আমরা এখনও স্তব করি নাই বলিয়া এই সকল ছালোকের পুত্রগণ, অর্থাৎ মরুৎগণ এখনও দেখা দেন নাই, মহাবল পরাক্রান্ত এই সকল অদিতি সম্ভানগণ এখনও হৃদ্ধিযুক্ত হয়েন নাই ।

৩ । এই সকল মরুৎ আপনা হইতেই স্বর্গের ও পৃথিবীর উপযুক্ত হৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । সূর্য যেমন মেঘ হইতে বাহির হয়েন, তদ্রূপ ইহারা বাহির হয়েন । ইহারা বীরপুরুষের ন্যায় বলবান্, ইহারা স্তব কামনা করেন, বিপক্ষদিগকে দূর করে এতাদৃশ মহ্যের দৌণ্ডসম্পন্ন ।

৪ । হে মরুৎগণ ! যখন তোমরা পরস্পর প্রতিঘাত কর, এবং হৃষ্টিপাত হইতে থাকে, তখন পৃথিবী তাহাতে কাতর হয়েন না, দুর্বলও হয়েন না । এই নানাবিধ যজ্ঞীর সামগ্রী তোমাদিগের নিমিত্ত উত্তমরূপে দেওয়া হইয়াছে, তোমরা অন্নসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ন্যায় একত্র হইয়া এস ।

৫ । রজ্জুদ্বারা রথযোজিত ঘোটকের ন্যায় তোমরা ক্ষতগামী, প্রভাতকালের আলোকে যেন তোমরা আলোকযুক্ত হইয়াছ ; শ্যামপক্ষীর ন্যায় তোমরা বিপক্ষ দূর কর এবং নিজের কীৰ্ত্তি নিজে উপার্জন কর, প্রবাসে গমনকারী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তোমরা চতুর্দিকে গমনপূর্বক বারি সেচন করিয়া থাকে ।

৬ । হে মরুৎগণ ! তোমরা অতি দূর দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ গুপ্ত-ধন বহন করিয়া আনিয়া থাক । চমৎকার সম্পত্তি লাভ করিয়া তোমরা দেবকারীদিগকে গোপনে গোপনে দূর করিয়া দিয়া থাক ।

৭। যে মনুষ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞ সমাপন হইলে মকংগণকে দান করেন, তাঁহার অন্ন ও সম্পত্তি ও পুত্রাদি লাভ হয়, তিনি দেবতা-দিগের সঙ্গে একত্রে সোম পান করেন ।

৮। সেই মকংগণ যজ্ঞভাগে অধিকারী, যজ্ঞের সমস্ত রক্ষা করেন, অদিত আকাশের জনদ্বারা সুখ বিতরণ করেন । তাঁহারা ঈরিত রথে আসিয়া আমাদিগের বুদ্ধিকে রক্ষা করুন, তাঁহারা যজ্ঞে যাইয়া প্রচুর যজ্ঞ সামগ্রী অভিলাম্ব করুন ।

৭৮ সূক্ত ।

ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ ।

১। মকংগণ স্তোতাদিগের মত উত্তম উত্তম স্তবের ধ্যাম করিতে পারেন, তাঁহারা যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করে, সেই যজ্ঞমান-দিগের ন্যায় উত্তম কাৰ্য্য করেন, রাজাদিগের ন্যায় তাঁহারা সূত্রী ও চিত্র-বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করেন, গৃহ স্বামীদিগের ন্যায় তাঁহারা নিষ্পাপ ।

২। অগ্নির ন্যায় তাঁহাদিগের দীপ্তি ; তাঁহাদিগের বক্ষঃ স্থলে যেন স্বর্ণালঙ্কার গোড়া পাইতেছে ; তাঁহারা বায়ুর ন্যায় নিজে সজ্জিত হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ গমন করেন ; তাঁহারা অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় প্রধান হয়েন এবং উত্তম নেতার কাৰ্য্য করেন, তাঁহারা সোমরসের ন্যায় সুন্দর সুখ বিধান করেন এবং যজ্ঞে গমন করেন ।

৩। তাঁহারা বায়ুর ন্যায় যাইতে যাইতে কম্পিত করিয়া যান অগ্নি জিহ্বার ন্যায় চাকচিক্যময় হয়েন, কবচধারী যোদ্ধাদিগের ন্যায় বীরত্ব করেন ; পিতৃলোকদিগের স্তবের ন্যায় সুকল দান করেন ।

৪। তাঁহারা রথচক্রের অরসমূহের ন্যায় এক নাভি, অর্থাৎ এক আশ্রয় ধরিয়া আছেন, বিজয়ী বীরের ন্যায় দীপ্তিশালী, দান করিতে উদ্যত মনুষ্য-দিগের ন্যায় জলবিন্দু সেক করেন ; স্তুতিবাক্য উচ্চারণকারীদিগের ন্যায় সুন্দর শব্দ করেন ।

৫। তাঁহারা ঘোটকদিগের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী । রথাক্রম ধন-স্বামীদিগের ন্যায় উত্তম দান করেন । তাঁহারা নদীর ন্যায় নিম্ন দিকে জল

লইয়া যান, অগ্নিদিগের ন্যায় যেন সান্নিধ্য গান করেন; তাহাদিগের মুক্তি
নানাবিধ ।

৬ । জল প্রেরণকারী মেঘের ন্যায় তাহার নদী নির্মাণ করেন । বিদীর্ণ-
কারী অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় সকলি তাহার ধ্বংস করেন । বৎসল মাতার শিশু
দিগের ন্যায় তাহার ক্রীড়া করেন । বহুলোকসমূহের ন্যায় তাহার দীপ্তি-
সহকারে গমন করেন ।

৭ । প্রভাতের কিরণের ন্যায় তাহার যজ্ঞ আশ্রয় করেন, বিবাহার্ঘ্য
বরের ন্যায় তাহার অলঙ্কার ধারণপূর্বক শোভাযুক্ত হইয়েন ; নদীর ন্যায়
তাহার ক্রমাগত চলিয়াছেন, তাহাদিগের অস্ত্র গুলু চাকচাক্য প্রকাশ করি
তেছে, দূর পথের পথিকের ন্যায় তাহার বহুবোজন পথ অতিক্রম করেন ।

৮ । হে মনুষ্যদেবতাগণ ! আমরা স্তবের দ্বারা তোমাদিগকে সংবর্দ্ধনা
করিতেছি, আমাদিগকে উৎকৃষ্ট ভাগ দাও, উৎকৃষ্ট রত্ন দাও; স্তবের
অনুরোধে বন্ধুত্ব কর । চিরকালই তোমরা রত্ন বিতরণ করিয়া থাক ।

৭৯ পৃষ্ঠা ।

অগ্নি দেবতা । সপ্তি ঋষি ।

১ । এই অগ্নি অমর, মরণ ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে ইহার মহত্ত্ব
দেখিতেছি । ইহার হস্ত দুটি নানামুর্তি ও পরিপূর্ণাকৃতি, ইহার পরিপূর্ণ
হইতেছে এবং চর্চনা করিয়া বিস্তর বস্তু আহার করিতেছে ।

২ । ইহার হস্তক নিভৃতস্থানে আছে, দুই চক্ষুও নিম্ন ভিন্ন স্থানে, ইনি
চর্চনা করিয়া কেবল জিহ্বাদ্বারা কাটসমূহ ভোজন করিতেছেন, মনুষ্য-
দিগের মধ্য অনেকগুলি লোক হস্ত উন্নত করিয়া নমোবাক বলিতে বলিতে
ইহার নিকট আসিয়া ইহার আহার যোগাইতেছে ।

৩ । এই অগ্নিরূপী বালক আপনার মাতা পৃথিবীর উপর অগ্রসর হইয়া
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লতাগুলি গ্রাস করিতে যান, তাহাদিগের অপ্রকাশিত মূল পর্য্যন্ত
ভক্ষণ করে । পৃথিবীর উপর যে, যোগগনঙ্গণী বৃক্ষ আছে, তাহাকে ইনি
পাক অমের ন্যায় গ্রহণ করিলেন, তাহার জিহ্বাংশে বৃক্ষ প্রকলিত হইল ।

৪। হে দ্যাবাপৃথিবী ! আমি তোমাদিগকে এই কথা সত্য কহিতেছি, এই বালক জন্মমাত্র আপনাদের দুই মাতাকে গ্রাস করে, (অর্থাৎ অরুণি-
হয় হইতে জন্মিয়া তাহাদিগকেই দক্ষ করে) । আমি মনুষ্য, অগ্নি দেবতা,
ইহার বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, তিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, কি জ্ঞানহীন,
তাহা আমি জানি না ? ।

৫। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে শীঘ্র শীঘ্র অন্নদান করে, গব্যমৃত ও
অন্যান্য মৃত হোম করে, ইহার পুষ্টি বিধান করে, অগ্নি সহস্র চক্রে
তাহার উপর দৃষ্টি রাখেন । হে অগ্নি ! তুমি তাহার প্রতি সর্ব প্রকারে
অনুকূল থাক ।

৬। হে অগ্নি ! তুমি কি দেবতাদিগের মধ্যে কোন অপরাধ পাইয়া
ক্রোধ ধারণ করিয়াছ? আমি জানি না, এই জন্য তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা
করিতেছি? যেমন খড়্গদ্বারা কোন গাভীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে,
তদ্রূপ তুমি ক্রীড়া কর, আর না কর, কিন্তু তুমি উজ্জ্বল হইয়া তোমার
আহারীয়দ্রব্য ভোজন কালে পর্কে পর্কে উহা কর্তন কর(১) ।

৭। এই অগ্নি বনে জন্মিয়া এত দ্রুতবেগে আগ্রসর হইতেছেন, যেন সরল
রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক দ্রুতগামী কতকগুলি ঘোটক রথে যোজনা করিয়াছেন,
এই বন্ধু কাষ্ঠস্বরূপ ধন পাইয়া রহং হইয়া উঠিয়াছেন এবং সকলি চূর্ণ করি-
তেছেন, ইনি বন্ধ গ্রাস করতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিপুলমূর্তি হইয়াছেন ।

৮০ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । ঐশ্বানর অগ্নি ঋষি ।

১। অগ্নি একরূপ ঘোটক দান করেন, যাহাতে আরোহণপূর্বক শত্রুর অন্ন
লুণ্ঠনপূর্বক আমরা গৃহ পরিপূর্ণ করি । অগ্নি যে পুত্র প্রদান করেন, সে কর্ম-
তৎপর হইয়া যশস্বী হয় । অগ্নি ছ্যলোক ও ভুলোককে শোভাময় করিয়া
বিচরণ করেন । অগ্নি নারীকে বহুবীরপ্রদাবিনী করেন ।

(১) মূলে এই রূপ আছে “অত্রবে অদন, বিপক্শঃ চর্তুত গাং ইব জসিঃ”
খাদ্যের জন্য গাভী পর্কে পর্কে কাটা হইত, তাহা এই ঋক্ হইতে অনুমিত হয় ।

২। অগ্নিকার্যের উপযোগী সমিংকার্য কল্যাণকর ইউক। অগ্নি প্রকাণ্ড দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন। অগ্নিই এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে যাইবার সাহস প্রদান করেন। অগ্নি মহৎ মহৎ অভিনাব সকল দয়্য করিয়া পূর্ণ করেন।

৩। অগ্নি জরৎকা নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অগ্নিই অকথ্য নামক শত্রুকে জলের মধ্য হইতে নির্গত করিয়া দক্ষ করিয়াছেন। যখন প্রভক্ত কুণ্ডের মধ্যে অগ্নি পতিত হইলেন, তখন অগ্নিই তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অগ্নি সুমেধ ঋষিকে সন্তানবান্ করিয়াছিলেন।

৪। অগ্নি পুত্রস্বরূপ মহাশূন্য পদার্থ দান করেন, অগ্নি ঋষিকে সহস্র দান করেন, অগ্নি হোমের জব্য লইয়া স্বর্গে দেবতানিগের মধ্যে ছড়াইয়া দেন, অগ্নির রহৎ রহৎ অনেক স্থান আছে।

৫। ঋষিগণ স্তবের দ্বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন, বিপদগ্রস্ত পথিকগণ অগ্নিকে আহ্বান করেন, আকাশে উড়্‌ডীয়মান পক্ষীরা অগ্নিকে আহ্বান করে, অগ্নি এক সহস্র গাভী বেঁচেন করিয়া থাকেন।

৬। মনুষ্যজাতীর প্রজাবর্গ অগ্নিকে স্তব করে, নহবের সন্তান মনুষ্যগণও তাহাই করেন। গন্ধর্ষদিগের নিকটও অগ্নি যজ্ঞকালে স্তব প্রাপ্ত হইলেন। অগ্নির গতি যেন ঘূতের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে।

৭। ঋতুগণ অগ্নির জন্য বৈদিক স্তব রচনা করিয়াছেন। হে অগ্নি! তোমার এই সুরচিত রহৎ স্তব পাঠ করিলাম। হে যুবা অগ্নি! এই স্তব-কারীকে রক্ষা কর। বিস্তর সম্পত্তি আনিয়া দাও।

৮১ সূক্ত ১০

বিশ্বকর্মা দেবতা । বিশ্বকর্মা ঋষি(১) ।

১। আমাদের পিতা সেই যে ঋষি, যিনি বিশ্বভুবনে হোম করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি অভিলাষসহকারে ধনের কামনা করিয়া প্রথমাংগত ব্যক্তিদিগকে আচ্ছাদনপূর্বক পঞ্চাদাংগতদিগের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন ।

২। সৃষ্টিকালে তাঁহার অধিষ্ঠান, অর্থাৎ আশ্রয়স্থলে কি ছিল? কোন্ স্থান হইতে কিরূপে তিনি সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করিলেন? সেই বিশ্বকর্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন্ স্থানে থাকিয়া পৃথিবী নির্মাণপূর্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করিয়া দিলেন?।

৩। সেই এক প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ(২), ইনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নিরূপণ করেন, তাহাতে রহং জ্বালোক ও ভূলোক রচনা হয় ।

৪। সে কোন্ বন? কোন্ রক্তের কাষ্ঠ? যাহা হইতে জ্বালোক ও ভূলোক গঠন করা হইয়াছে? হে বিদ্বানুগণ! তোমরা একবার আপন

(১) আমরা পূর্বেই বলিয়াছি দশম মণ্ডলের অনেক সূক্ত ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশের পর রচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশে আমরা স্থানে স্থানে এক পরমেশ্বরের অনুভব দেখিতে পাইয়াছি। দশম মণ্ডলের অনেক সূক্তে আমরা সেই অনুভবের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। ঋষিগণ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন কার্য ও ক্ষমতা ও পৌন্দর্য্যকেই ভিন্ন ভিন্ন দেব বিবেচনা করিয়া স্তুতি করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা সেই কার্যসমূহের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ৮১ ও ৮২ সূক্তে সেই বিশ্বের নিয়ন্তাকে বিশ্বকর্মা নাম দিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(২) এগুলি উপমা মাত্র। ইহা দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অপরিমিত দর্শনশক্তি কার্য-শক্তি, গতি প্রভৃতিমাত্র প্রকটিত হইতেছে।

আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া।
ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন(৩) ?।

৫। হে বিশ্বকর্মা! হে যজ্ঞভাগগ্রাহী! তোমার যে সকল উত্তম ও
মধ্যম ও নিম্নবর্ত্তি ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদের বালিয়া
দাও। তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর।

৬। হে বিশ্বকর্মা! কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ
করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর। চতুর্দিকের তাবৎ লোক নিক্ষেপ। ইজ্ঞ
আমাদিগের প্রেরণকর্ত্তা হউন, অর্থাৎ বুদ্ধিস্কৃতি করিবা দিন।

৭। অদ্য এই যজ্ঞে সেই বিশ্বকর্মাকে রক্ষার জন্য ডাকিতেছি, তিনি
বাচস্পতি, অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি, মন তাঁহাতে সংলগ্ন হয়, তিনি সকল
কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, তাঁহার কার্য্যমাত্রই চমৎকার, তিনি আমাদের
তাবৎ যজ্ঞ স্বীকারপূর্ব্বক আমাদের বক্ষা করেন।

৮২ সূক্ত। ✓

ঋষিঃ দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আলোচনা
করিয়া জগৎকৃতি পরম্পর সম্মিলিত এই দাবাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিলেন(১)।
যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশঃ দূর হইয়া উঠিল, তখন ছালাক ও ভুলোক
পৃথক হইয়া গেল।

২। বিশ্বকর্মা যিনি, তাঁহার মন রূহৎ, তিনি নিজে রূহৎ, তিনি নির্মাণ
করেন, ধারণ করেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্তর্ষিবর

(৩) অর্থাৎ কোনও নির্মাণের উপকরণ, বা অবলম্বনই ছিলনা। শূন্য হইতে
সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১) বিশ্বভুবন প্রথমে জগৎকৃতি ছিল, এ কথা অধ্যাত্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে যেমন
দেখা যায়, বেদেও সেইরূপ দেখা যায়। ঋগ্বেদের রচনাকালে নীল আকাশকে
জলীয় বলিয়া অনুমান করা হইত, জায়া হইতেই বোঝা যায়, এই কথা উৎপন্ন
হইয়াছে।

পরবর্তী যে স্থান, তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্গণ এই রূপ কহেন, সেই বিদ্বান্দিগের অভিলାষ সকল অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ হয় ।

৩। যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্ব-ভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন(১), অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয় ।

৪। স্বাবরজঙ্গমস্বরূপ এই বিশ্বভুবন গঠন হইলে পর, যে সকল ঋষি এই সমস্ত প্রাণি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ঋষিগণ প্রভূত স্তব করিতে করিতে অনেক ধন ব্যয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।

৫। যাহা দুলোকের অপর পারে, যাহা এই পৃথিবী অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছেন, যাহা অম্বর দেবগণকে(৩) অতিক্রম করিয়া আছে, জলগণ এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থাকিয়া পরস্পরকে এক স্থানে মিলিত দেখিতেছেন ?।

৬। সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, ইহাই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই দেবতার পরস্পর সাক্ষাৎ করেন ।

৭। যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই । কুজবাটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জপনা করে(৪), তাহারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহাৰাদি করে এবং স্তব স্তুতি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করে ।

(১) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ কেবল এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, তাহা এই ঋকের ঋষি অনুভব করিয়াছেন ।

(৩) মূল “দেবেভিঃ অম্বরৈঃ” আছে। সায়ণ দেবগণ ও অম্বরগণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ।

(৪) সৃষ্টির ও সৃষ্টিকর্তার কথা আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি চারিদিক বৎসর পূর্বে বাহা বলিয়া গিয়াছেন, অতীত অতীতের ধীনতিসত্য পণ্ডিতগণ সেই কথাই বলিতেছেন, যম্বোদা তাঁহাকে বুঝিতে পারে না, কুজবাটিকাত নাচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জপনা করে ।

৮৩ সূক্ত।

মহু দেবতা। মহু ঋষি।

১। হে মহু, (অর্থাৎ ক্রোধের অধিষ্ঠাতা দেবতা) ! হে বজ্রতুলা ! হে বাণসদৃশ ! যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্যা করে, সে সর্বদা সর্ব প্রকার তেজ ও বল ধারণ করে, তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা যেন দানজাতি ও আৰ্য্য-জাতি উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পারক হই(১), কারণ, তুমি বলের কর্তা, নিজে বলরূপ ও বলবান ।

২। মহুই নিজে ইন্দ্র, মহুই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি জাতবেদা বহ্নি । মহুজাতির তাবৎ প্রজা মহুকে স্তা করে । হে মহু ! তপস, অর্থাৎ আমার পিতার সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর ।

৩। হে মহু ! অতি বিপুল মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এস, তপস, অর্থাৎ আমার পিতাকে সহায় করিয়া শত্রুদিগকে ধ্বংস কর । তুমি শত্রু সংহারকারী, বৃত্র নিধনকারী এবং দম্যজাতির প্রাণবধকারী(২) । আমাদিগের জন্য সর্বপ্রকার সম্পত্তি আনিয়া দাও ।

৪। হে মহু ! তোমার তেজ সকল কে পরাভব করে ? তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি দিগ্ভিংশীল, শত্রু জয়কারী, চতুর্দিক দর্শনকারী, শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ এবং বলবান্ । আমাদিগের সেনাবর্গকে তেজোযুক্ত কর ।

৫। হে উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ! বজ্র ভাগের আয়োজন করিতে না পারিয়া, আমি তোমাকে পূজা দিতে বিমুখ হইয়াছি, যদিচ তুমি মহান্, তথাপি আমি পূজা দি নাই । হে মহু ! এই রূপে তোমার বজ্র সম্পাদনে শৈথিল্য করিয়া এখন লজা পাইতেছি । তুমি নিজ গুনে আপন ইচ্ছায় আমাকে বল দিতে এস ।

৬। হে মহু ! এই আমি তোমার নিকটে আনিয়াছি, তুমি অনুকূল হইয়া আমার নিকট আসিয়া অবতীর্ণ হও । তুমি আক্রমণ সহ্য করিতে

(১) দানজাতি ও আৰ্য্যজাতির উল্লেখ ।

(২) দম্যজাতির কথা ।

সমর্থ, তুমি সকলের ধারণ কর্তা। হে বজ্রধারী মহা! আমার নিকটে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর, তাহা হইলে আমি দম্ভাদিগকে বধ করিতে পারি(৭)।

৭। নিকটে এস, আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে অবস্থিত হও, তাহা হইলে বৃদ্ধিদিগকে নিধন করিতে পারি(৮), তোমার নিমিত্ত মধুর উৎকৃষ্ট অংশ হোম করিতেছি, উহাদ্বারা ঐশ ধারণ সম্পন্ন হইবেক। এস, তোমাতে আমাতে সর্বোপায়ে গোপনে মধু পান করা যাউক।

৮৪ সূক্ত।

ঋষি দেবভা ও পূর্ববৎ ।

১। হে মহা! মকগণ তোমার সহিত এক রথে আরোহণপূর্বক আজ্ঞাদিত ও দুর্দ্ধর্য হইয়া তীক্ষ্ণবাণ লইয়া যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিতে করিতে অগ্নি মূর্তিতে নেতার কার্য্য করিতে করিতে যুদ্ধ বাত্রা কবন।

২। হে মহা! তুমি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া শত্রু পরাভব কর, তুমি সহায় করিতে সমর্থ, তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছে; তুমি আমাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ হও। শত্রুদিগকে নিধন করিয়া তাহাদিগের অন্ন ভাগ করিয়া দাও। তেজ সৃষ্টি করিয়া বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়া দেও।

৩। হে মহা! আমাদিগের হিংসকে পরাজয় কর; ভাঙিতে ভাঙিতে, মারিতে মারিতে, নিধন করিতে করিতে, শত্রুদিগের সম্মুখীন হও। তোমার দুর্দ্ধর্য বল কে রোধ করিবে? তুমি একাই সকলকে বশীভূত কর, কিন্তু নিজে নিজের বশ।

৪। হে মহা! তুমি এক, অনেকে তোমাকে স্তব করে। ঐতোক মহম্বাকে যুদ্ধের জন্য তীক্ষ্ণতেজা কর, তোমাকে সহায় পাইলে আমাদিগের উজ্জ্বলতা

(৭) পুনরায় দম্ভাজ্ঞাতির উল্লেখ।

(৮) কোথায়ই শত্রু বিজয়ের একটি প্রধান সাধন; শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে, সেই কোথকে দেবরূপ, এই সূক্তে ও পরের সূক্তে স্তুতি করা হইতেছে।

কখন নষ্ট হয় না, আমরা জয় লাভের জন্য এবল সিংহমাদ করিতে থাকি ।

৫ । তুমি ইন্দ্রের ন্যায় বিজয়ী, তোমার কোন অপভাষা, বা মিন্দা নাই, এই স্থানে তুমি আমাদের রক্ষাকর্ত্তী হও । হে সহনশীল ! তোমার প্রিয় নাম আমরা উচ্চারণ করিতেছি, যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি জন্মিয়াছ, তাহা আমরা জানি ।

৬ । হে বজ্রতুলা ! হে বাণতুলা ! শত্রুপর্য্যভব করা তোমার সহজ, অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধ । হে শত্রুপর্য্যভবকারী ! তুমি উৎকৃষ্ট তেজধারণ কর, হে মনুষ্য ! তোমাকে বিস্তর নৌকে ডাকে । আমরা তোমাকে যজ্ঞ দিতেছি, অতএব যখন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আমাদের উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি স্নেহবান হইও ।

৭ । বরুণ এবং মনুষ্য ঠাঁহাদিগের দুই জনের ধন একত্র মিশ্রিত করিয়া আমাদের দান করুন, শত্রুগণ মনের মধ্যে ভয় প্রাপ্ত ও পরাক্রান্ত হউক এবং বিলীন হইয়া যাউক ।

৮৫ সূক্ত । ০

সোম, প্রভৃতি দেবতা । সূর্য্য ঋষি ।

১ । সত্যই পৃথিবীকে উত্তমিত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সূর্য্য স্বর্গকে উত্তমিত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ঋতপ্রভাবে আদিভাগ্যগণ অঁকাগে অঁকিত আছেন, উহারই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় করিয়া আছেন ।

২ । সোমের প্রভাবে আদিভাগ্যগণ বলবান হইলেন, সোমের প্রভাবে পৃথিবী প্রকাশ হইয়াছে, অপিচ, এই সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে(১) ।

(১) এখানে সোম অর্থে চন্দ্র কবিলে সূক্তের অর্থ হয় । ইহার পূর্বের ঋক্বে “প্রভূত সোম” অর্থে চন্দ্র বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে । নবম মণ্ডলে ও ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানে, সোম অর্থে সৌর্য, এই দশম মণ্ডলের কোনও স্থলে চন্দ্র অর্থে ঋষিগণ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না, তাহা বিচার করিতে আমি অক্ষম পণ্ডিতবর Roth এই ৮৫ সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন । Nirukta, p. 147.

৩। যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোমকে মিস্পীড়ন করে, তখন লোকে ভাবে, তাঁহার সোম পান করা হইল। কিন্তু স্তোতাগণ যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহই পান করিতে পায় না।

৪। হে সোম! স্তোতাগণ(২) গোপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া তোমাকে গোপন করিয়া রাখেন। তুমি পাষণ্ডের শব্দ শুনিতে থাক, পৃথিবীর কেহই তোমাকে পান করিতে পায় না।

৫। হে দেবসোম! তোমাকে যে পান করা হয়, তাহাতে তোমার ক্ষয় না হইয়া আবার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। বায়ু সোমকে রক্ষা করেন, যে রূপ সংবৎসরকে মাসগুলি রক্ষা করে, উভয়ের আকৃতি, অর্থাৎ স্বরূপ এক।

৬। সূর্য্যার, অর্থাৎ সূর্য্যতুহিতার বিবাহকালে ঠেরভী (নাম্নী ঋকুগুলি) ঐ সূর্য্যার সহচরী হইয়াছিল, নরাশংসী (নামক ঋকুগুলি) উহার দাসী হইল। সূর্য্যার অতি সুন্দর বস্ত্র গাথা (অর্থাৎ সামগান) দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল।

৭। যখন সূর্য্য পতিগৃহে গমন করিলেন, তখন চৈতন্য স্বরূপ উপবহন, (অর্থাৎ উপঢৌকন) সঙ্গে চলিল, চক্ষুই তাঁহার অভ্যঙ্গন, (অর্থাৎ তৈল, হরিত্রা, ইত্যাদি দ্বারা শরীরের বিমলীকরণ ক্রিয়া)। ছ্যলোক ও ভুলোক তাঁহার কোশস্বরূপ হইয়াছিল।

৮। স্তবসমূহ তাহার রথের প্রতিধি, অর্থাৎ চক্রাশ্রয় ছিল; কুরীর নামক ছন্দ রথের অভ্যন্তরভাগ হইল। অশ্বিদ্বয় সূর্য্যার বর হইলেন, অগ্নি অগ্রগামি দূতস্বরূপ হইলেন।

৯। সূর্য্য মনে মনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাতে সূর্য্য যখন সূর্য্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাঁহার বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার বরস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন(৩)।

• (২) মূলে “বাহত” শব্দ আছে। “বৃহ” ধাতু হইতে উৎপন্ন স্তোত্রাৎ অর্থ বোধ হয় “ব্রহ্ম,” অর্থাৎ স্তোত্র উচ্চারণকারী। “Lofty ones.”—Weber. *Ind. Stud.*, v. 178.

(৩) সূর্য্যার বিবাহ লক্ষ্যে ১। ১১৬। ১৭ ঋকের টীকা দেখ, তথায় সোম অর্থে সোমরস করিয়া আমি টীকা লিখিয়াছিলাম। সূর্য্যকন্যার বিবাহার্থী যে সোম, তিনি সোমরসতা, না চন্দ্র, তাহা বিচার করা কঠিন। হুক্ত রচয়িতা কি অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন?

১০ । মনই তাঁহার শকট হইল, আকাশই উল্কাচ্ছাদন হইল । দুই শক্র, (অর্থাৎ দুটা শকতার) তাঁহার শকট বাহী হইল ; এইরূপে সূর্য্য পতির গৃহে গমন করিলেন ।

১১ । ঋক্ ও সামদ্বারা বর্ণিত দুই রথ তাঁহার শকট, এই স্থান হইতে বহিয়া লইয়া গেল । হে সূর্য্য ! দুই কর্ণ তোমার রথচক্র হইল, আর সেই রথের পথ আকাশে, ঐ পথে সর্গদা গতায়াত হইয়া থাকে ।

১২ । যাইবার সময় তোমার দুই রথচক্র অতি উজ্জ্বল হইল, সেই রথে বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছিল । সূর্য্য পতিগৃহে যাইতে উদ্যত হইয়া মনঃ স্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন ।

১৩ । পতিগৃহে গমনকালে সূর্য্য সূর্য্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রে অগ্রে চলিল । যথা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়(৪), অর্জুনী, অর্থাৎ মালগুণী নামক দুই নক্ষত্রের উদয় কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়(৫) ।

১৪ । হে অশ্বিদয় ! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্য্যার বিবাহদান গ্রহণ করিলে, তখন সকল দেবতা তোমাদিগের সেই গ্রহণকার্য্য অনুমোদন করিলেন, পুণ্য তোমাদিগের পুত্র হইয়া তোমাদিগকে কন্যার বরস্বরূপ বরণ করিলেন ।

১৫ । হে অশ্বিদয় ! তোমরা যখন বর হইয়া সূর্য্যকে বরণ করিতে নিকটে গমন করিলে, তখন তোমাদিগের একখানি চক্র কোথায় ছিল, তোমরা পথ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কোথায় দাঁড়াইয়া ছিলে ? ।

১৬ । স্তোভাগ্ন জানেন যে, কালে কালে অগ্নির হইয়া থাকে, এরূপ দুইখানি চক্র এদিক আছে, আর অতি গোপনীয় একখানি যে চক্র আছে, তাহা বিদ্বানেরা জানেন ।

১৭ । সূর্য্য ও দেবগণ এবং মিত্র ও বরুণ, ইঁহারা অগ্নিবর্ণের শুভচিন্তা করেন, ইঁহাদিগকে নমস্কার করিলাম ।

(৪) মূলে “অশ্বাহু হন্যতে গাবঃ” আছে ।

(৫) মূলে “অর্জুন্যো পরি উহ্যতে” আছে ।

১৮। এই দুইটা শিশু ক্ষমতাবলে পূর্ব, পশ্চিমে বিচরণ করেন, ইঁহারা ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞে যান, একজন, (অর্থাৎ চন্দ্র) ভুবনে ঋতু ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয়, (অর্থাৎ সূর্য্য) ঋতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯। সেই সূর্য্য দিনের পতাকা, অর্থাৎ জ্ঞাপনকর্ত্তা, প্রত্যহ নূতন, নূতন হইয়া প্রভাতের অগ্রে আসিয়া থাকেন। আসিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞভাগ দিবার ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র দীর্ঘআয়ুঃ বিতরণ করেন।

২০। হে সূর্য্য! তোমার পতিগৃহেতে যাইবার রথে সুন্দর পলাশ, তক, সুন্দর শালমল্লীক্ষ আছে, [অর্থাৎ ঐ কাষ্ঠে নির্মিত] ইহার মুর্ধি উৎকৃষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় শ্রভা। উহা উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, উহার সুন্দর বক্র, উহা স্নেহের আবাস স্থান। তোমার পতিগৃহে অতি প্রচুর উপঢৌকন লইয়া যাও।

২১। হে বিশ্ববসু! এই স্থান হইতে গাত্রোথান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহ লক্ষণ যুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকটে গমন কর; সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হও(৬)।

২২। হে বিশ্বাবসু! এই স্থান হইতে গাত্রোথান কর। নমস্কার-দ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী, অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামি সংসর্গিণী করিয়া দাও(৭)।

২৩। যে সকল পথ দিয়া আমরাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয়, অর্ঘ্যমা এবং ভগ্ন আমরাদিগকে উত্তমরূপে লইয়া চলুন। হে দেবগণ! পতি পত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে ঐখিত হয়।

(৬) বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাতা। বিবাহ হইয়া গেলে তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে না।

(৭) কন্যা বিবাহ লক্ষণপ্রাপ্ত হইলে পর, তাহার বিবাহ দেওয়া বিধেয়, এই মত ২১ ও ২২ ঋকে প্রতীয়মান হইতেছে। এই স্থান হইতে সূক্তের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায়।

৮- ২৪। হে কন্যা! স্তন্যমূর্ত্তিধারী সূর্য্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিয়া ছিলেন, সেই বন্ধনের বন্ধন হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। বাহা সত্যের আধার, বাহা সৎকর্ম্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এই রূপ স্থানে তোমাকে নিকৃপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি।

৮- ২৫। এই নারীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে নহে(৮)। অপর স্থানের সহিত ইহাকে উত্তমরূপে ঐখিত করিয়া দিলাম। হে রক্ষিবর্ধনকারী ইন্দ্র! ইনি গেন মৌভাগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুত্র-বতী হইবেন।

৮- ২৬। পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়া এস্থান হইতে লইয়া যাউন। ঋশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্তী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর।

২৭। এই স্থানে সন্তানসম্ভূতি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। এই স্বামির সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, রুদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর।

৮- ২৮। নীল ও লোহিত বর্ণ হইতেছে; ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, কৃত্যার আক্রমণ হইয়াছে। এই নারীর জ্ঞাতিগণ রক্ষি পাইতেছে। ইহারা স্বামী নানা বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে।

২৯। মলিন বস্ত্র ত্যাগ কর। শ্রোতাদিগকে ধন দান কর। এই কৃত্যাপাদযুক্তা হইয়াছে, অর্থাৎ চলিয়া গিয়াছে। পুত্রী পতির সহিত এক হইয়া যাইতেছে(৯)।

৩০। যদি পতি বধুর বস্ত্রদ্বারা আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই কৃত্য আক্রমণ করে, উজ্জল শরীরও ক্রীড়ন্ত হইয়া যায়।

(৮) অর্থ বোধ হয় পিতৃকুল হইতে মোচন করিয়া স্বামিকূলে ঐখিত করিলাম, ২৬ ও ২৭ ঋকে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।

(৯) “কৃত্য” অর্থ আদি বুঝিতে পারি নাই। সায়ণ ইহার অর্থ পাপ দেবতা করিয়াছেন।

৩১। যাঁহারা বরের নিকট হইতে বধুর নিকট লব্ধ আত্মাদজনক উপ-
চৌকন সরাইয়া লইতে আসে, তাঁহারা যথা হইতে আঁসিয়াছিল, তথায়
যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিন, অর্থাৎ বিফলপ্রয়াস
করিয়া দিন ।

৩২। যাঁহারা বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য এই পতি পত্নীর নিকটে
আসে, তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হউক । পতি পত্নী যেন সুবিধার দ্বারা অনু-
বিধা সমস্ত কাটাইয়া উঠেন । শত্রুগণ দূরে পলায়ন করুক ।

৩৩। এই বধু অতি লক্ষণাবিতা, তোমরা এস, ইহাকে দেখ । ইহাকে
সৌভাগ্য, অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হউক, এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া নিজ
নিজ গৃহে প্রতিগমন কর ।

৩৪। এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত । ইহা ব্যবহা-
রের যোগ্য নহে । যে, ব্রহ্মা নামা ঋত্বিক্ বিদ্বান্ সে বধুর বস্ত্র পাইতে
পারে (১০) ।

৩৫। দেখ, সূর্য্যার মূর্ত্তি কি প্রকার, ইহার বস্ত্র কোথাও অন্ধক ছিন্ন,
কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও চতুর্দিকে ছিন্ন । যিনি ব্রহ্মা নামক, ঋত্বিক্ তিনি
তাঁহা শোধন অর্থাৎ নবীকৃত করেন ।

৩৬। তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি ।
আমাকে পতি পাইয়া তুমি রুদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি,
ভগ ও অর্য্যমা ও অতি বদান্য সবিভা, এই সকল দেবতা আমার সহিত
গৃহকার্য্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন (১১) ।

৩৭। হে পুষা ! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে
তাঁহাকে তুমি যারপর নাই কল্যাণ সম্প্রদায় করিয়া পাঠাইয়া দাও ।
সে কামবণ হইয়া নিজ উরুদ্বয় আত্মাদিগের নিকট বিসারিত করে
আমরা কামবণ হইয়া তাহাতে শেপপ্রহার করিয়া থাকি ।

৩৮। হে অগ্নি ! উপচৌকন সমেত সূর্য্যাকে অগ্নে তোমার

(১০) এই ঋকগুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের
বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে বোধ হয় সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল।

(১১) এটি স্বামীর উক্তি।

নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তুমি সন্তানসন্ততি সমেত বনিতাকে পতি-
দিগের নিকট সমর্পণ করিলে।

৭৯। অগ্নি আবার লাভ্য ও পরমাণুঃ দিয়া বনিতাকে প্রদান
করিলেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া একশত বৎসর জীবিত
থাকিবে(১২)।

৮০। প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ
করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি।

৮১। সোম সেই নারী গন্ধর্ব্বকে দিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন,
অগ্নিখন পুত্র সমেত এই নারী আমাকে দিলেন(১৩)।

৮২। হে বরবধূ! তোমরা এইখানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পুণক
হইও না, নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে থাকিয়া পুত্র পৌত্র-
দিগের সঙ্গে আমোদ আশ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর(১৪)।

৮৩। প্রজাপতি আমাদের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন,
অর্ঘ্যমা আমাদের রক্তাশ্রু পর্গাস্ত মিলন করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি
উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদের দাসদাসী
এবং আমাদের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর(১৫)।

৮৪। তোমার চক্ষু যেন দোষ শূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকরী হও,
পশুদিগের মঙ্গলকারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাভ্য,
যেন উজ্জল হয়। তুমি বীরপুত্র প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি
ভক্ত হও। আমাদের দাস দাসী, (ইত্যাদি পূর্ব্বথকের শেষ অংশের
সহিত এক)।

৮৫। হে রুষ্টিবর্ধনকারী ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী
ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে
লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর।

(১২) মনুষ্য জীবনের সীমা শত বৎসর।

(১৩) কন্যাকে যৌধ হয় সোম ও গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া
পরে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইত।

(১৪) এটি বরবধুর প্রতি উক্তি।

(১৫) ৮০ হইতে ৮৬ শ্লোক বধুর প্রতি উক্তি। ৮৭ সূক্ত বর বধুর উক্তি।

৪৬। তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, স্বশ্রীকে বশ কর, ননদ ও দেবর-
গণের উপর সত্রাটের ন্যায় হও।

৪৭। তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া
দিন। বায়ু ও ধাতা ও বায়ুদেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত
করুন(১৬)।

(১৬) এই সূক্তের অনেকাংশ পাঠ করিতে করিতে এক্ষণকার স্ত্রীঅণ্চরের
ব্যাপারের সহিত কিছু কিছু সৌগাৎশ্য লক্ষিত হয়। এই সূক্তের অনেক স্থান পূর্ব-
কালে বিবাহের সময় মন্ত্রের ন্যায় পাঠ করা হইত, এপ্রকার অনুমান করিলে বোধ হয়
বিশেষ ভ্রম হইবেক না।

চতুর্থ অধ্যায়।

৮৬ সূক্ত। ০

ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবতা। ইন্দ্র, প্রভৃতিই ঋষি।

১। সোম প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদিগকে ইন্দ্র বিদায় দিনেল ; কিন্তু তাহারা ইন্দ্রকে স্তব করিল না, কিন্তু আমার সখা, অর্থাৎ আমার পুত্র রুধাকপি দেই সোম পানে মত্ত হইল, হুটপুটদিগের মধ্যে প্রদান হইল। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২। হে ইন্দ্র ! তুমি রুধাকপিকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিগমন করিতেছ। অথচ আর কুত্রাপি সোদপান করিতে পাওতেছ না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৩। হে ইন্দ্র ! তুমি যে ধনস্বামী দাতাবান্ধব নামে হরিৎশর্প যুগ-মূর্ত্তীধারী এই রুধাকপিকে পৃথিবীর বিবিধ সামগ্রী অর্পণ করিতেছ, এই রুধাকপি তোমার কি উপকার করিয়াছে? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৪। হে ইন্দ্র ! তোমার প্রেমাম্পদী যে এই রুধাকপিকে তুমি রক্ষা করিতেছ, বরাহ অনুসরণকারী কুকুর ইহার কর্ণে দংশন করিয়াছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৫। আমি উত্তম উত্তম সামগ্রী পৃথক পৃথক সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম, এই বানর, অর্থাৎ রুধাকপি সকল নষ্ট করিয়া দিল। আমার ইচ্ছা যে, ইহার মস্তক ছেদন করি, এই ভূক্ষাণের প্রতি তদ্রূপ করিতে পারি না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৬। ইন্দ্রাণী কহিতেছেন—কোনও নারীই আমা অপেক্ষা অঙ্গ সৌষ্ঠববতী নহে, কোনও নারীই আমা অপেক্ষা বিলাসগতি জানে না, কোন নারীই আমা অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে স্বামীর নিকট শয়ন করিতে, অথবা রতিরঙ্গ সময়ে উৎকণ্ঠা উৎকণ্ঠন করিতে জানে না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

† ৭। (রূষাকপি কহিতেছে)—হে মাতঃ! তুমি উত্তম পতি পাইয়াছ। তোমার অঙ্গ ও উরু ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনিট হইবেক। পতি সংসর্গে আনন্দলাভ করিয়া থাক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

† ৮। (ইন্দ্র কহিতেছেন)—হে ইন্দ্রাণী! তোমার বাহু, জঘন, কেশ, কপাল ও অঙ্গুলিগুলি অতি সুন্দর। তুমি বীরের পত্নী হইয়া রূষাকপিকে কেন ঘেঁষ করিতেছ। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৯। (ইন্দ্রাণী কহিতেছেন)—এই হিংস্রক রূষাকপি আমাকে যেন পতিপুত্রবিহীনার ন্যায় জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু আমি পতিপুত্রবতী ইন্দের পত্নী; মরৎগণ আমার সহায়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১০। যখন একত্রে হোম হয়, বা যুদ্ধ হয়, পতিপুত্রবতী ইন্দ্রাণী তথায় গমন করেন। তিনি যজ্ঞের বিধানকর্ত্রী, তাঁহাকে সকলে পূজা করে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১১। এই সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার পতিকে অন্যান্য ব্যক্তির মত জরাগ্রস্ত হইয়া মরিতে হয় না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১২। হে ইন্দ্রাণী! আমার বন্ধু রূষাকপি ব্যতিরেকে শ্রীতি লাভ করি না। সেই রূষাকপিরই সরস হোমস্রব্য দেবতাদিগের নিকটে যাইতেছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

x ১৩। হে রূষাকপিবনিত! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধু। তোমার রূষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ ককন(১), তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমস্রব্য তিনি ভক্ষণ ককন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৪। আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ রূষ পাক করিয়া দেয়(২), আমি ঐইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দুই পার্শ্ব পূর্ণ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

~ (১) এখানে রূষ ভক্ষণের কথা পাওয়া যায়।

(২) এখানেও ১৫ কি ২০ রূষ পাক করিবার কথা পাওয়া যায়।

১৫। হে ইন্দ্র! তোমার ভক্ত তোমার জন্য যে দসিমন্ত পূজা দেয়, উহা, প্রস্তুত হইবার সময় যুথ মধ্যে গর্জ্জনকারী রুহের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। এই মন্ত তোমার হৃদয়কে সুখী করুক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৬। যাহার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লক্ষ্যমানভাবে থাকে, সে সমর্থ হয় না। উপবেশন করিলে যাহার লোমাম্লত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করিয়া উঠে, সেই সমর্থ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৭। উপবেশনকালে যাহার লোমাম্লত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করিয়া উঠে, সে সমর্থ হয় না। যাহার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লক্ষ্যমানভাবে থাকে, সেই পারে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৮। হে ইন্দ্র! এই রুধাকপি পরধন গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বধ করুক, সে ধৃগা ও সূনা ও অভিনব চক (পশুহত্যা স্থান) ও দাহকাষ্ঠপূর্ণ একখানি শব্দট প্রাপ্ত হউক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৯। এই আমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছি। দাস-জাতি ও অর্ঘ্যজাতি অন্বেষণ করিতেছি। যাহারা যজ্ঞম পাঁক করে অথবা সোমরস প্রস্তুত করে, তাহাদিগের নিকট নোম পাম করিতেছি(১)। সুবুদ্ধি কে, তাহা আমি নিরূপণ করিয়াছি। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২০। মরুদেশ, আর ছেদন করিবার উপযুক্ত অরণ্যপ্রদেশ, এ উভয়ের কত যোজনই বা অন্তর? হে রুধাকপি! নিকটবর্তী লোকালয়ের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২১। হে রুধাকপি! পুনর্বন্ধ এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করিতেছি। এই যে নিদ্রাবিলাসী স্বর্বাদেব, ইনি যেমন অন্তর্ধামে গমন করেন, তুমিও তেমন গৃহমধ্যে আগমন কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২২। হে রুধাকপি! হে ইন্দ্র! তোমরা উজ্জ্বলিমুখ হইয়া গৃহে গমন করিলে, সেই বহুভাষী হরিণ কোথায় গেল? লোকদিগের সেই শোভা-সম্পাদক কোথায়? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

(১) দাস অর্থাৎ অনার্যদিগের মধ্যেও অনেকে আর্য্যধর্ম অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাদি করিত, এই বক্তব্য হইতে প্রকাশ হয়।

২৩। পশু নামে মানবী এককালে বিংশতি সন্তান প্রসব করিল।
যাহার উন্নত রক্তিশ্রীণ হইয়াছিল, হে বাণ ! তাহার মঙ্গল হউক। ইন্দ্র
সকলের শ্রেষ্ঠ(৪)।

৮৭ সূক্ত । ১০

রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি দেবতা ! পায়ু ঋষি।

১। রাক্ষসনিধনকারী বলবান সুবিস্তারিত বন্ধুরূপ অগ্নিকে আঁহুতি-
যুক্ত করিতেছি। গৃহে গমন করিতেছি। অগ্নি যজ্ঞ সহযোগে তীক্ষ্ণ ও
প্রজ্বলিত হইয়া দিবারাত্র আমাদিগকে শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করুন(১)।

২। হে জাতবেদা! লোহের ন্যায় দৃঢ় দন্ত ধারণপূর্বক রাক্ষসদিগকে
শিখাদ্বারা স্পর্শ কর। প্রজ্বলিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা মূঢ় দেবতা, অর্থাৎ
অপদেবতাদিগকে আক্রমণ কর। মাংসভোজী রাক্ষসদিগকে ছেদন করিয়া
মুখ মধ্যে ধারণপূর্বক চর্চণ কর।

৩। হে দন্তদ্বয়ধারী অগ্নি ! হিংসাশীল ও তীক্ষ্ণ হইয়া দুই দিকেই
দন্ত বসাইয়া দাও। হে শোভাময় ! আকাশে উঠিয়া যাও। রাক্ষসদিগকে
আক্রমণদ্বারা তাড়না কর।

৪। হে অগ্নি ! যজ্ঞদ্বারা বাণগুলিকে নত করিয়া এবং বাণের অগ্রভাগ
বজ্রদ্বারা সংযুক্ত করিয়া ঐ সকল অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয়ে আঘাত কর,
উহাদিগের পাশ্চদ্বয়বর্তী বাহু সকল ভঙ্গ করিয়া দাও।

৫। হে অগ্নি ! রাক্ষসের চর্ম বিদারণ কর। প্রাণবধকারী বজ্র শীঘ্র
উহাকে নিধন করক। হে জাতবেদা ! উহার ভিন্ন ভিন্ন দেহসন্ধি

(৪) রুধাকপির প্রকরণ একটি হ্রস্ব অংশ। যদি এরূপ জ্ঞান করা যায়, যে রুধাকপি
এই জাতীয় বানর, একদা ঐ বানর কোন বজ্রমণ্ডলের বজ্রসামগ্রী উচ্ছিন্ন করিয়া নষ্ট
করিয়াছিল। বজ্রমণ্ডল এরূপ কম্পনা করিল, যে ঐ বানর ইন্দ্রের পুত্র, সেই নিমিত্ত
ইন্দ্র উহার ধৃষ্টতা নিবারণ করিলেন না। কবি সেই কম্পনের উপর ইন্দ্রের উক্তি ও
ইন্দ্রাণীর কথা, ইত্যাদি রচনা করিলেন। এইপ্রকার জ্ঞান করিলে রুধাকপি সূক্তের
প্রায় সর্বাবশেষে ব্যাখ্যাত হয়। এ সূক্তটি বেঁধে হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

(১) এই সূক্তটি সমস্তই রাক্ষসদিগের রথ সম্বন্ধে।

ছেদন কর। ছেদন করা হইলে মাংসাশী, পশুমাংস লোভী হইয়া উহার নিকটে গমন করক।

৬। হে জাতবেদা অগ্নি! যে খানেই তুমি রাক্ষসকে দেখ, সে দণ্ডায়-মান থাকুক, অথবা ইতস্তত বিচরণ করুক, আকাশে থাকুক, অথবা পথে গমন করুক, তুমি তীক্ষ্ণবাণ ফেপণপূরক তাহাকে বিদ্ধ কর।

৭। হে জাতবেদা! আক্রমণকারী রাক্ষসের হস্ত হইতে আক্রান্ত-ব্যক্তিকে খন্তিনামক অস্ত্রদ্বারা রক্ষা কর। হে অগ্নি! উজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্বত্রই আমমাংসভোজীদিগকে বধ কর। এই সকল পক্ষী তাহাকে ভোজন করক।

৮। হে অগ্নি! বলিয়া দাও, কোন্ রাক্ষস এই যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে, হে অতিথুবা অগ্নি! কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া তুমি সেই রাক্ষসকে আক্রমণ কর। তুমি মনুষ্যদিগের উপর তোমার কৃপায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাক, সেই দৃষ্টিতে ঐ রাক্ষসকে দমন কর।

৯। হে অগ্নি! তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা এই যজ্ঞ রক্ষা কর, এই যজ্ঞ ধর্মের অনুকূল; হে শুভ চিত্রধারী! এই যজ্ঞ সম্পন্ন কর। হে মনুষ্য দর্শনকারী! তুমি উজ্জ্বল হইয়া রাক্ষসদিগকে নিধন কর, তোমাকে যেন রাক্ষসেরা পরাভব করিতে না পারে।

১০। হে মনুষ্য দর্শনকারী! রাক্ষসদিগের বিষয়ে সতর্ক হও, মনুষ্য-দিগকে দৃষ্টি কর। রাক্ষসের তিন মস্তক ছেদন কর। শীঘ্র উহার পার্শ্ব-দেশ ছেদন কর। ঐ রাক্ষসের তিনটি চরণ ছেদন কর।

১১। হে অগ্নি! যে রাক্ষস অসত্যদ্বারা সত্যকে নষ্ট করে, সেই রাক্ষস তিনবার তোমার বন্ধনসীমার মধ্যে আগমন করুক, অর্থাৎ দক্ষ হউক। হে জাতবেদা! শিখাদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া স্তবকারীর সমীপেই ইহাকে ভাঙিয়া ফেল।

১২। রাক্ষস গুরত্ব্য নরের দ্বারা সাধুদিগকে আঘাত করে, সেই রাক্ষসের প্রতি তুমি দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া থাক, শব্দকারী রাক্ষসের প্রতি এক্ষণে সেই দৃষ্টি প্রয়োগ কর। অথর্ব নানক গৃহির ন্যায় তুমি সত্য ধ্বংসকারী নিকোষকে দিব্য তেরের দ্বারা দক্ষ করিয়া ফেল।

১৩। হে অগ্নি! দেখ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পর গালি দিতেছেন, দেখ টাংকার করিতে করিতে কটু কথা কহিতেছে। অতএব মনে ক্রোধোদয় হইলে যে বাণ ক্ষেপণ করা হয়, তদ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয় বিদ্ধ কর, কারণ এই সকল কটু কথা প্রয়োগ করা রাক্ষসদিগের প্রবর্তনাতে ঘটে।

১৪। উত্তাপের দ্বারা রাক্ষসদিগকে বধ কর; হে অগ্নি! বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিধন কর। শিখাদ্বারা সেই মৃত নিরোধ অপদেবতাদিগকে ধ্বংস কর, উজ্জ্বল হইয়া সেই প্রাণমংশারকারীদিগকে নষ্ট কর।

১৫। দেবতাগণ অন্য পাপ নষ্ট করিয়া দিন। অতি বিরস দুর্ভাগ্য সকল সেই রাক্ষসের দিকে গমন করুক। সেই বাক্য চোর, অর্থাৎ মিথ্যা-বাদী রাক্ষসকে বাণগণ মর্মান্বনে আনীত করুক। রাক্ষস বিশ্ববাপী অগ্নির বন্ধনে পতিত হউক।

১৬। যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে, অথবা অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করিবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, হে অগ্নি! নিজ বলে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিয়া দাও।

১৭। গাভীর যে দুগ্ধ এক বৎসর ধরিয়া সঞ্চয় হয়, হে মনুষ্য দর্শনকারী অগ্নি! রাক্ষস যেন সেই দুগ্ধ পান না করে। হে অগ্নি! যে রাক্ষস সেই অমৃত তুল্য দুগ্ধপানের প্রয়াসী হয়, সে পুরোবর্তী হইলে শিখাদ্বারা তাহার মর্ম বিদ্ধ কর।

১৮। রাক্ষসগণ গাভীদিগের যে দুগ্ধ পান করে, উহা যেন তাহাদিগের বিষতুল্য হয়, সেই ছুষ্ঠাশরদিগকে ছেদন করিয়া অদিতির নিকট বলিদান দাও। সূর্যাদেব ইহাদিগকে উজ্জ্বল করুন। তৃনলতাদির যে অসার পরি-ভাজ্য অংশ আছে, রাক্ষসেরা তাহাই গ্রহণ করুক।

১৯। হে অগ্নি! ক্রমাগত রাক্ষসদিগকে মারিয়া ফেল, যুদ্ধে রাক্ষসেরা যেন তোমার উপর জয়ী না হয়, আমমাংসভোজী রাক্ষসদিগকে সমূলে ধ্বংস কর, তাহারা যেন তোমার দিবা অস্ত্র হইতে মুক্তিলাভ না করে।

২০। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্বে রক্ষা কর। তোমার অতি উজ্জ্বল, অবিনাশী, অতি উত্তম শিখা আছে, তাহারা পাপীরা রাক্ষসকে ভস্মীভূত করুক।

২১। হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি কবি, অর্থাৎ কার্যকুশল, অতএব ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা আমাদিগের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম রক্ষা কর। হে বন্ধু অগ্নি! আমি তোমার সখা, তোমার জরা নাই, কিন্তু আমি যেন দীর্ঘ আয়ুঃ ও রক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হই। তুমি অমর, আমরা মৃত্যুশীল, আমাদিগকে রক্ষা কর।

২২। হে অগ্নি! বলের পূরণকর্ত্তা, বুদ্ধিমান, তোমার মূর্ত্তি দেখিলেই ভীত হইতে হয়, তুমি নিত্য নিত্য রাক্ষসদিগকে বধ কর, তোমাকে বিশিষ্ট রূপে ধ্যান করি।

২৩। হে অগ্নি! বিশ্বকারী রাক্ষসদিগকে বিষের দ্বারা, তীক্ষ্ণ শিখার দ্বারা এবং ঋষ্টি নামক উত্তপ্ত অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ কর।

২৪। হে অগ্নি! যে রাক্ষসগণ স্ত্রীপুরুষে কোণায় কি আছে, দেখিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে দগ্ধ কর। হে বুদ্ধিমান! তুমি চূর্ণকর, তোমাকে আমি স্তবের দ্বারা উত্তেজিত করিতেছি, তুমি আগ্রত হও।

২৫। হে অগ্নি! তোমার নিজ তেজের দ্বারা রাক্ষসের তেজঃ সর্দৈব নষ্ট করিয়া দাও, বাতুধান রাক্ষসের বল বীৰ্য্য ভাঙ্গিয়া দাও।

৮৮ সূক্ত।

অগ্নি ও সূর্য্য উভয়ে মিলিত দেবতা। বুদ্ধিমান্ ববি।

১। পান করিবার উপযুক্ত যে হোমদ্রব্য, অর্থাৎ সোমরস, যাহা চিরকাল হুতন থাকে, যাহা দেবতারা সেবন করেন, তাহা স্বর্গগামী আকাশস্পর্শ অগ্নিতে হোম করা হইয়াছে। সেই সোমরসের উৎপাদন পরিপূরণ ও শরণের জন্য দেবতারা সুখকর অগ্নিকে বর্জিত করেন।

২। অন্ধকার ভূবনকে গ্রাস করে। তাহাতে ভূবন অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়, অগ্নি জন্মিলে সেই সমস্ত ভূবন প্রকাশ পায়। সেই অগ্নির বন্ধু হইতে সর্ব্ব লোকেই শ্রীত হয়, দেবতারা, পৃথিবী, আকাশ, জল, বৃক্ষাদি সকলই সমৃদ্ধ।

৩। যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা আমাকে প্ররুতি দিয়াছেন, তাই আমি জরারহিত ও কাণ্ড অগ্নিকে স্তব করিতেছি। তিনি নিজ কিরণে পৃথিবী,

আকাশ উভয়ের মধ্যবর্তীস্থান এবং দ্যুলোক ও ভুলোক ছাইয়া ফেলিলেন ।

৪। তিনিই সর্ব প্রথম হোতা ছিলেন, দেবতারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করেন, যজমানগণ বর চাহিতে চাহিতে তাঁহাকে যুতসংযুক্ত করেন । সেই অগ্নি পশু, পক্ষী, স্থাবরজঙ্গম, প্রভৃতি সকলি অবিলম্বে রচনা করেন ।

৫। হে অগ্নি ! হে জ্ঞাতবেদা ! হে ভুবনের মস্তকস্বরূপ ! তুমি যখন দীপ্তসূর্য্যের সহিত একত্রে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে আমরা ধ্যান, স্তবস্ততির দ্বারা উপাসনা করি । তুমি দ্যুলোক ও ভুলোক পূর্ণ করিয়া যজ্ঞের উপযোগী হও ।

৬। রাত্রিকালে অগ্নিই তাবৎ সংসারের মস্তকস্বরূপ হইলেন, পরে প্রাতে তিনি সূর্য্যরূপে উদয় হইলেন । তিনি বিবেচনাপূর্ব্বক সকল স্থানে শীঘ্র শীঘ্র বিচরণ করেন, ইহা যজ্ঞসম্পাদনকারী দেবতাদিগেরই ক্রিয়াকৌশল ।

৭। যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্জ্বলিত হইয়া সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ করিয়া ঔজ্জ্বল্যের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে শরীর রক্ষাকারী সকল দেবতা স্তব পাঠ করিতে করিতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ করিলেন ।

৮। দেবতারা প্রথমে স্তব স্রষ্টি করিলেন, পরে অগ্নি, পরে হোমের দ্রব্য স্রষ্টি করিলেন । সেই অগ্নি ইহাদিগের শরীর রক্ষাকারী বজ্রস্বরূপ হইলেন, আকাশ, পৃথিবী ও জলের সহিত সেই অগ্নির পরিচয় আছে ।

৯। যে অগ্নিকে দেবতারা উৎপাদন করিলেন, সর্ব্বমেধ নামক যজ্ঞের সময় যে অগ্নিতে সকল বস্তুরই হোম হয়, তিনি সরল গতি ধারণপূর্ব্বক নিজ প্রকাণ্ড শিখাদ্বারা দ্যুলোক ও ভুলোকে তাপ দিতে লাগিলেন ।

১০। দেবলোকে দেবতারা নানা ক্রমভাৱে কেবল স্তব সহকারেই সেই অগ্নিকে উৎপাদন করিলেন, যিনি দ্যাবাপৃথিবী পরিপূর্ণ করেন । সেই সুখকর অগ্নিকে তাঁহারা ত্রিবিধ করিয়া স্রষ্টি করিলেন । সেই অগ্নি নানা একার রক্ষাদিকে পরিণত অবস্থায় উপনীত করেন ।

১১। যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা যখন এই অগ্নিতে আর অদিতি পুত্র সূর্য্যকে আকাশে স্থাপন করিলেন, যখন তাঁহারা উভয়ে যুগ্মরূপী হইয়া

বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাবৎ প্রানিবর্গ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল ।

১২ । দেবতারা তাবৎ মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে সমস্ত ভুবনের জন্য দিনের কেতুস্বরূপ করিয়াছেন । সেই অগ্নি বিগিষ্ঠ দীপ্তিশালী প্রভাতকে বিস্তার করেন এবং যাইতে যাইতে শিখাদ্বারা অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করেন ।

১৩ । ক্রিয়াকুশল যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা অবিনাশী ও তাবৎ মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছেন । ইনি যখন স্থল ও রূহং হয়েন, তখন আকাশে চিরকাল বিচরণশীল নক্ষত্রকে দেবতার সমক্ষেই প্রভাহীন করিয়া দেন ।

১৪ । ঐশ্বানর অগ্নি নিত্য নিত্য দীপ্তিশালী হয়েন, সেই ক্রিয়াকুশল অগ্নির অনুগ্রহ লাভের জন্য যজ্ঞপাঠ করিতেছি । তিনি আপন মহিমাধারা ছালোক ও ভুলোক আচ্ছাদন করেন এবং উর্দ্ধে ও নিম্নে উত্তাপ দেন ।

১৫ । কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবর্গ, ইহাদিগের আমি দ্বিবিধ গতি শ্রবণ করিয়াছি । এই বিশ্বভুবন অগ্রসর হইতে হইতে সেই গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে কেহ মাতা পিতার মধ্যে জন্ম লাভ করে(২), তাঁহাদিগের ঐ দুই ব্যতীত গতি নাই ।

১৬ । যে সূর্য্য মন্তক, অর্থাৎ উদয়স্থান হইতে অগ্নিয়াছেন, বাঁহাকে স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়, তিনি যখন বিচরণ করেন, তখন দ্যাবাপৃথিবী তাঁহাকে ধারণ করেন, সেই পরিব্রাজকর্ত্তা কখন নিজ কর্ম্মে শৈথিল্য করেন না, তিনি দীপ্তি পাইতে পাইতে সকল ভুবনের নিকে অতি সুখে অবস্থিত থাকেন ।

১৭ । যে স্থানে নিম্নস্থিত অগ্নি আর উর্দ্ধস্থিত অগ্নি পরস্পর এই বলিয়া বিবাদ করেন যে, আমরা উভয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের উভয়ের, মধ্যে অধিক জ্ঞানীকে তখন বজ্রগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান

(২) সায়ন কছেন, ভগবদ্গীতা অনুসারে বোধ আর সংসার, এই দুই গতি আছে । কিন্তু এব্যাপ্তা আধুনিক, ঐবদিক নহে ।

করিলেন বটে, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীদিগের মধ্যে কে ঐ প্রাশ্নের নির্ণয় করিতে পারে।

৮। হে পিতৃগণ! তোমাদিগের নিকট তর্ক বিতর্কের কথা কহিতেছি না, কেবল উত্তমরূপে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অগ্নি কয় জন, সূর্য্য কয় জন, উষা কয় জন, জলইবা, অর্থাৎ জলদেবীইবা কয় জন।

৯। হে বায়ু! যে পর্য্যন্ত রাত্রিগণ উষার মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া না দেন, তখনই নিম্নস্থিত পার্থিব অগ্নি আসিয়া যজ্ঞের নিকটে স্থান গ্রহণ করেন, তিনি হোতা, তিনিই স্তোত্রকারী।

৮৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রেণু ঋষি।

১। সকল অধ্যক্ষের প্রধান ইন্দ্রকে স্তব কর। তাঁহার মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত সকলের তেজঃ হীন করিয়াছে। তিনি মনুষ্যদিগকে ধারণ করেন, তাঁহার মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তাঁহার তেজঃ সমস্ত সংসার পরিপূর্ণ করে।

২। বীৰ্য্যবান্ ইন্দ্র আপনার তেজঃ সমস্ত তেমনভাবে চতুর্দিকে ঘূর্ণিত করিতে থাকেন, যেমন রথী চক্র ঘূর্ণিত করে। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সমস্ত যেন একটা অস্থায়ী ও অদৃশ্য স্মৃতিস্বরূপ, তাহাকে ইন্দ্র আপন জ্যোতিঃদ্বারা নষ্ট করেন।

৩। হে স্তবকারী! আমার সহিত মিলিত হইয়া সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে এরূপ একটা নূতন স্তব উচ্চারণ কর, বাহা নিকৃষ্ট না হয়, বাহা পৃথিবী ও স্বর্গে উপমারহিত হয়। তিনি বজ্রে উচ্চারিত স্তবগুলি পাইবার জন্য যে রূপ ইচ্ছুক হয়েন; শত্রুদিগের দর্শন পাইবার জন্যও তক্রপ ব্যস্ত হয়েন। তিনি বন্ধকে অনুসন্ধান করেন না, অর্থাৎ অনিষ্ট করিবার জন্য অনুসন্ধান করেন না।

৪। ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হইয়াছে, আকাশের মস্তক হইতে জল আলায়ন করিয়াছি, যেমন অক্ষদ্বারা চক্রে ধারিত হয়, তক্রপ সেই ইন্দ্র নিজ কাণ্ডের দ্বারা দ্যলোক ও ভুলোককে উত্তম্বিত করিয়া রাখেন।

৫। বাঁহাকে পান করিলে মনে ভেজা উদয় হয়, যিনি শীঘ্র এহার করেন, যিনি বীরত্ব করিয়া শক্রদিগকে কণ্ঠস্থিত করেন, যিনি অস্ত্রশস্ত্রধারী ও সরল গতিশীল, সেই সোম অরণ্যসমূহকে রক্ষিত করেন। কিন্তু বর্জিত হইয়াও সেই অরণ্যসমূহ ইন্দের সহিত সমতুল হইতে পারে না, কিংবা তাঁহার ভারের লাঘব করিতে পারে না।

৬। দ্যাবাপৃথিবী, বা মরুদেশ, বা আকাশ, বা পার্বত্যগণ যে ইন্দের সমতুল্য হইতে পারে না, তাঁহার নিমিত্ত সোমরস করিত হইতেছে। ইহার ক্রোধ যখন শক্রদিগের উপর চালিত হয়, তখন ইনি বিলম্বন হিংসা করেন, দুর্ভেদ্যদিগকেও ভেদ করেন।

৭। যেরূপ পরশ অরণ্য ছেদন করে, তরূপ ইন্দ্র হরকে বধ করিলেন, শক্রর পুরী ধ্বংস করিলেন, পৃথিবী বিদৌর্ণ করিয়া নদীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন, অপকৃ কলসের ন্যায় পার্বত্যকে ভঙ্গ করিলেন। আপন সহায়দিগের সঙ্গে গাভীসমূহ নিষ্কাশিত করিলেন।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি ভক্তের খণ ঘোচন কর, তুমি অবিচলিত। খড়্গ যেরূপ এস্থি ছেদন করে; তরূপ তুমি অকল্যাণ নষ্ট কর। যে সকল ব্যক্তি মিত্র ও বন্ধনের কার্য নষ্ট করে, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের কার্য তাহা-দিগের পক্ষে হিতকর বন্ধুর কার্যের ন্যায়; ইন্দ্র তাহাদিগকেও হিংসা করেন।

৯। যে সকল দুষ্কৃত্য ব্যক্তি মিত্র ও অর্থ্যমা ও বরণ ও মরুৎগণকে দ্বেষ করে, হে রুদ্ভিবর্ধনকারী ইন্দ্র! তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য শব্দকারী ও রুদ্ভিবর্ধনকারী উজ্জ্বল বজ্র শাণিত কর।

১০। কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি জল, কি পার্বত্য, সকলেরই উপর ইন্দের আধিপত্য আছে। এবল ব্যক্তি ও রুক্ষিমান ব্যক্তিদিগের উপর ইন্দ্রেরই আধিপত্য। কি নৃতন বস্ত্র লাভ করিবার সময়, কি লব্ধ বস্ত্র রক্ষা করিবার সময়, সকল অবসরেই ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিতে হয়।

১১। কি রাত্রি, কি দিন, কি আকাশ, কি জলধারী সমুদ্র, কি নৃহিত্তীর্ণ বায়ু, কি পৃথিবীর সীমা, কি নদী, কি মহুযা, সকল অপেক্ষাই ইন্দ্র প্রধান, সকলকেই ইন্দ্র নতিক্রম করিয়া আছেন।

১২। হে ইন্দ্র ! তোমার অস্ত্র, ভঙ্গ হইবার নহে, দীপ্তিময়ী উষা পতাকাব ন্যায় তোমার অস্ত্র জ্যোতির্ময় হউক । যেরূপ আকাশ হইতে প্রসূর পতিত হইয়া রক্ষ ধ্বংস করে, তদ্রূপ তুমি অনিষ্টকারী শক্রদিগকে অতি উত্তম ও গর্জ্জনকারী অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ কর ।

১৩। যখন ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন মাংস সকল ও বনসমূহ ও উদ্ভিজ্জবৎ ও পর্বতগণ এবং পরস্পর সংযুক্ত দ্যাবাপৃথিবী, ইহারা সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ।

১৪। হে ইন্দ্র ! যে অস্ত্র কেপণ করিয়া পারাওয়া রাক্ষাসকে বিদীর্ণ করিলে, তোমার সেই নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায় রহিল ? যেরূপ গোহত্যা-স্থানে গাভীগণ হত হয়(১), তদ্রূপ তোমার ঐ অস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া বন্ধুদ্রোষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে ।

১৫। যে সকল রাক্ষস শত্রুভা করিতে করিতে এবং অত্যন্ত পীড়া দিতে দিতে আমাদিগকে বেঠেন করিল, হে ইন্দ্র ! তাহারা গাঢ় অন্ধকারে পতিত হউক, নিতান্ত জ্যোতির্ময় রজনীও তাহাদিগের পক্ষে অন্ধকারময় হউক ।

১৬। লোকস কল তোমার উদ্দেশে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, স্তব-কারী ঋষিদিগের মন্ত্রগুলি তোমাকে আজ্ঞাদিত করে । তোমাকে এই যে সকলে মিলিয়া আহ্বান করা হইতেছে, তাহা তুমি ঘোষণা করিয়া নাও । তাবৎ পূজকের প্রতি অনুকূল হইয়া তাহাদিগের নিকট গমন কর ।

১৭। হে ইন্দ্র ! তোমার স্তবগুলি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে । আমরা যেন নূতন নূতন উৎকৃষ্ট স্তব লাভ করি । আমরা বিশ্বামিত্র সম্ভান, রক্ষার জন্য তোমার স্তব করিতেছি, আমরা যেন নানা বস্তু লাভ করি ।

১৮। সেই ছলকার ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি । এই যুদ্ধের সময় যখন অন্ন ইত্যাদি দ্রব্য বন্টন হইবেক, তখন তিনিই প্রধান-রূপে অধ্যাক্ষতা করিবেন । যুদ্ধে তিনি স্বপক্ষ রক্ষার জন্য উগ্রমূর্তি ধারণ-পূর্বক শত্রুদিগকে হিংসা করেন, ব্রহ্মদিগকে বধ করেন, ধন সমস্ত জয় করেন ।

(১) গোহত্যা প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, নচেৎ গোহত্যার জন্য ভিন্ন স্থান নির্দ্ধারিত থাকা সম্ভব নহে ।

৯০ সূক্ত। ৩

পুরুষ দেবতা। নারায়ণ ঋষি।

১। পুরুষের সহস্র মন্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন(১)।

২। বাহা হইয়াছে, অথবা বাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অবিকারী হইলেন, কেন না, তিনি অমরদ্বারা অতিরোহন করেন।

৩। তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও রহস্যবর্ত্ত। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ।

৪। পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) ভাববস্তুরে ব্যাপ্ত হইলেন।

৫। তাঁহা হইতে বিরাট জন্মিলেন, এবং বিরাট হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন। তিনি অগ্ন্যহ্নীপূর্বক পশ্চাত্তাগে ও পূর্বাগ্নে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।

৬। যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত যুগ হইল, গ্রীষ্ম কঠি হইল, শরৎ হব্য হইল।

৭। যিনি সকলের অগ্নে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুরূপে সেই বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারাও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।

৮। সেই সর্ব্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হইল। তিনি সেই বায়ব্য পশু নির্দ্দাণ করিলেন, তাহার বন্য এবং গ্রাম্য।

(১) এই প্রসিদ্ধ সূক্তের পুরুষশব্দ কহে। ঈশ্বর কেবল এক, এই বিশ্বত্ববশ তাঁহারই অন্তর্গত, এই বিশ্বাস এই সূক্তে প্রকটিত হয়। এই সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত।

৯। সেই সর্ব হোমসম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক ও সামসমূহ উৎপন্ন হইল,
ছন্দ সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, বজ্রও তাহা হইতে জন্ম গ্রহণ
করিল(২)।

১০। ষোটকগণ এবং অন্যান্য দন্ত পণ্ডিতদ্বয়দ্বারা পশুগণ জন্মিল।
তাহা হইতে গাভীগণ ও ছাগ ও মেঘগণ জন্মিল।

১১। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কর খণ্ড করা হইয়াছিল? ইহার
মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ, কি হইল?।

১২। ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল; যাহা উরু ছিল,
তাহা বৈশা হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল(৩)।

১৩। মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও
অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু।

১৪। নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি,
কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্মাণ করা হইল।

১৫। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন
করিলেন, তখন সাতটী পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্মাণ করা হইল, এবং
তিনসপ্ত সত্ৰ্য্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হইল(৪)।

১৬। দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্ব প্রথম
ধর্ম্মাহুতান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধোরা আছেন,
মহিমাম্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন।

(২) এই সৃষ্টি কত আধুনিক তাহা এই ঋকের দ্বারা কতক প্রকাশ হইতেছে,
ইহার রচনাকালে ঋক, সাম ও যজুয়ের মন্ত্রগুলি পৃথক পৃথক করা হইয়াছে।

(৩) ঋগ্বেদ রচনা কালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোমও অংশে ব্রাহ্মণ, কত্রি,
বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই শব্দগুলি কোনও স্থানে অণী
বিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন
যে, এই ঋকের তাহাও বৈদিকভাষা নহে। তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত।
জাতিবিভাগ প্রথা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কুপ্রথা একটী
প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

(৪) বিশ্বজগতের নিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করা, এ অনুভবটীও ঋগ্বেদের
সময়ের নহে, ঋগ্বেদে আর কোথাও পাওয়া যায় না, ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সম-
য়ের অনুভব। "It was evidently produced at a period when the ceremonial of
sacrifice was largely developed. * * Penetrated with a sense of the sanctity

৯১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অরুণ ঋষি।

১। সত্যক সাবধান স্তবকারিগণ অগ্নিকে স্তব করিতেছেন, বনান্য অগ্নি বেদির উপর উপবেশনপূর্বক অন্ন লাভের জন্য প্রজ্জ্বলিত হইতেছেন, তিনি তাবৎ যজ্ঞ সামগ্রির হোমকর্তা, তিনি শ্রেষ্ঠ দীপ্তিশালী; তাঁহার সহিত যে বন্ধুত্ব করে, তিনি তাহার প্রতি বন্ধুতাচরণ করেন।

২। তিনি সূশ্রী প্রত্যেক গৃহের অতিথিস্বরূপ, তিনি গমনকারী ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক বন আশ্রয় করিতেছেন। তিনি লোকের হিতকারী কোন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন না, তিনি প্রজাবর্গের হিতকারী, প্রত্যেক প্রজার ভবনে গমন করেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি নানা বলে বলী, তোমার কার্য অতি সুন্দর, তুমি ক্রিয়া কৌশলবান, ধনস্বরূপ সকল বস্তুই লাভ কর, স্থলোক ও ভূলোক যে সমস্ত ধন ধারণ করে, তুমি সেই সকল ধনের প্রভু।

৪। যজ্ঞবেদির উপর যথাকালে যতযুক্ত উপবেশনস্থান প্রস্তুত করা হয়, হে অগ্নি! তাহা কোন্ স্থান? তুমি নিজে তোমার জন্য চিনিয়া লও এবং বিবেচনাপূর্বক তাহাতে উপবেশন কর। তোমার শিখা সমস্ত প্রভাতের আভার ন্যায় অথবা সূর্য্যের কিরণের ন্যায় নির্মল হইয়া দৃষ্ট হইতে থাকে।

৫। তোমার বিচিত্র শোভাগুলি অলবর্ণকারী মেঘ হইতে উদ্ধৃত হিত্যে তের ন্যায়, অথবা প্রভাতের আগমনসূচক আভাসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকে, তুমি তখন যেন বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া ওষধি অর্থাৎ শস্যাদি এবং বসী অর্থাৎ কাষ্ঠ, ইত্যাদি আশ্বেষণ করিতে থাক, উহারা তোমার মুখে অন্নস্বরূপ হয়।

and efficacy of the rite, and familiar with all its details, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purusha himself as forming the victim."—Muir's *Sanscrit Texts* vol. V (1884), p. 373.

৬। ওষধিগণ সেই অগ্নিকে যথাকালে গৰ্ভস্বরূপ ধারণ করে, জলগণ জলনীর ন্যায় তাঁহাকে জন্মদান করে। বনস্থিত লতাগণ গৰ্ভবতী হইয়া দিন দিন একতাবে তাঁহাকে প্রসব করে।

৭। হে অগ্নি! তুমি বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া সঞ্চালিত হও এবং চমৎকার অন্ন সমস্তের মধ্যে প্রবেশপূর্বক অবস্থিতি কর। হে অগ্নি! যখন তুমি দক্ষ করিতে উদ্যত হও, তোমার প্রবল ও অক্ষয় শিখাগণ রথাক্রুড় যোদ্ধাদিগের ন্যায় পৃথক পৃথক হইয়া বল প্রকাশ করে।

৮। অগ্নি লোককে মেধাযুক্ত করেন, তিনি যজ্ঞের সিদ্ধি বিধাতা, তিনি হোমকর্তা, অতি মহৎ ও জ্ঞানবান্, অগ্নি হোমের দ্রব্যই দেওয়া হউক, আর অধিক পরিমাণেই বা দেওয়া হউক, অগ্নিকেই সকল সময়ে বরণ করা হয়; আর বাহ্যকেও নহে।

৯। হে অগ্নি! যজমানগণ যজ্ঞের সময় তোমাকে পাইবার অভিলাষী হইয়া তোমাকেই হোতারূপে বরণ করে। তৎকালে দেবভক্ত মনুষ্যগণ হোমদ্রব্য আহরণ ও কুশসমূহ ছেদনপূর্বক তোমার নিমিত্ত অন্ন সমস্ত স্থাপন করিয়া থাকেন।

১০। হে অগ্নি! তোমাকেই হোতা ও যথা সময়ে পোতার কার্য করিতে হয়। যজ্ঞকারীব্যক্তির জন্য তুমিই নেতা ও অগ্নী। তুমি প্রাণান্ত ও অধ্বৰ্য্য ও ব্রহ্মার কার্য সম্পাদন কর। তুমিই আমাদিগের গৃহে গৃহপতি স্বরূপ।

১১। হে অগ্নি! যে মনুষ্য তোমাকে অন্ন জানিয়া যজ্ঞ কাষ্ঠ দান করে এবং হোম দ্রব্য অর্পণ করে, তুমি তাহার হোতা হও, দেবতাদিগের নিকট তাহার জন্য দূতের কার্য কর, দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ কর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর এবং অধ্বৰ্য্যর কার্য কর।

১২। অগ্নির উদ্দেশে এই সমস্ত ধ্যান, বেদবাক্য এবং স্তব করা হইতেছে। জাতবেদা অগ্নি নিজ অৰ্ঘস্বরূপ, এই স্তব সকল অর্থের কামনাতে তাহাতে যাইয়া মিলিত হইতেছেন। ঐরূপে সম্পাদনকারী অগ্নি এই সকল স্তব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে সন্তুষ্ট হইবেন।

১৩। স্তবের কামনাকারী সেই প্রাচীন অগ্নির উদ্দেশে আমি অতি নূতন এই চমৎকার স্তব উচ্চারণ করিব, তিনি শ্রবণ ককন। যেরূপ নারী

প্রণয় পরবশ হইয়া উত্তম পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক পতির বক্ষস্থলে নিজদেহ
খিলিত করে, তদ্রূপ আমি যেন এই অগ্নির হৃদয়ের মধ্যস্থান ল্পর্শ করি।

১৪। যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোটক, বলবান হৃষ, পুরুষত্ব বিহীন
মেঘ আচ্ছাদিতরূপে অর্পণ করা হইয়াছে(১), যিনি জলের পালনকর্তা, যাহার
পৃষ্ঠে সোমরস, যিনি যজ্ঞের অনুরূপতা, সেই অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা
করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা করিতেছি।

১৫। যেমন শ্রক নামক পাত্রে ঘৃত স্থাপন করা হয়, যেমন চমু নামক
পানিপাত্রে সোমরস রক্ষা করা হয়, তদ্রূপ হে অগ্নি! তোমার মুখে হোমের
ক্রব্য হোম করা হইয়াছে। তুমি অন্ন ও অর্থ ও উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদি এবং
বিপুল যশ দান কর।

৯২ সূক্ত।

নানা দেবতা। শম্পতি ঋষি।

১। যিনি যজ্ঞের রথী, অর্থাৎ প্রধাম স্বরূপ, যিনি সকল প্রজার
অধিপতি, যিনি ছোতা, রাত্রিকালের অতিথি এবং প্রভাতে সমৃদ্ধ করেন,
তাঁহাকে স্তব কর। তিনি শুষ্ককাঠে প্রজ্বলিত করেন, অশুষ্ককাঠে চুরচুর শব্দ
করেন ও অভিলীষ সিদ্ধ করেন, যজ্ঞের পতাকাশ্বরূপ আকাশে অবগাহন
করেন।

২। দেবগণ ও মরুতগণ ইহারা উভয়ে এই অগ্নিকে শীঘ্র প্রস্তুত
করিলেন, ধারণকর্তা ও যজ্ঞের সম্পাদনকর্তা। ইনি মহৎ, ইনি পুরোহিত
এবং উজ্জ্বলের বংশধর। উষাদেবীগণ ইহাকে সূর্যের ন্যায় চুম্বন
করিতেছে।

৩। স্তবযোগ্য এই অগ্নি যে পথ দেখাইয়া দেন, তাহাই প্রকৃত পথ,
আমরা যাহা হোম করিতেছি, তাহা তিনি ভোজন করুন। যখন তাঁহার
প্রবল নিখাগণ অক্ষয়, অর্থাৎ দীপ্তিশীল হইল, তখন দেবতাদিগের অন্য
বিকিণ্ড হইতে লাগিল।

(১) এখানে ঘোটক, হৃষ ও মেঘ আচ্ছাদিত দিবার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪। যজ্ঞকাষ্ঠের আশ্রয়ভূতা অদिति, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ এবং স্তব-
যোগ্য অসীম পৃথিবী, অগ্নিকে নমস্কার করেন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ভগ ও
সবিতা, পবিত্র বলধারী এই সকল দেবতা আবির্ভূত হইলেন।

৫। বেগবান্ মকংগণের সহায়তা পাইয়া নদীরা বহমান হয় এবং
অসীম ভূমি আচ্ছাদন করে। সর্বত্রবিচরণকারী ইন্দ্র সর্বত্রগমন করিয়া
ঐ মকংগণের সাহায্যে আকাশে গর্জজন করেন এবং মহাবেগে জগতে জল
সেচন করেন।

৬। মকংগণ যখন কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন জগৎকে যেন কর্ণণ
করিয়া ফেলেন, তাঁহারা যেন আকাশের শ্যেনপক্ষী, তাহারা মেঘের আশ্রয়।
বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা এবং অশ্বরূঢ় ইন্দ্র, অশ্বরূঢ় সেই মকং দেবতাদিগের
সহিত ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন।

৭। স্তবকারীগণ ইন্দ্রের নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হইল, সূর্য্যের নিকট দৃষ্টি-
শক্তি এবং বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহারা উৎকৃষ্ট-
রূপে ইন্দ্রের পূজা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা যজ্ঞকালে ইন্দ্রের বজ্রকে
সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

৮। সূর্য্যও আপন অশ্বদিগকে ইন্দ্রের ভয়ে চালাইয়া থাকেন এবং
পথে গমন কালে সকলকে প্রীত করেন। সেই আতি মহানু ইন্দ্রকে কেনা ভয়
করে? তিনি ভয়ানক এবং রুষ্টিবর্ষণকারী, আকাশে শব্দ করিতে থাকেন,
বিপক্ষ পরাভবকারী বজ্রধ্বনি তাঁহরই ভয়ে প্রতি দিন আবির্ভূত হয়।

৯। অদ্য সেই কর্ম্মকর্ম কত্রকে নমস্কার ও অনেক স্তব অর্পণ কর।
তিনি শত্রুদিগকে হ্রয় করেন। তিনি অশ্বরূঢ় উৎসাহবান্ মকংগণকে
আপনার সহায় পাইয়া আকাশ হইতে জল সেচন করিয়া মঙ্গলকর হইলেন
এবং আপন যশ বিস্তার করেন।

১০। বৃহস্পতি এবং সোমাতিসাধী অন্যান্য দেবতা প্রজাদিগের জন্য
অন্ন সঞ্চিত করিলেন। অথর্কী নামে ঋষি সর্বপ্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবতা-
দিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতারা এবং ভূগুবংশীয়েরা বল প্রকাশপূর্ব্বক
গমন করিয়া সেই যজ্ঞ অবগত হইলেন।

১১। নরাশংস নামক সেই যজ্ঞে চারি অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল, বহু-

কজের পত্নী, মরুৎগণ ও বিষ্ণু, ইহারা সেট যজ্ঞে স্তব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

১২। অভিলাষী হইয়া আমরা যে সকল রূহৎ রূহৎ স্তব করিতেছি, আকাশবাসী অহিরূদ্র যজ্ঞের সময় তাহা শ্রবণ করুন। হে আকাশে পরিভ্রমণকারী সূর্য্য চন্দ্র! তোমরা আকাশে বাস কর, তোমরা মনে মনে ইহার স্তব অবগত হও।

১৩। সকল দেবতার হিতকারী ও জলের বংশধর পুষাদেব আমাদিগের পশু, ইত্যাদিকে রক্ষা করুন। বায়ুও যজ্ঞের জন্য রক্ষা করুন। ধনের জন্য আত্মাস্বরূপ বায়ুকে তোমরা স্তব কর। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আহ্বান করিলে কল্যাণ হয়। তোমরা পথে গমন কালে সেই স্তব শ্রবণ কর।

১৪। এই সমস্ত প্রজাকে যিনি অভয় দিবার প্রভু, যিনি আপনার কীর্তি আপনি উপার্জন করেন, তাহাকে স্তবের দ্বারা স্তব করি। তাবৎ দেবনারীদিগের সহিত অবিচলিত অদিতিকে এবং রাত্রির স্বামী চন্দ্রকে স্তব করি। তিনি মনুষ্যদিগের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন।

১৫। বয়োজ্যেষ্ঠ অগ্নিরা এই যজ্ঞে বাক্য উচ্চারণ করিলেন। প্রস্তুত-গুলি উদ্ধ হইয়া যজ্ঞীয় সোম প্রস্তুত করিল। তাহা পান করিয়া বুদ্ধিমান ইন্দ্র মূলকায় হইলেন, তাহার অস্ত্র উৎকৃষ্ট রুষ্টিবারি সৃষ্টি করিল।

৯৩ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। ভাষ ঋষি।

১। হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা বিলক্ষণ বিস্তারিত হউন। আপনার রূহমূর্ত্তি হইয়া নারীর ন্যায় আমাদিগের গৃহে আগমন করুন। সেই সকল সুবিদিত কার্য্যদ্বারা আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন, এই সকল কার্য্য দ্বারা উত্তাপের সময় রক্ষা করুন।

২। যিনি বিশিষ্টরূপ অধ্যয়ন করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুদ্বারা দেবতাদিগে মনোরঞ্জন করেন, সেই ব্যক্তিরই প্রকৃতরূপে সকল যজ্ঞ দেবতাদিগে সেরা করা হয়।

৩। দেবতারা সকলের প্রভু ; তাঁহাদিগের দান অতি মহৎ । তাঁহারা সকলে সর্ষপ্রকার বলে বলী । তাঁহারা সকলে যজ্ঞের সময় যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইলেন ।

৪। অর্য্যমা ও মিত্র ও সর্ষত্রগামী বরুণ এবং যে কতকে স্তব করিলে মনুষ্যাগণের সুখ লাভ হয় । তিনিও মকংগণ এবং ভগ, ইহারা অমৃতের রাজা, স্তবের যোগ্য এবং পুষ্টিবিধানকর্ত্তা ।

৫। যখন অহিবৃদ্ধা জলের সহিত একত্র হইয়া উপবেশন করেন । তখন সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র উপবেশনপূর্ব্বক দিব্যরাত্র জলস্বরূপ ধন বর্ষণ করেন ।

৬। কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক সেই দুই দেব এবং মিত্র ও বরুণ নিজ তেজের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন । তাঁহাদের রক্ষিত ব্যক্তিগণ বিস্তর ধন প্রাপ্ত হয়, মরুভূমি তুল্য দূরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পায় ।

৭। আমরা স্তব করিতেছি, কতপুত্র বায়ুগণ, অশ্বিদ্বয়, সকল দেবতা, রথারূঢ় ভগ, বলবান্ ঋতু, ঋতুক্ষা এবং সর্ষত্রগামী ইন্দ্র, এই সকল সর্ষজ্ঞ দেবতা রক্ষা করুন ।

৮। ইন্দ্র, ঋতু, অর্য্যমা রক্ষি পাইতেছেন ; হে ইন্দ্র ! যখন তুমি বেগবান্ ঘোটক যোজনা কর, তখন যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির আনন্দ রক্ষি পায় । সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে যে সোম পান হয়, তাহা অসামান্য । তাঁহার উদ্দেশে যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, উহা মানুষের উপযুক্ত নহে, উহা পৃথক প্রকারের যজ্ঞ ।

৯। হে দেবসবিতা ! এই রূপ কর, আমাদিগকে যেন লজ্জিত হইতে না হয় । এই নিমিত্ত তোমাকে ধনাত্ম্য ব্যক্তিদিগের গৃহে স্তব করা হইয়া থাকে, ইন্দ্র আমাদিগের বলস্বরূপ ; তিনি এই সকল ব্যক্তির যজ্ঞে আসিবার জন্য আপনার উজ্জ্বল রথ চক্রে যেন বায়ুগণকে যোজনা করিলেন, অর্য্যমা মহাবেগে আগমন করিলেন ।

১০। হে দ্যাবাপৃথিবী ! আমাদিগের পুত্রদিগকে প্রভূত অন্ন দান কর, সেই অন্ন যেন তাবৎ লোকের গন্ধে পর্য্যাপ্ত হয়, যেন তাহা বলকর হয়, যেন তাহা ধন লাভের জন্য এবং বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উপযোগী হয় ।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি যখন আমাদের মিকট অসিতে ইচ্ছা কর, তখন স্তবকারী এই ব্যক্তি যেখানেই কেন থাকুক না, ইহাকে যজ্ঞ কবিরার সময় ব্রহ্মা কর। হে ধনদাতা! তোমাকে যাহারা স্নেহ করে, তাহাদিগের সংবাদ লও ।

১২। আমার এই বিস্তৃত স্তব দীপ্তির সহিত স্বর্গের উদ্দেশে যাইতেছে ও মনুষ্যদিগের শ্রীকৃষ্ণ করিতেছে। যে রূপ তষ্ঠা (ছুতার) অশ্ব আকর্ষণ কবিরার উপযুক্ত দৃঢ়তর রথ নির্মাণ করে। ইহাকে আমি ভেমনি-ভাবে রচনা করিয়াছি।

১৩। যাহাদিগের মিকট ধন কামনা করি, তাহাদিগের উদ্দেশে এই সুবর্ণময়, অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট স্তব পুনঃ পুনঃ আহুতি করিতেছি। যে রূপ যুদ্ধের সৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হয়, অথবা যটীচক্র প্রণীযজ্ঞ হইয়া অগ্রপশ্চাৎভাবে উঠিতে থাকে, আমার স্তব গুলিও তদ্রূপ(১)।

১৪। যে সকল দেবতা পঞ্চমত রথে ঘোঁটক যোজনা করিয়া পথে গমন করেন, (অর্থাৎ যজ্ঞে যাহার জন্মা), তাহাদিগের বর্ণনাকৃত স্তব আমি দুঃশীম ও পৃথবান্ ও বেন ও অশুর রাম এই সকল ধনদাতা রাজার মিকট পাঠ করিয়াছি।

১৫। এই স্থানে তাম্র ও পার্থা ও মায়ব এই কয়েক জন খনি সপ্তসপ্ততি গাভী তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করিলেন ।

২৪ সূক্ত ।

সোমনিপীড়িত কবিরার প্রস্তুত দেবতা। অশ্বদ বরি।

১। এই সকল প্রস্তুত কথা কহুক, অর্থাৎ শব্দ কহুক; আমরাও কথা কহি, ইহারা কথা কহিতেছে, ইহাদের কথার কথা কও। যখন ক্রিষ্টকারী ও

(১) এক খানি চক্রের পরিধিতে অনেক ছবি বস্তু সংযোজিত থাকে, ফলেই মধ্যে সেই চক্র স্থাপিত হইয়া ক্রমান্বয়ে ছবিগুলি অঙ্গে পূর্ণ হইতে থাকে। ইহাকে যটীচক্র কহে। এক্ষণে যটীচক্র অর্যাপি ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ উক্ত পদ্ধতি প্রদেয়ে ও রাজস্থানে দেখিয়াছি।

দৃঢ়তর এই প্রস্তরগুলি একত্র হইয়া স্তব করিবার ভঞ্জিতে শব্দ করে, তখন
হে সোম সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! ইন্দের জন্য সোমপাত্র পূর্ণ কর।

২। এই প্রস্তরগণ একশত ব্যক্তি, অথবা একসহস্র ব্যক্তির ন্যায়^১
শব্দ করিতেছে, ইহারা হরিদ্বর্ণ মুখ দিয়া চীৎকার করিতেছে। যজ্ঞের
সময় এই সকল পুণ্যবান্ প্রস্তর অগ্নির অগ্নেই হোনের দ্রব্য ভোজন
করে।

৩। ইহারা শব্দ করিতেছে। ইহারা মুখে সোমস্বরূপ মধু ধারণ
করিয়াছে। যেমন মাংসাশীরা মাংস পাক হইলে আত্মাদ সূচক রব করে,
ইহারাও সেইরূপ রব করিতেছে। নবীন রন্ধের শাখা ভক্ষণ কালে সুন্দর
রূপে ভক্ষণ করিতে করিতে রসগণ যে রূপ শব্দ করে, ইহারাও তদ্রূপ শব্দ
করিতেছে।

৪। ইহারা মুখে ধারণপূর্বক মত্তভোজনক সোমরস প্রস্তুত করিয়া
উচ্চৈঃস্বরে ইন্দেরকে আচ্ছাদন করিতেছে। সোমনিষ্পীড়নকারী অঙ্গুলিদিগের
সঙ্গে সংরম্ভ করিয়া ইহারা নৃত্য করিতেছে; ইহাদিগের শব্দে পৃথিবী
প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

৫। ইহাদের শব্দ শুনিয়া জ্ঞান হয়, যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব
করিতেছে, যেন মৃগ বিচরণ স্থানে কুম্ভাশায়ী হরিণেরা চলাচল করিয়া নৃত্য
করিতেছে। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত রসকে ইহারা নিম্নে পাতিত করি-
তেছে, যেন সূর্যের অগ্নি শ্বেতবর্ণ বিস্তর শুক্র নির্গত করিল।

৬। যেমন বলবান্ ঘোটকগণ পরস্পর মিলিত হইয়া রথের ধুরা ধারণ-
পূর্বক রথ বহন করে, প্রস্রাব ত্যাগ করে এবং শরীর আয়ত করে, তদ্রূপ
এই প্রস্তরগুলিও আয়ত হইয়া সোমরস বর্ষণ করিতেছে। ইহারা সোম
গ্রাস করিতে করিতে শ্বাসসহকারে শব্দ করিল, ঘোটকদিগের অগ্নি ইহাদের
মুখনির্গত এই শব্দ আমি শ্রবণ করিতেছি।

৭। এই অবিনাশী প্রস্তরদিগের গুণকীর্তন কর। দশ অঙ্গুলি যখন
সোমরস নিষ্পীড়নকালে ইহাদিগকে স্পর্শ করে, সেই দশ অঙ্গুলিকে
যেমন প্রস্তরস্বরূপ ঘোটকদিগের দশটা বরজা বোধ হয়, অথবা দশটা যোজ্ঞ
(ঘোড়ার সাজ), অথবা দশটা যোজনা (অর্থাৎ রথের বুড়িবার রজ্জ), অথবা

দশটী প্রগ্রহ (রাশ) বলিয়া জ্ঞান হয় । অথবা যেন দশটী রথধূরা একত্র হইয়া ইহার। বহন করিতেছে ।

৮। সেই প্রস্তরগুলি দশটী অঙ্গুলিকে বন্ধন রজ্জ্বরূপ পাঠিয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিতেছে । তাহাদিগের উৎপাদিত সোমরস হরিদ্বর্ণ হইয়া আসিতেছে । সোমের অংশ (ডাঁটা) নিষ্পীড়িত হইয়া অন্নরূপ ধারণ-পূর্ব্বক অমৃত রস নির্গত করে, তাহার প্রথম যে অংশ ইহার।ই পাঠিয়া থাকে ।

৯। সেই প্রস্তরগণ সোম তরুণপূর্ব্বক ইন্দের দুই ঘোটককে চুম্বন করিতেছে, অর্থাৎ ইন্দের রথে উপনীত হইতেছে । অংশ (ডাঁটা) হইতে রস নির্গত করিয়া গোচর্ম্মের উপর যাইতেছে । তাহার। সোমের যে মধু নির্গত করিয়া দেয়, তাহা পান করিয়া ইন্দ্র স্ফীত ও বিস্তারিত হইতে-ছেন এবং রুষের ন্যায় বল প্রকাশ করিতেছেন ।

১০। হে প্রস্তরগণ ! সোমের অংশ (ডাঁটা) তোমাদিগকে রস দান করিবে, তোমরা যেন ভগ্ন হইও না । তোমরা যাহার যজ্ঞে উপস্থিত থাক, তাহার। সর্ব্বদাই অন্নবান্ ও কৃত্তেভাজন হয়, তাহার। ধনবান্ লোকের ন্যায় উজ্জ্বল তেজোযুক্ত হয় ।

১১। হে প্রস্তরগণ ! তোমরা নিজে ভগ্ন না হইয়া অন্যকে ভগ্ন কর, তোমাদিগের পরিশ্রম নাই, শৈথিল্য নাই, মৃত্যু নাই, জরা নাই, রোগ নাই, তৃষ্ণা নাই, স্পৃহা নাই, তোমরা স্থূল, অথচ উৎক্রেপণ, অবক্রেপণ প্রভৃতি ক্রিয়া বিষয়ে তোমাদিগের যথেষ্ট গঠিত আছে ।

১২। তোমাদিগের পিতাম্বরূপ পর্বতগণ যুগ যুগান্তর ধরিয়া স্থির আছে, তাহার। পূর্ণাভিলাষ হইয়াছে, কোন কারণে নিজ স্থান ত্যাগ করে না । তাহার। জরারহিত, হরিদ্বর্ণ রজ্জ্ববিশিষ্ট, হরিদ্বর্ণ সংযুক্ত হইয়া (পক্ষাদিগের) কলরব দ্বারা দ্যুলোক ও ভুলোক পূর্ণ করে ।

১৩। যে রূপ রথারোহীগণ রথচর্যা ক্রমে রথ চালাইয়া শব্দ উৎপাদন করে, তরুণ প্রস্তর সোমরস নির্গত করিবার সময় শব্দ করে । ষান্য বপন কারীরা বীজ যেমন বপন করে, তরুণ ইহার। সোম বিকীর্ণ করিতেছে । তরুণ করিয়া উহা নষ্ট করিতেছে না ।

১৪। সোম নিস্পীড়িত হইলে, প্রস্তুতেরা শব্দ করিতেছে, যেন ক্রীড়া, সক্ত শিশুরা ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত করিয়া (ঠেলিয়া দিয়া) শব্দ করিতেছে। যে প্রস্তুত সোমরস নিস্পীড়ন করিয়াছে, তাহাকে বস্তুকর, প্রস্তুতগণ সম্বন্ধন্য পাঠিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকুক।

পঞ্চম অধ্যায় ।

৯৫ সূক্ত ।

পুরুরবা ও উর্কশী ঋষি তাঁহারাঐ দেবতা(১) ।

১। (পুরুরবার উক্তি)—হে পত্নি, তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অতি শীঘ্র চলিয়া যাইও না, আমাদিগের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হইতেছে। এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করিয়া না বলা হয় ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হইবেক না।

২। (উর্কশীর উক্তি)—তোমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমার কি হইবে? আমি প্রথম উষার নায়(২) চলিয়া আসিয়াছি। হে পুরুরবা, আপন গৃহে কিরিয়া যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না।

৩। (পুরুরবার উক্তি)—তোমার বিরহে আমার তুণীর হইতে বাণ নির্গত হয় নাই, জয়ন্তী লাভ হয় নাই; আমি যুদ্ধে গমনপূর্বক শতসহস্র গাভী আনয়ন করিতে পারি নাই। রাজকাৰ্য্য বীরশূন্য হইয়াছে, ইহার কোন শোভা নাই; আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করিবার চিন্তা এককালে ত্যাগ করিয়াছে।

৪। (উর্কশীর উক্তি)—হে উষাদেবী! সেই উর্কশী শ্বশুরকে তোমার সামগ্রী দিতে যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সন্নিহিত গৃহ হইতে শয়ন গৃহে যাইতেন, তথায় দিবারাত্রি স্বামির নিকট রমণ সুখ সম্ভোগ করিতেন।

৫। হে পুরুরবা! তুমি প্রতিদিন তিনবার আমাকে রমণ করিতে। কোনও সপত্নীর সহিত আমার প্রতিদ্বন্দিতা ছিল না, আমাকেই নিহত

(১) এই সূক্তে উর্কশী ও পুরুরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হইয়াছে। পুরুরবা অপসরা উর্কশীর সহিত কিছু কাল লহবাস করিয়াছেন, উর্কশী এক্ষণে পুরুরবাকে ছাড়িয়া বাইতেছেন। আপসরা পুরুরবাকেই বলিধাংহি, উর্কশীর আদি অর্থ উষা, পুরুরবার আদি অর্থ সূর্য। সূর্য্য উদয় হইলে উষা আর থাকেনা।

(২) উর্কশীর আদি অর্থ উষা, তাহা যেন এই উপমাধারা করির মনে জপাই-রূপে উদ্ভেদ হইতেছে।

সম্ভুক্ত করিতে । তোমার গৃহে আমি আগমন করিলাম, তুমি আমার রাজা, তুমি আমার অশেষ সুখের বিধাতা হইলে ।

৬ । (পুরুবরার উক্তি)—সৃজুর্নি, শ্রেণি, সূম্ব, আপি, হুদে চক্ষু, গ্রন্থিনী, চরগু, আমার এই যে কয় মহিলা ছিল, তুমি আসিবার পর তাহারা আর আমার নিকট বেশভূষা করিয়া আসিত না । গাভীগণ গৃহে যাইবার সময় যেমন শব্দ করে, তাহারা আর নেক্রপ শব্দ করিয়া আমার গৃহে আসিত না ।

৭ । (উর্কশীর উক্তি)—পুরুবরা যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, দেব মহিলারা দেখিতে আসিল, নিজ ক্ষমতায় যাহারা গমন করে, সেই মদীরা পর্য্যন্ত সংবর্দ্ধনা করিল; হে পুরুবরা! দেবতারা দম্ব্য বধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন (৩) ।

৮ । (পুরুবরার উক্তি)—পুরুবরা নিজে মনুষ্য হইয়া যখন অপ্সরা-দিগের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন তাহারা আপন রূপ ভাগ করিয়া অন্তর্ধান হইল । যেমন হরিণী ভয় পাইয়া পলায়ন করে, অথবা রথে যোজিত ঘোটকেরা যেমন ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাহারা চলিয়া গেল ।

৯ । পুরুবরা নিজে মনুষ্য হইয়া দেবলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সঙ্গে যখন কথা কহিতে এবং তাহাদিগের শরীর স্পর্শ করিতে অগ্রসর হই-

(৩) স্বরূপ ইন্দ্রই দম্ব্যরূপ অন্ধকারকে হনন করেন । পুরুবরার স্বর্ষ্যের সহিত একতা এই ঋক্‌দ্বারা কতক পরিমাণে সূচিত হইতেছে ।

“That Pururavas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof. Pururavas meant * * * endowed with much light; for though rava is generally used of sound, yet the root ru, which means originally to cry, is also applied to color in the sense of a loud or crying colour, i.e., red * * (Sanskrit Ravi, sun). Besides Pururavas calls himself Vasishta (১৭ ঋক্), which, as we know, is a name of the sun; and if he is called Aida (১৮ ঋক্), the son of Idā, the same name is elsewhere (Rig Veda III, 29, 3) given to Agni, the fire.”—Max Muller's *Selected Essays* (1881), vol. I, pp. 407, 408.]

“I therefore accept the common Indian explanation by which this name (Urvasi) is derived from Uru, wide * * * and a root. As to pervade, and thus compare Uru-asi with another frequent epithet of the dawn, Uruki.”—*Ibid*, p.—405.

হইলেন, তখন তাহার। অদর্শন হইল, নিজ শরীর দেখাইল না, ক্রীড়াসক্ত ঘোটকদিগের ন্যায় পলায়ন করিল ।

১০ । যে উর্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যাতের ন্যায় ঐজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহার গর্ভে মনুষ্যের গুরুসে মুখী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল । উর্বশী তাহাকে দীর্ঘায়ু ককন ।

১১ । (উর্বশীর উক্তি)—হে পুরুষ ! তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করিলে, আমার গর্ভে নিজ বীর্য্য পাতিত করিলে । সর্বদা আমি তোমাকে কহিয়াছি যে, কি হইলেন আমি তোমার নিকট থাকিব না, কারণ আমি তাহা জানিতাম । তুমি তাহা শুনিলে না ; এক্ষণে পৃথিবী পালন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেন রুথা বাক্যব্যয় করিতেছ ।

১২ । (পুরুষের উক্তি)—তোমার পুত্র কবেই বা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিবে ? আর যদি আমার নিকটে আসে, তাহা হইলে সে কি রোদন করিবে না ? অশ্রুপাত করিবে না ? পরস্পর প্রীতিযুক্ত স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাইতে কাহার ইচ্ছা হয় ? তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, (অর্থাৎ তোমার বিরহ সম্ভাপন অসম্ভব) ।

১৩ । (উর্বশীর উক্তি)—আমি তোমার কথার উত্তরে কহিতেছি ; পুত্র তোমার নিকট যাওয়া অশ্রুপাত, বা ক্রন্দন করিবে না । আমি উহার মঙ্গল চিন্তা করিব । আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছ, তাহাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব । হে নিকোঁধ ! গৃহে কিরিয়া যাও । আমাকে আর পাইবে না ।

১৪ । (পুরুষের উক্তি)—তবে তোমার প্রণয়ী (আমি) অন্য পতিত হউক, আর কখনও যেন উৎখিত না হয় । সে যেন বহু দূরে দূর হইয়া যাউক । সে যেন নিঃশব্দের অন্তে শব্দিত হউক, বলবান্ রুকগণ তাহাকে ভক্ষণ ককক ।

১৫ । (উর্বশীর উক্তি)—হে পুরুষ ! এক্ষণে মৃত্যু কামনা করিও না ; উচ্ছিন্ন যাইও না, দুর্দান্ত রুকের। তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে । স্ত্রী-লোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না । স্ত্রীলোকের হৃদয় আর রুকের হৃদয় দুই এক প্রকার ।

১৬। আমি পরিবর্তিতরূপে ভ্রমণ করিয়াছি, মনুষ্যদিগের মধ্যে চারি বৎসর রাত্রিবাস করিয়াছি(৪), দিনের মধ্যে একবার কিঞ্চিৎখাত্র ঘৃত পান করিয়া তাহাতেই ক্ষুধা নিরুত্তিপূর্বক ভ্রমণ করিয়াছি।

১৭। আমি বসিষ্ঠ (অর্থাৎশূর্য্য), অন্তরীক্ষ পূর্ণকারিণী আকাশপ্রিয়। উর্ধ্বশীকে (অর্থাৎ উষাকে) আমি আলিঙ্গন করিতেছি। তোমার মুকুতের সুকল যেন তোমার নিকট বর্তমান থাকে। (হে উর্ধ্বশী)! ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দধি হইতেছে।

১৮। হে ইলাপুত্র পুত্রবা! এই সকল দেবতা তোমাকে বলিতেছেন যে, তুমি মৃত্যুজয়ী হইবে, স্বকীয় হোমদ্রব্যদ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে, তুমি স্বর্গে যাইয়া অমোদ আচ্ছাদ করিবে।

৯৬ সূক্ত।

ইন্দ্রের ষোটকঙ্কর দেবতা। বরু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! এই মধ্যমাজে তোমার দুই ষোটককে স্তব করিয়াছি। তুমি শত্রুহিংসাকারী, তুমি প্রকৃষ্টরূপে মত্ত অর্থাৎ উৎসাহযুক্ত হও, ইহা প্রার্থনা করি। তুমি হরিৎবর্ণ অথবোণে আঁসিয়া ঘূতের লায় চমৎকার জল বর্ষণ কর, তুমি উজ্জ্বলরূপী, তোমার নিকট আমার স্তুতিবাক্য সকল গমন করুক।

২। তোমারা ইন্দ্রকে যজ্ঞের দিকে ডাকিয়াছ, দেবায়তন অর্থাৎ বহু-গৃহের দিকে ইন্দ্রের দুই ষোটককে চালাইয়া আনিয়াছ, তোমারা ইন্দ্রের বলবীর্ঘ্য ষোটকসমেত স্তব কর, দেখ, যেমন গাভীগণ দ্রক্ষ্য দেয়, তদ্রূপ ইন্দ্রকে হরিৎবর্ণ সোমরসের দ্বারা আপ্যায়িত করা হইতেছে।

৩। ইহার যে লৌহনির্মিত বজ্র, তাহা হরিৎবর্ণ; তাহা বিলক্ষণ শত্রু সংহার করে, তাহা দুই হস্তে ধৃত হয়। ইন্দ্র নিজে ধনবান্, সুগঠন হুযুবিশিষ্ট, এবং বাণ দ্বারা সক্রোধে শত্রু সংহার করেন। হরিৎমূর্তি সোমরসদ্বারা ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করা হইল।

(৪) মূলঃ “অবসং রাত্রীঃ শরদঃ চতস্রঃ” আছে। মকমূলর অনুবাদ করিয়াছেন।—“I dwelt with thee four nights of the autumn.”

৪। আকাশে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বজ্র দ্রুত হইল। সে যেন আপন বেগে সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করিল, সুগঠন হুযুবিশিষ্ট সোমরস পান-কারী ইন্দ্র লৌহময় বজ্রদ্বারা যজ্ঞকে নিধন করিবার সময় অপরিণীম দিশি প্রাপ্ত হইলেন।

৫। হে উজ্জ্বলকেশধারী ইন্দ্র! পূর্বকালের বজ্রমানেরা তোমাকে স্তব করিত, তুমি যজ্ঞে আসিতে। তুমি উজ্জ্বল হও। হে উজ্জ্বলরূপী! তোমার সর্বপ্রকার অন্ন প্রশংসার ঘোষ্য, নিরূপম ও উজ্জ্বল।

৬। স্তবযোগ্য বজ্রধারী ইন্দ্র যখন সোমরস পানের আয়োদে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দুই উজ্জ্বল ঘোটক রথে যোজিত হইয়া তাঁহাকে বহন করে। উজ্জ্বল ইন্দ্রের জন্য অনেক বার সোমরস নিষ্পীড়িত হয় এবং হরিৎবর্ণ সোমরস সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

৭। অবিচলিত ইন্দ্রের জন্য যথেষ্ট সোমরস রাখা হইয়াছে, সেই সোমরস ইন্দ্রের ঘোটককে যজ্ঞের দিকে ত্বরায়ুক্ত করিতেছে। হরিৎবর্ণ ঘোটকেরা তাঁহার যে রথকে যুদ্ধে লইয়া যায়, সেই রথ এই রমণীয় নোমবাগে আসিয়া অধিষ্ঠান হইয়াছে।

৮। ইন্দ্রের শূশ্রু উজ্জ্বল, কেশ উজ্জ্বল, তিনি লৌহের ন্যায় দৃঢ়কায়, তিনি সোমপায়ী, শীঘ্র শীঘ্র সোমপান করিয়া শরীর স্ফীত করেন। যজ্ঞই তাঁহার সম্পত্তিস্বরূপ, হরিৎবর্ণ ঘোটকেরা তাঁহাকে যজ্ঞে লইয়া যায়। তিনি দুই ঘোটকে আরোহণপূর্বক সকল দুর্গতি দূর করিয়া দিন।

৯। তাঁহার দুই উজ্জ্বল চক্ষু স্রবী নামক যজ্ঞপাত্রের মত যজ্ঞের উপর মিশ্রিত হইল। তিনি অন্ন ভক্ষণ করিবার জন্য উজ্জ্বল হুযুদয় কম্পিত করিতেছেন। পরিষ্কার চমনের মধ্যে যে চবৎকার সোমরস ছিল, তাহা পান করিয়া তিনি আপনার দুই ঘোটকের গাত্রমাজনা করিতেছেন।

১০। উজ্জ্বল ইন্দ্রের আবাসস্থান দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তিনি অশ্বারূঢ় হইয়া ঘোটকের ন্যায় মহাবেগে যুদ্ধে যান। অতি উৎকৃষ্ট স্তব তাঁহাকে বর্ণনা করিতেছে। হে উজ্জ্বল ইন্দ্র! তুমি আপনার ক্রমতাবারা প্রচুর অন্ন দিয়া থাক।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি মহিমাধারা দাবাপৃথিবী বাণ্ড করিয়া
নিত্য নূতন চমৎকার স্তব পাইয়া থাক। হে অনুর! গাতীগণের উৎকৃষ্ট
স্থান উজ্জ্বল সূর্য্যের নিকট প্রকাশ কর। (উত্তম গোধি দেখাও)।

১২। হে উজ্জ্বল সৃগঠন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! ঘোটকগণ তোমার
রথে যোজিত হইয়া তোমাকে মনুষ্যের যজ্ঞে আনয়ন করুক। তোমার
জন্য যে মধুর সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পান কর। দশ অঙ্গুলি-
দ্বারা যে সোম প্রস্তুত হইয়া যজ্ঞের উপকরণস্বরূপ হয়, যুদ্ধের সময়
তাহা পান করিতে ইচ্ছা কর।

১৩। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! এথমে যে সোম প্রস্তুত হইয়াছিল,
তাহাত পান করিয়াছ। এক্ষণে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কেবল
তোমার জন্য। হে ইন্দ্র! এই মধুযুক্ত সোম আশ্বাদন কর। হে
প্রচুর হৃদিকারী! তোমার উদর আশ্রয় কর।

৯৭ সূক্ত। ০

৭ ওষধি দেবতা। ত্রিষক ঋষি(১)।

১। পূর্ব্বকালে তিন যুগ ধরিয়া দেবতারা যে সমস্ত প্রাণী
ওষধি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকল শিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশতসপ্ত স্থান
বিদ্যমান আছে, আমি এইরূপ জ্ঞান করি।

২। হে জননীস্বরূপা ওষধিগণ! তোমরা মৃত্তিকাতে রোহন
কর, অর্থাৎ উৎপন্ন ও তোমাদিগের একশত এমন কি একসহস্র স্থান
আছে। তোমাদিগের ক্রিয়া শত প্রকার, তোমরা আমার আরোগ্য বিধান
কর।

৩। হে পুষ্পবতী কল প্রসবকারিণী ওষধিগণ! তোমরা রোগীর
প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের ন্যায় জরাজীর্ণ মৃত্তিকাতে জন্ম
গ্রহণ কর, রোগীকে রক্ষা কর।

(১) এই সূক্তটি ঔষধ ও রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে। ইহার শেষ অংশে অনেক
গুলি পীড়া আরোগ্যের মন্ত্র লক্ষিত হয়। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৪। হে দীপ্তিশালী ঔষধিগণ! তোমরা জননীরূপ। তোমাদিগের সমক্ষে আমি স্বীকার করিতেছি, যে আমি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো, অশ্ব, বস্ত্র, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

৫। হে ঔষধিগণ! অশ্বত্থ রূক্ষে তোমরা উপবেশন কর। পলাশ রূক্ষে তোমরা বাস কর। যখন রোগীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তখন তোমাদিগকে গাভী দান করা উচিত হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ট কৃতজ্ঞতার ভাজন হও।

৬। যেমন রাজাগণ যুদ্ধে একত্র হন, তদ্রূপ যে ব্যক্তির নিকট ঔষধিগণ মিলিত হয়, (অর্থাৎ যে ঔষধী জানে) সেই বুদ্ধিমানু ভিৎস্ব ব্যক্তিকে অর্থাৎ চিকিৎসক, কহে, সে রোগদিগকে ধ্বংস করে।

৭। অশ্ববতী, সোমবতী, উর্জয়ন্তী, উদোক্তস, প্রভৃতি তাবৎ ঔষধি সংগ্রহ করিয়াছি, অভিপ্রায় যে এই ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করিব।

৮। হে রোগী! এই দেখ, যেমন গোষ্ঠ হইতে গাভীগণ বাহির হয়, তদ্রূপ ঔষধিবর্গ হইতে তাহাদিগের গুণ সমস্ত বাহির হইতেছে, ইহারা তোমাকে তোমার স্বাস্থ্য ধন প্রদান করিবে।

৯। হে ঔষধিগণ! তোমাদিগের মাতার নাম ইক্ষুতি। তোমরা রোগের নিকৃতি স্বরূপ। যাহা কিছু শরীরকে পীড়া দেয়, তোমরা তাহা বেগবতী পক্ষিনীর ন্যায় বাহির করিয়া দাও।

১০। যে রূপ কোন চোর গোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া যায়, তদ্রূপ বিশ্ব-ব্যাপী সর্বত্রগামী ঔষধিগণ রোগদিগকে অতিক্রম করিল। শরীরে যে কিছু পীড়া বিদ্যমান ছিল, ঔষধিগণ তাহা দূরীকৃত করিল।

১১। যখনই আমি এই সকল ঔষধিকে হস্তে গ্রহণ করিলাম এবং রোগীর দৌর্ভাগ্য নিরাকরণ করিলাম, তখনই রোগের আত্মা নষ্ট হইল, সেই রোগ তৎপূর্বে প্রাণকে আক্রমণ করিয়া যেন বসিয়াছিল।

১২। যে রূপ বলবানু ও মধ্যবর্তী ব্যক্তি সকলকেই আয়ত্ত করেন, তদ্রূপ হে ঔষধিগণ! তোমরা যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ কর, তাহার রোগ সেই সেই স্থান হইতে দূরীকৃত কর।

১৩। চাষ ও কিকিদ্দীবি পক্ষী যেমন ক্রতবেগে উড়িয়া যায়, অথবা বায়ু যেমন বেগে গমন করে, অথবা গোঁধা যেমন ধাবমান হয়, হে রোগ ! তুমিও তদ্রূপ শীঘ্র অপসৃত হও ।

১৪। হে ওষধিগণ ! তোমাদিগের একজন আর একজনকে রক্ষা করুক, তাহাকে আর একজন রক্ষা করুক । এইরূপে সকলে পরস্পর একমত ও এক কার্য্যকারিণী হইয়া আমার এই কথা রক্ষা কর ।

১৫। যাহারা ফলবতী অথবা যাহারা ফলবতী নয়, যাহারা পুষ্পবতী, অথবা যাহারা তাদৃশ নয়, রূহম্পতিকর্তৃক উৎপাদিত সেই সমস্ত ওষধি আমাদের পাপ হইতে রক্ষা করুক ।

১৬। কেহ অভিসম্পাত করিতে আমার যে পাপ হইয়াছে, অথবা বন্ধনের পাশ অথবা যমের নিগড় হইতে এবং অন্যান্য সকল দেবতা সংক্রান্ত পাপ হইতে ওষধিগণ আমাকে রক্ষা করুক ।

১৭। ওষধিগণ স্বর্গ হইতে নিম্নে পতিত হইবার সময় বলিয়াছিল, আমরা যে প্রাণীকে অনুগ্রহ করি, তাহার কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় না ।

১৮। মোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা অসংখ্য এবং নানা উপকার করিয়া থাকে, হে ওষধি ! তুমি তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ । তুমি বাসনা পূর্ণ করিতে এবং হৃদয়কে সুখী করিতে সমর্থ ।

১৯। মোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত আছে, রূহম্পতি কর্তৃক উৎপাদিত, সেই সকল ওষধি এই রোগী ব্যক্তির বলাধান কর, অথবা এই উপস্থিত ওষধিকে বর্ধিব্যবতী কর । (এ স্থলে ভিক্ষক যে ওষধি উপস্থিত রোগে ব্যবহার করিবেন, তাহারাই বিষয়ে কহিতেছেন) ।

২০। হে ওষধিগণ ! আমি তোমাদিগের ধননকর্ত্তা, আমি যেন নষ্ট না হই, এবং যাহার জন্যে ধনন করিতেছি, সেও যেন নষ্ট না হয় । আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, দ্বিপদ হউক, চতুষ্পদ হউক, সকলি যেন নীরোগ থাকে ।

২১। যে সকল ঔষধি আমার এই বাক্য শুনিতেছে, অথবা যাহারা অতি দূরে আছে, সেই সকল ঔষধি একত্র হইয়া এই উপস্থিত ঔষধিকে বীৰ্য্যবতী কর।

২২। ঔষধিগণ সোমরাজার সহিত এই কথোপকথন করিতেছে, হে রাজন্! স্তোত্রা যাহার চিকিৎসা করে, তাহাকেই আমরা পরিব্রাণ করি।

২৩। হে ঔষধি! তুমি শ্রেষ্ঠ; যেখানে যত রক্ষা আছে, সকলেই তোমার নিকট হীন। যে আমাদিগের অনিষ্ট চিত্তা করে, সে যেন আমাদিগের নিকট হীন হয়।

৯৮ পৃষ্ঠা ।

মান্না দেবতা । দেবাণি ঋষি ।

১। হে রুহস্পতি! তুমি আমার জন্য প্রত্যেক দেবতার নিকটে গমন কর। তুমি মিত্র, বা বরুণ, বা পুষ্যাই হও, অথবা আদিভাগণ ও বসুগণসদেব^{১)} ইন্দ্রই বা হও, তুমি শত্ৰুগু রাজার জন্য(১) মেঘকে বারিবর্ষণ কর।

২। হে দেবাণি! কোন এক বিজ্ঞ শীভ্রগামী দেব তোমার নিকটে হইতে দূতস্বরূপ হইয়া আমার নিকটে আগমন করুক। হে রুহস্পতি! আমাদিগের প্রতি অভিযুক্ত হইয়া আগমন কর। তোমার জন্য উজ্জ্বল স্তব মুখে ধারণ করিরাছি।

৩। হে রুহস্পতি! আমাদিগের মুখে এমন একটা উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পৃষ্টতা দোষে দূষিত না হয়, এবং উত্তমরূপে স্কুরিত হয়। তদ্বারা আমরা শত্ৰুগুর জন্য হৃষ্টি উপস্থিত করি। মধুযুক্ত রস আকাশ হইতে আগমন করুক।

৪। মধুযুক্ত রসগুলি অর্থাৎ হৃষ্টিবারি আমাদিগের নিমিত্ত আগমন করুক। হে ইন্দ্র! রথের উপর সংস্থাপনপূর্বক বিস্তর ধন দান কর। হে দেবাণি! এই হোমকার্য্যে অগ্নিরা উপবেশন কর, কাপে কাপে দেবতাদিগকে পূজা কর, হোমের দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট কর।

(১) শত্ৰু রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে বোধ হয়, এই পৃষ্ঠা রচিত, বা উচ্চারিত হইরাছিল।

৫। ঋত্বিসেনের পুত্র দেবাপি ঋষি দেবতাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব স্থির করিয়া হোম করিতে বসিলেন। তখন তিনি উপরের সমুদ্র হইতে স্বর্গের বৃষ্টিবারি নীচের সমুদ্রে আনয়ন করিলেন।

৬। এই উপরের সমুদ্র(২), অর্থাৎ আকাশমধ্যে দেবতারা জল আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঋত্বিসেনের পুত্র দেবাপি সেই জল সঞ্চালিত করিলেন, তখন জলগুলি সুপরিষ্কৃত ক্ষেত্রভূমির উপর ধাবমান হইল।

৭। যখন শস্ত্রবুর পুরোহিত দেবাপি হোম করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া রুষ্টি উৎপাদনকারী দেবস্তুব ধ্যানদ্বারা নিরূপিত করিলেন, তখন বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মনে সেই স্তুতিবাক্যের উদয় করিয়া দিয়া ছিলেন।

৮। হে অগ্নি! ঋত্বিসেনের পুত্র মনুষ্যজাতীর, দেবাপি উজ্জ্বল হইয়া তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। তাবৎ দেবতার সহকারিতা প্রাপ্ত হইয়া তুমি রুষ্টিবর্ষণকারী মেঘকে প্রবর্তিত কর।

৯। তোমাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে। যাবতীর প্রাচীন ঋষি যজ্ঞের সময় স্তুতিবাক্য দ্বারা তোমার সেবা করিয়াছিলেন। হে রোহিত-নামক অশ্ববিশিষ্ট অগ্নি! আমাদের যজ্ঞের দিকে সহস্রসংখ্যক সম্পত্তি রথে বহনপূর্বক লইয়া আইস।

১০। হে অগ্নি! এই দেখ নবনবতীসহস্র রথবাহিত সম্পত্তি তোমাকে আহুতি দেওয়া হইল। হে বীর! তাহার দ্বারা তোমার প্রাচীন শরীর সকল রুজ্জ্বীকৃত কর। আমাদের প্রার্থনা শুনিয়া আকাশ হইতে রুষ্টি আনয়ন কর।

১১। হে অগ্নি! এই নবতীসহস্র আহুতি; রুষ্তিকারী ইন্দ্রকে ইহার ভাগ দাও। কালে কালে দেবতাদিগের নিকট ষাইবার জন্য যে পথ বিদ্যমান আছে, তাহা তুমি জান, অতএব ঔলান নামক ব্যক্তিকে দেবলোকে দেবতাদিগের নিকট সংস্থাপন কর।

(২) ঋগ্বেদের অনেক স্থলে আকাশকে সমুদ্র বলা হইয়াছে। আকাশ জলীয় বলিয়া অনুভব ছিল। ১২ স্বচ্ছ দেখ।

১২। হে অগ্নি ! শক্রদিগের দুর্গম পুরী সকল ধ্বংস কর। রোগ দূর কর, রাক্ষসদিগকে ভাড়াইয়া দেও। প্রকাণ্ড আকাশে যে এই সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তথা হইতে অপরিসীম জল এই স্থানে আনিয়া দাও ।

৯৯ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বজ্র ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি বুঝিয়া বুঝিয়া চমৎকার সম্পত্তি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া থাক, উহা প্রচুর হইয়া উঠে, উহা অতি উৎকৃষ্ট, উহা দ্বারা আমাদিগের ঐহিক হয়। সেই ইন্দ্রের বল বৃদ্ধির জন্য কিই বা দেওয়া যাইতে পারে ? তাঁহার নিমিত্ত ব্রতনিধনকারী বজ্রনির্মিত হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধিবর্ধন করিলেন ।

২। তিনি দীপ্তি ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত করিয়া যজ্ঞে সাম-গানের নিকট গমন করেন। তিনি বলপূর্বক অনেক স্থান অধিকার করেন। তিনি একস্থানবাসী মকংগণের সহিত শত্রু পরাভব করেন। তিনি আদিভ্য-দিগের সপ্তম ভ্রাতা, তাঁহাকে ভ্যাগ করিয়া কোন কার্যই হইবার নহে ।

৩। তিনি সুচাক গতিতে গমনপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্দ বস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হয়েন। তিনি অবিচলিতভাবে শতদ্বারবিগ্নষ্ট শত্রুপুরী হইতে ধন অগ্ৰহরণ করেন এবং ইন্দ্রিয়পরাধন দুৰাত্মাদিগকে নিজ তেজ পরাভব করেন ।

৪। তিনি মেঘের দিকে গমন করিয়া মেঘে ভ্রমণপূর্বক উর্ধ্বর ভূমিতে প্রচুর জল সেচন করেন। সেই সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হইয়া যততুল্য জল বহাইয়া দেয়; তাহাদিগের চরণ নাই, রথ নাই, ঘোণিই তাহাদিগের অশ্ব(১) ।

৫। সেই ইন্দ্র বিরা প্রাথনার অভিয পূর্ণ করেন, তিনি প্রকাণ্ড, দুর্গম তাঁহার নিকটেও যায়না, তিনি নিজ স্থান ভ্যাগ করিয়া কল্পপুত্র মকংগণের সহিত এই স্থানে আগমন করণ। আমি বজ্র, আমার পিতা-মাতার মনের ক্রেশ বোধ হয় ছুর হইল, কারণ আমি যাইয়া শত্রুর অগ্র হরণ করিয়াছি এবং শক্রদিগকে রোদন করাইয়াছি ।

(১) অর্থাৎ ঘোণি (ভোতা) দ্বারা জল নইয়া ক্ষেত্রে সেচন করে ।

৬। সেই প্রভু ইন্দ্র বহুল চিংকারকারী দাস জাতীয়কে শাসন করিয়াছেন, মন্তকত্রয়বিশিষ্ট ষট্চক্ষু শত্রুকে দমন করিয়াছেন। ত্রিত ইহার তেজে ভেজঘী হইয়া লোঁধের ন্যায় তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা বরাহকে বধ করিয়াছে।

৭। তাঁহার কোন ভক্তকে যদি শত্রুরা যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তাহা হইলে তিনি দর্পভরে শরীর উন্নত করিয়া শত্রু হিংসা করিবার উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করেন। তিনি মনুষ্যাদিগের সর্বোৎকৃষ্ট নেতা, মনুষ্য ইত্যার সময় উত্তমরূপে দর্শন দিয়া মান্য ইন্দ্র অনেক শত্রু পুরী ধ্বংস করিলেন।

৮। তিনি মেঘসমূহের তৃণময়ী ভূমিতে জল বর্ষণ করেন, অশ্বাদিগকে ভবনের পথ দেখাইয়াছেন। তিনি আগম শরীরের সর্বাংশে সোম সেচন করিয়া গ্যোনপক্ষীর ন্যায় লৌহতুল্য তীক্ষ্ণ দৃঢ়পাক্ষি' ভাগের দ্বারা মনুষ্যদিগকে বধ করেন।

৯। তিনি পরাক্রান্ত শত্রুদিগকে দৃঢ় অস্ত্রদ্বারা দূর করিয়া দেন। কুংস নামক ব্যক্তির স্তব শুনিয়া শুষ্ক নামক অশুরকে ছেদন করিয়াছেন। যিনি স্তবকারী কবি উশনাকে কবচ লইয়া দাম করিলেন। তিনি তাঁহাকে ও অন্য অন্য মনুষ্যকে দাম করেন।

১০। তিনি মনুষ্যহিতকারী মকংগণের সহিত ধন দিতে ইচ্ছা করিয়া ধন পাঠাইয়াছেন। তিনি বকণের ন্যায় নিজ তেজে সুজী এবং ক্ষমতাবান্। তিনি রম্যমূর্তি, কালে কালে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানে। তিনি চতুষ্লাদ শত্রুকে নিধন করিলেন।

১১। খজিণ্ডা নামক উশিজের পুত্র তাঁহাকে স্তব করিয়া বজ্রদ্বারা পিণ্ডুর গোষ্ঠ বিদীর্ণ করিলেন। যখন সেই উশিজের পুত্র সোম প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞযুষ্ঠানপূর্বক স্তববাক্য কহিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র আসিয়া নিজতেজে শত্রুপুরী ধ্বংস করিলেন।

১২। হে অশুর ইন্দ্র! আমি বশ, প্রচুর হোমজবা দিবার জন্য পাদচ্যারী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আসিয়া এই ব্যক্তির, অর্থাৎ আমার মঙ্গলকর; অন্ন ও বল এবং উৎকৃষ্ট গৃহ, এমন কি সকল বস্তুই দান কর।

১০০ সূক্ত ।

বিষেদেবা দেবতা। ছবস্মা ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র! তোমার সমকক্ষ এই শত্রু সৈন্যকে বধ কর। স্তব গ্রহণ ও সোমপানপূর্বক আমাদেরকে রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহক হও; আমাদের ঐশ্বর্য বিধান কর। অন্যান্য দেবতার সহিত সবিতা আমাদের বিখ্যাত যজ্ঞ রক্ষা করুন। সর্বসংগ্রাহিণী অদিতি দেবীকে প্রার্থনা করি।

২। উপস্থিত ঋতুর উপযুক্ত যজ্ঞভাগ বৃদ্ধির জন্য বাবুকে দাও, তিনি বিশুদ্ধ সোমপান করেন, তাঁহার যাইবার সময় শব্দ হয়। তিনি শুভ্রবর্ণ বৃদ্ধের পানক্রিয়াতে প্ররত্ত হইয়াছেন। সর্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৩। আমাদের ঋজুতাবিনাশী ও অভিবকারী যজ্ঞমানকে দেব-সবিতা অন্নদান করেন। বেন সেই পরিপক অন্নদ্বারা দেবগণের অর্চনা করিতে পারি। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি।

৪। ইন্দ্র প্রতিদিন আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। সোমযাজ্ঞ আমাদের যজ্ঞে অধিষ্ঠান হউন। বজ্রগণ যে প্রকার আয়োজন করিয়াছেন, উক্ত কার্য সেই প্রকারে সম্পন্ন হউক। সর্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৫। ইন্দ্র চন্দ্রকার অন্ন দান করিয়া আমাদের দেহ রক্ষা করিলেন। হে বৃহস্পতি! তুমি পরমায়ু প্রদান করিয়া থাক। যজ্ঞই আমাদের গতি, মতি, রক্ষক ও সুখস্বরূপ। সর্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৬। দেবতাদিগের বল ইন্দ্রই সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থিত অগ্নি দেবতাদিগের স্তব করেন, যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, কার্য্য নিবাহ করেন। তিনি যজ্ঞের সময় পূজ্য ও রতনীয় এবং অন্যদাদির অতি আত্মীয়। সর্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৭। হে বসুগণ! তোমাদিগের অগোচরে বিশেষ কোন অপরাধ করি নাই অথবা তোমাদিগের সাক্ষাতেও এমন কোন কার্য্য করি নাই যাহাতে দেবতাদিগের ক্রোধ হয়। হে দেবগণ! আমাদেরকে শিষ্যরূপী করিও না। সর্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৮। যে স্থানে মধুতুল্য সোমরস প্রস্তুত হয় এবং পারে নিস্পীড়নের প্রস্তুতরূপে উত্তমরূপে স্তব করা হয়, সবিতা যেন রোগ দূর করেন, পর্কতগণ যেন তথাকার গুরুতর অনর্থ অধঃপাতিত করেন।

৯। হে বসুগণ! সোম প্রস্তুত হইবার জন্য প্রস্তুত উন্নত হউক, তাবৎ শত্রুকে অপ্রকাশভাবে পৃথক পৃথক করিয়া দাও। দেব সবিতা রক্ষা করেন, তাঁহাকে স্তব করা উচিত। সৰ্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

১০। হে গাভীগণ! তোমরা ঘাসভূমিতে বিচরণপূর্বক স্থল হও, তোমরা যজ্ঞগৃহে দুগ্ধপাত্রে দুগ্ধ দিয়া থাক। তোমাদিগের দেহনির্গত দুগ্ধ সোমরসের ঔষধ স্বরূপ হউক। সৰ্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

১১। ইন্দ্র যজ্ঞ পূর্ণ করেন, সকলকে জরায়ুক্ত করেন, তিনি যুবা ও সোমযাগকারীদিগকে রক্ষা করেন ও উত্তম স্তব পাইয়া অনুকূল হইয়েন। তাঁহার স্বর্গীয় আপীন পৃথিবীকে অভিসেক করিবার জন্য পরিপূর্ণ আছে। সৰ্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

১২। হে ইন্দ্র! তোমার শুজ্জল্য চমৎকার, তাহা যজ্ঞ পূরণ করে, তাদৃশ শুজ্জল্য প্রার্থনা করিবার যোগ্য। তোমার দুর্জয় কার্য সকল স্তব-কর্তার অভিলাষ পূর্ণ করে। এই নিমিত্ত দুবস্ত্র নামক ঋষি অতি সরল ব্রজ্জদ্বারা গাভীর অগ্রভাগ সত্ত্বর আকর্ষণ করিতেছেন।

১০১ হুক্ত।

বিষেদেবা দেবতা। বুধ ঋষি।

১। হে সখাগণ! একমন হইয়া আগুরুক হও, অনেকে একস্থানবর্তী হইয়া অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত কর। দধিক্রা এবং দেবী উষা ও ইন্দ্রকে ইঁহা-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

২। গন্তীর স্নরে, স্তব কর(১); অরিত্র মহযোগদ্বারা পর পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর; অস্ত্র সকল শাণিত ও শোভিত কর; হে সখাগণ! উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

(১) এই স্থান হইতে কয়েকটি ঋকে কৃষি কার্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

৩। লাক্ষ্মণগুণি যোজন্য কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর, আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। যুগগুলি (কান্তে) নিকটবর্তী পল্লবসমূহে পতিত হউক।

৪। লাক্ষ্মণগুণি যোজিত হইতেছে; কর্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করিতেছে; বুদ্ধিমানগণ দেবোদ্দেশে সুন্দর স্তব পড়িতেছেন।

৫। পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত কর; বরহা (চর্ম্মরজু) যোজন্য কর; এই উদ্ভিক্ত অক্ষর ও সৌকাধায়ুক গর্ত্ত হইতে জল সেচন করি।

৬। পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত হইয়াছে; এই উদ্ভিক্ত অক্ষর জলপূর্ণ গর্ত্তে সুন্দর চর্ম্মরজু বিদ্যমান আছে; অল্পে জল সেচন করা যায়; ইহা হইতে জল সেচন কর।

৭। ঘোটকদিগকে পরিভূষণ কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করে এতাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপূর্ণ পশুদিগের জলাধার এক স্রোণ প্রমাণ হইবেক। ইহাতে প্রস্তুতমিশ্রিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদিগের পান্যে পযোগী জলাধার স্বন্দ পরিমাণ হইবেক। ইহা জলপূর্ণ কর।

৮। গোষ্ঠ প্রস্তুত কর, সেই স্থানই মনুষ্যদিগের জল পান করিবার জন্য উপযুক্ত, বহুসংখ্যক শূল কবচ সীদন কর, দৃঢ়তর লৌহময় পাত্র নিক্ষেপিত কর, চমস দৃঢ়ীভূত কর, ইহা হইতে যেন জল পরিস্কৃত না হয়।

৯। হে দেবগণ! তোমাদিগের ধ্যান কাহ্নতি করিতেছি, অভিপ্রায় যে তোমরা রক্ষা কর। সেই ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী, সেই ধ্যান তোমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন ঘাস ভোজন করিয়া গাভী সহস্রধারায় দুগ্ধ দেয়, তদ্রূপ সেই ধ্যান যেন আমাদিগের অভিলষ পূর্ণ করে।

১০। কাষ্ঠময় পাত্র সংস্থাপিত হরিৎবর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠারের দ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দণ্ডগুলি দ্বারা পাত্রটী বেঁটন-পূর্বক ধারণ কর। বহনকারী পশুকে রথের দুই ধুরাতে যোজিত কর।

১১। বহনকারী পশু রথের দুই ধুরা শকায়মান করিয়া বিচরণ করিতেছে, যেন দুই ভাষ্যার স্বামী রতিক্রিয়া করিতেছে । কাষ্ঠনির্মিত শকটকে ইহার কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপন কর, ইহার মূলদেশে যেন খনন করিওনা অর্থাৎ শকট যেন আধার ভ্রষ্ট না হয় ।

✓ ১২। হে কর্ম্মব্যাকগণ ! এই ইন্দ্র সুথের দাতা, ইঁহাকে সুখময় সোম দান কর, অন্ন দিবার জন্য ইঁহাকে প্রেরণ কর, অনুরোধ কর । সেই ইন্দ্র নিকৃষ্ণীর অর্থাৎ অদিতির পুত্র, তোমাদের সকলেরি সমান পীড়াভর, অতএব রক্ষার জন্য তাঁহাকে এখানে আহ্বান কর, যে তিনি নোমপান করিবেন ।

১০২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । মুদাল ঋষি ।

১। হে মুদগল ! যুদ্ধে তোমার রথ যখন অসহায় হয়, তখন দুর্জয় ইন্দ্র তাহা রক্ষা ককন । হে ইন্দ্র ! এই বিখ্যাত যুদ্ধে ধনোপার্জনের সময় তুমি আশাদিগকে রক্ষা কর !

২। মুদালের পত্নী যখন রথচূড় হইয়া সহস্রজয়িনী হইলেন, তখন বায়ু তাঁহার বস্ত্র সঞ্চালিত করিল, গাভীজয়ের সময় মুদগল পত্নী রথী হইলেন । ইন্দ্রসেনা নান্নী সেই মুদালানী যুদ্ধের সময় গাভীগণকে শত্রু সৈন্য হইতে বাহির করিয়া আনিলেন(১) ।

৩। হে ইন্দ্র ! অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুদিগের উপর বজ্রপাত কর । দাসজাতীয় হউক, বা অার্য্যজাতীয় হউক, উহাকে অশ্রুশরূপে বধ কর(২) ।

(১) যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর সৌরভিরূপে বর্তমান থাকায় কথা । ৬, ৮, ও ১১ ঋক দেখ ।

(২) আর্ষ্যদিগের মধ্যে পরস্পরের অনেক ঐরতাব ছিল ও যুদ্ধ হইত । অনার্য্যদিগের মধ্যেও অনেক আর্ষ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মিত্রভাবে থাকিত তাহার প্রমাণ পূর্বে পাইয়াছি ।

৪। দেখ এই রূষ মহানন্দে জলপান করিল, যুক্তিকাল্প শৃঙ্গ-
দ্বারা খননপূর্বক শত্রুর দিকে ধাইতেছে। তাহার যুদ্ধ ভারবৎ লব্ধমান
আছে, সে আহারার্থী হইয়া দুই শৃঙ্গ শাণিত করিয়া শীঘ্র আসিতেছে।

৫। মনুষ্যাগণ এই রূষের নিকটে গিয়া ইহাকে চীৎকার করাইল, যুদ্ধ
মধ্যে ইহাকে প্রাণাঘাত করাইল। তাহাতে মুদগল উত্তম আহারপটু শত-
সহস্র গাভী জয় করিলেন।

৬। শত্রু হিংসার জন্য রূষ যোজিত হইল; ইহার কেশধারী সারথি,
অর্থাৎ মুদালানী (স্ত্রীলোক বলিয়া কেশধারী) শয় করিতে লাগিলেন।
রথে যোজিত সেই রূষকে ধরিয়া রাখা গেল না, সে শকট লইয়া ধাবমান
হইল, সৈন্যাগণ নির্গত হইয়া মুদালানীর পশ্চাৎ পশ্চ. ৫ চলিল।

৭। সেই বিদ্বান্ মুদগল রথের চক্রের পরিধি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।
কৌশল্যহকারে রথে রূষকে যোজনা করিলেন। সেই গাভীগণের পতি,
অর্থাৎ রূষকে ইজ্ঞা রক্ষা করিলেন। সেই রূষ দ্রুতবেগে পথে চলিল।

৮। ত্রৈলোক্যধারী ও কপলী চর্ম্মরজ্জ্বারা কাষ্ঠ বাঁধিতে বাঁধিতে
সুচারুরূপে বিচরণ করিলেন। বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করিলেন।
বহুসংখ্যক গাভী স্পর্শ করিয়া ধরিয়া আনিলেন।

৯। দেখ, যুদ্ধ সীমার মধ্য এই যে মুদার পতিত আছে, ইহা সেই
রূষের সহকারিতা করিয়াছিল। ইহা দ্বারা মুদাল শত্রুসৈন্য মধ্যে শতসহস্র
গাভী জয় করিয়াছিলেন।

১০। অতি দূরদেশেও কেই বা এ প্রকার কথন দেখিয়াছে? যাহাকে
রথে যোজনা করিয়াছে, তাহাকেই আরোহণ করাইয়াছে। ইহাকে যামজল
দেওয়া, অথচ এ রথধুরার উক্ত ভার বহন করিতেছে, এবং প্রভুকে জয় ও
করিতেছে(৩)।

১১। মুদালানী বিষবার ন্যায় ঞ্জে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পতির ধন
গ্রহণ করিলেন, তিনি যেন মেঘের ন্যায় বাণবর্ষণ করিলেন। সৈদৃশ সারথি

(৩) এই বাক্যের অর্থ অল্পট, সারথীর ব্যাঘ্রা হইতেও বিলম্ব হয় না। তবে
কল্পনা করা হইতে পারে যে, মুদার রথরপী হইয়া যুদ্ধে রথ টানিয়া ছিল; যোধার
এই প্রকার প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে।

দ্বারা আমরা যেম জয়লাভ করি। আমাদেরিগেরও যেন অন্ন প্রভৃতি লাভ হয়।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের চক্ষু স্বরূপ; যাহাদিগের চক্ষু আছে, তাহাদিগের তুমি চক্ষু। তুমি বারিবর্ষণকারী; তুমি দুইটি পুরুষ-জাতীয় অশ্ব রজ্জুদ্বারা একত্র বন্ধন করিয়া চালিত কর এবং ধনদান কর।

১০৩ সুক্ত।

ইন্দ্র ও অশ্ব দেবতা। অপ্রতিরব্ধ ঋষি।

১। ইন্দ্র সর্বব্যাপী শক্রদিগের পক্ষে তীক্ষ্ণ, রুষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রুবধকারী, মনুষ্যদিগকে বিচলিত করেন, মনুষ্যেরা ত্রস্ত হয়। শক্রদিগকে রোদন করান, সর্বদা সকল দিক দৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তর সৈন্য তিনি একাকী জয় করিয়াছেন।

২। হে যুদ্ধকারী মনুষ্যগণ। ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া জয়ী হও, বিপক্ষ পরাভব কর। তিনি শত্রুকে রোদন করান, সর্বদা সকল দিক দেখেন, যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়েন, তাঁহাকে কেহ স্থান ভ্রষ্ট করিতে পারে না, তিনি দুর্দ্বর্ষ, তাঁহার হস্তে বাণ আছে, তিনি বারিবর্ষণ করেন।

৩। বাণধারী ও তুণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সঙ্গে বিদ্যমান আছে, তিনি সকলকে বণ করেন। যুদ্ধকালে বিস্তর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাহারই অভিযুখে গমন করেন, তাহাকেই জয় করেন, তিনি সোম পান করেন, তাঁহার বিলক্ষণ ভুজবল ও ভয়ানক ধনু, সেই ধনু হইতে বাণ ত্যাগ করিয়া শত্রু পাত্তিত করেন।

৪। হে রূহম্পতি! রাক্ষসদিগকে বধ করিতে ক্রটিতে এবং শক্রদিগকে পীড়া দিতে দিতে রথযোগে আগমন কর। শত্রুসেনা ধ্বংস কর, বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে মারিয়া ফেল, জয়ী হও, আমাদেরিগের রথগুলি রক্ষা কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুর বলাবল জান, তুমি বহুকালের প্রাণীল, উৎকৃষ্ট বীর, তেজস্বী, বেগবান, ভয়ঙ্কর ও বিপক্ষ পরাভবকারী। বীরদিগের প্রতি ধাবমান হও, প্রাণিদিগের প্রতি ধাবমান হও, তুমি বলের পুত্রস্বরূপ। এতাদৃশ তুমি গান্ধী জয়ের জন্য জয়শীল রথে আরোহণ কর।

৬। ইন্দ্র মেঘদিগকে বিদূর্ণ করেন, খাভী লাভ করেন, তাঁহার হস্তে বজ্র, তিনি অস্থির শক্রসৈন্য নিজ তেজে জয় ও বধ করেন। হে আত্মীয়গণ! ইহার দৃষ্টান্তে বীরত্ব কর; হে সখীগণ! ইহার অনুসারী হইয়া পরাক্রম প্রকাশ কর।

৭। শত যজ্ঞকারি বীর ইন্দ্র মেঘদিগের দিকে ধাবমান হইতেছেন, তাঁহার দয়া নাই, তিনি স্থানভ্রষ্ট হয়েন না, শত্রুসৈন্য পরাভব করেন, তাঁহার সঙ্গে কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না; যুদ্ধস্থলে তিনি আমাদেরিগের সেনাবর্গকে রক্ষা করুন।

৮। ইন্দ্র সেই সকল সেনার সেনাপতি। রূহপতি তাহাদিগের দক্ষিণে থাকুন, যজ্ঞোপযোগী সোম তাহাদিগের অগ্রে থাকুন; মরুৎগণ বিপক্ষভঙ্গকারী জয়শীল দেবসেনাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করুন।

৯। বারি বর্ষণকারী ইন্দ্র, রাজা বরুণ, আদিত্যগণ ও মরুৎগণ, ইহাদিগের ক্ষমতা অতি ভয়ানক। মহামুণ্ডাব দেবতাগণ যখন ভুবনকে কপাল-ধ্বিত করিয়া জয়ী হইতে লাগিলেন, তখন কোলাহল উদ্ভিত হইল।

১০। হে ইন্দ্র! অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত কর, অশ্বদায় অনুচরদিগের মন উৎসাহিত কর। হে রত্নবধকারী! ঘোটকদিগের বল উত্তীর্ণ হউক, জয়শীল রথের নির্ঘোষ ধনি উদ্ভিত হউক।

১১। যখন ধ্বজা উত্তোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আমাদেরিগেরই দিকে থাকেন; আমাদেরিগের বাণগুলি যেন জয়ী হয়; আমাদেরিগের বীরগণ যেন শ্রেষ্ঠ হয়; হে দেবতাগণ! যুদ্ধে আমাদেরিগকে রক্ষা কর।

১২। হে অপূর্ণ (১)! তুমি চলিয়া যাও; ঐ সকল শত্রুর মনকে প্রলোভিত কর; উহাদিগের শরীরে প্রবেশ কর; উহাদিগের দিকে যাও; শোকের দ্বারা উহাদিগের হৃদয়ে দাহ উৎপাদন কর; শত্রুগণ অন্ধকারময় রজনীর সহিত একত্র হউক।

(১) “পান দেবতা।” সায়ণ। “ব্যাবিৰী ভরণ বা।” নিরুক্ত। ৬।১২। “Roth says the word means a disease. In the improvements and addition to his Lexicon, vol. V, he refers to the word as denoting a goddess.”—Muir's Sanscrit Texts, vol. V (1884), p. 110, note.

১০ । হে মনুষ্যগণ ! অগ্নিস্বর হও, জয়ী হও ; ইন্দ্র তোমাদিগেকে
দুখী করুন। তোমারা নিজে যেমন দুর্দ্ধর, তোমাদিগের বাহুও তেমন
ভয়ঙ্কর হউক ।

১০৪ হুক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । অষ্টক ঋষি ।

১ । হে পুরুষত । তোমার জন্য সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে, দুই
ঘোটকের দ্বারা শীঘ্র যজ্ঞে এস । প্রধান প্রধান স্তোতাগণ তোমার উদ্দেশে
স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ সোম দিয়াছেন । হে ইন্দ্র ! সোম
পান কর ।

২ । হে হরিনামক ঘোটকের স্বামী ! কৰ্ম্মাধ্যক্ষগণ যাহা প্রস্তুত
করিয়া জলে পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন, সেই সোম পান কর, উদর পূর্ণ
কর । প্রস্তুতগণ যাহা তোমার জন্য সেচন করিয়া দিয়াছে, তাহা দ্বারা মত্ত
হও, প্রশংসা সকল গ্রহণ কর ।

৩ । হে হরি নামক অশ্বের স্বামী ! সোম প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি বর্ষণ
কারী, যজ্ঞে আসিবে বলিয়া তোমার পানের জন্য প্রচুর সোম দিতেছি ।
হে ইন্দ্র ! উত্তম উত্তম স্তব পাইয়া আনন্দ কর । বিবিধ কার্য্য কর, নানা
একারে তোমার স্তব হউক ।

৪ । হে ক্ষমতা সম্পন্ন ইন্দ্র ! উশিত্ব-বংশীয়েরা যজ্ঞ করিতে জানে ।
তোমার আশ্রয় পাইয়া তোমার প্রভাবে অশ্রুলাভ করিয়া এবং সম্ভানসম্বতি
প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞমানের গৃহে রহিল, তাহারা সকলে আনন্দ করিয়া তোমাকে
স্তব করিতে লাগিল ।

৫ । হে হরিনামক ঘোটকের প্রভু ! তোমার স্তব সুন্দর, তোমার
সম্পত্তি চমৎকার, তোমার ঔজ্জ্বল্য সাতিশয়, তুমি যে সকল সুন্দর যথার্থ
স্তব প্রণয়ন করিয়াছ, তাহা দ্বারা তোমাকে স্তব করিয়া বিস্তর লোক নিজে
রক্ষা পাইয়াছে এবং অপরকে রক্ষা করিয়াছে ।

৬ । হে হরিনামক অশ্বের প্রভু ইন্দ্র ! যে সোম প্রস্তুত করা হই-
য়াছে, তাহা পান করিবার জন্য হরিনামক দুই ঘোটকযোগে সকল
যজ্ঞে গমন কর । তুমি ক্ষমতাবান, যত্র তোমাকেই প্রাপ্ত হয়, তুমি যজ্ঞের
বিষয় অবগত হইয়া দান কর ।

৭। যাঁহার অপরিমিত অন্ন আছে, যিনি শক্রদিগকে পরাভব করিল
যিনি সোমে প্রীতিলাভ করেন, যাঁহাকে স্তব করিলে আনন্দ হয়, যাঁহার
বিপক্ষে কেহ যাইতে পারে না, স্তব সকল তাঁহাকে ভূষিত করিতেছে, স্তব-
কর্তার প্রণামগুলি তাঁহাকে পূজা করিতেছে।

৮। হে ইন্দ্র! অতিচমৎকার ও অপ্রতিহত গতিযুক্তা সাতজনী
তাঁহা। তুমি সেই নদীযোগে শক্রপুরী ভেদ করিয়া সিন্ধু পার হইলে।
তুমি দেব মনুষ্যের উপকারার্থ নবনবতি নদীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছ।

৯। তুমি জলসমূহের আচ্ছাদন স্থলিয়া দিয়াছ, তুমি এতাদৃশী উল্লি-
খিত জল আমন্ত্রনের জন্য মনোযোগী হইবাছিলে। হে ইন্দ্র! বহুবধ উপ-
লক্ষে তুমি যে সকল কার্য্য করিয়াছ, তদ্বারা সকল সংসারের শরীর পোষণ
করিয়াছ।

১০। ইন্দ্র মহাবীর, ক্রিয়াকুশল, তাঁহাকে স্তব করিলে আনন্দ হয়।
উৎকৃষ্ট স্তব উদয় হইয়া ইহাকে পূজা করে। তিনি বহুকে বধিলেন, সংসার
হৃষ্টি করিলেন, ক্ষমতায়ুক্ত হইয়া শত্রুপরাভব করিলেন, বিপক্ষসেনার
প্রতিকূলে গমন করিলেন।

১১। (১০। ৮৯। ১৮ শ্লোকের সহিত এক)।

১০৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। স্মৃতি অথবা হ্রস্বিত্ত্ব ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তব বাঞ্ছা কর, স্তব দিয়াছি; রক্তির জন্য প্রচুর
সোম প্রস্তুত করিয়াছি; কবে আমাদেরইগের ক্ষেত্রে জলপ্রণালী বারিপূর্ণ
হইবে?

২। তাঁহার দুই পুরুষ ঘোটক সুশিক্ষিত, অনেক কার্য্য করে, দুটাই
উজ্জ্বল ও কেশযুক্ত। তাঁহাদিগের পতি অর্থাৎ ইন্দ্র দান করিবার জন্য
আগমন করেন।

৩। বলবান ইন্দ্র যখন শোভার জন্য ঘোটক যোজনা করিলেন, তখন
পাঁপের কল সকল অপগত হইল, তখন মনুষ্যের পরিভ্রম ও ভয় আর রহিল
না, অর্থাৎ মনুষ্য সুখী হইল।

৪। ইন্দ্র মনুষ্যের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া ধন সমস্ত একত্র আকর্ষণ করিয়া দিলেন । তিনি নানা কার্য্যকারী শস্যায়মান দুই ঘোটক চালাইতে লাগিলেন ।

৫। তিনি কেশবিশিষ্ট প্রকাণ্ড দুই ঘোটকে আরোহণপূর্বক আপনার দেহ পুষ্টির জন্য আপনার স্নগঠন দুই হুতু চালনাপূর্বক আহাৰ প্রার্থনা করেন ।

৬। ইন্দ্রের ক্ষমতা অতি সুন্দর ; তিনি সৃষ্টি, মকংদেবতাদিগের সহিত যজমানকে সাধুবাদ করিলেন । তিনি ষাণ্ডরিশাতে থাকেন ; যেরূপ ঋতুগণ ক্রিয়াকৌশলে রথ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীর ইন্দ্র নিজ বলে নানা বীরের কার্য্য সম্পাদন করিলেন ।

৭। তিনি দম্যকে বধ করিবার জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; তাঁহার শূশ্র হরিৎবর্ণ ; তাহার ঘোটকও হরিত্বর্ণ ; তাঁহার হস্তদেহ সৃষ্টি ; তিনি অকাশের ন্যায় বিশাল ।

৮। আমিাদিগের পাপ সমস্ত লঘু কর ; আমরা যেন থাকের প্রভাবে ঋক্শূন্য ব্যক্তিদিগকে বধ করিতে পারি : যে যজ্ঞে স্তবের সম্পর্ক নাই, তাহা কখন স্তবযুক্ত যজ্ঞের ন্যায় তোমার প্রীতিকর হয় না(১) ।

৯। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞভারবহনকারী ঋত্বিকগণ যখন ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন, তখন তুমি যজমানের সঙ্গে এক নৌকায় আরোহণ করিয়া আপনার কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর, অর্থাৎ যজমানকে ভারণ কর ।

১০। যে গাভী দুগ্ধ বর্ষণ করে, সে তোমার স্তবের জন্য হউক, যে পাত্র-দ্বারা তুমি নিজ পাত্রে মধু তুলিয়া লও, সেই দর্কী (হাতা) যেন নির্মূল ও কল্যাণকর হয় ।

১১। হে বলশালী ! তোমার উদ্দেশে সন্মিত এই প্রকার শত স্তব উচ্চারণ করিলেন ; ছন্মিত এইরূপ স্তব করিলেন ; যেহেতু তুমি দম্যহত্যা-বাণপারের কুৎসের পুত্রকে রক্ষা করিয়াছ । (কুৎসের পুত্রই সন্মিত এবং এই স্তবের ঋষি)।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

১০৬ হুক্ত ।

অশ্বিনয় দেবতা । ভূত্যাংশ ঋষি ।

১। হে অশ্বিনয় ! তোমরা দুজনে আমাদের গাছতি অভিনাষ করিতেছ ; যেরূপ তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, তক্রূপ আমাদের স্তব বিস্তার করিয়া দিতেছ(১)। এই যজমান উত্তমরূপে এই বলিয়া স্তব করিতেছে যে, তোমরা একত্রে এস। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তোমরা খাদ্য ত্রব্যকে আলোকিত করিয়া বসিয়াছ।

২। যেরূপ দুই বলীবর্দ্ধ ঘাসপূর্ণ স্থানে বিচরণ করে, তক্রূপ তোমরা যজ্ঞদানক্রম ব্যক্তির নিকটে গমন কর। রথে যোজিত দুই রথের ন্যায় ধন দানের জন্য তোমরা স্তবকর্তার নিকটে আসিয়া থাক। তোমরা দূতের ন্যায় লোকদিগের নিকটে যশস্বী হও। দুটী মহিষ যেমন জলপান স্থান হইতে অপন্যত হয় না, ওক্রূপ তোমরাও সোম পান হইতে অপন্যত হইওনা।

৩। যেরূপ পক্ষীর দুই পক্ষ পরস্পর মিলিত, ওক্রূপ তোমরাও পরস্পর মিলিত। বিচিত্র দুই পশুর ন্যায় তোমরা এই যজ্ঞে আসিয়াছ যজ্ঞকর্তা অগ্নির ন্যায় তোমরা দীপ্তিযুক্ত। সর্বত্রবিহারী দুই পুরোহিতের ন্যায় তোমরা নানা স্থানে দেবপূজা করিয়া থাক।

৪। পিতা মাতা যেরূপ পুত্রের প্রতি, তক্রূপ তোমরা আমাদের আত্মীয় হও। অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তোমরা দীপ্তিশীল হও; রাজার ন্যায় ক্রিপ্রকারী হও, ধনবান ব্যক্তির ন্যায় উপকারী হও; সূর্য্যাকিরণের ন্যায় আলোক দানপূরক লোকদিগের সুখভোগের অধুকূলতা কর। সুখী লোকের ন্যায় তোমরা এই যজ্ঞে আগমন কর।

৫। সূচারণতিশালী দুই মেষের ন্যায় তোমরা হৃৎপুষ্ট ও সুশ্রী, মিত্র ও বন্ধনের ন্যায় তোমরা যথার্থদর্শী, বদান্য এবং দুঃখ হ্রাস করিয়া স্তব লাভ কর, দুটী ঘোটকের ন্যায় তোমরা খাইয়া খাইয়া উন্নতশরীরবিশিষ্ট হইয়াছ, এবং আলোকময় আকাশে বাস কর। দুটী মেষের ন্যায় তোমরা আহাৰাদি পরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছ।

৬। অক্লান্ত তাড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমরা শরীর অবনত করিয়া শত্রু সংহার কর। শক্রনিধনকারীর সন্তানের ন্যায় তোমরা শত্রুকে বিদৌর্ণ ও বধ কর। তোমরা এমনি নির্মল, যেন জনমধ্যে জমিয়াছ; তোমরা বলবান ও জয়শীল। সেই তোমরা আমার মরণধম্মশীল দেহকে পুনর্ব্বার যৌবনবস্থা দান কর।

৭। হে তীব্রবলশালী অশ্বিদয়! বেক্রপ দীর্ঘচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যকে জল পার করিয়া দেয়, তক্রপ তোমরা আমার জারাজীর্ণ মরণধম্মশীল দেহকে বিপদ হইতে পার করিয়া অভিলষিত বিষয়ে লইয়া চল, তোমরা ঋতুর ন্যায় অতি পরিষ্কার রথ পাইয়াছ। সেই শীত্ৰগামী রথ বায়ুর ন্যায় উড়িয়া গিয়া শত্রুর ধন আনিয়া দিয়াছে।

৮। তোমরা মহাবীরের ন্যায় আপন উদরে স্নাত টালিয়া দাও। তোমরা ধন রক্ষা কর এবং অজ্ঞধারী হইয়া শত্রু হিংসা কর। তোমরা পক্ষীর ন্যায় রূপবান্ ও সৰ্ব্বত্র বিহারী, ইচ্ছামাে তোমরা ভূষিত হও, এবং স্তবের জন্য যজ্ঞে আগমন কর।

৯। বেক্রপ সুদীর্ঘ দুই চরণ থাকিলে গন্তীর জল পার হইবার সময় আশ্রয় পাওয়া যায়, তোমরা সেইরূপ আশ্রয় দাও। তোমরা দুই কণের ন্যায় স্তবকারীর কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যজ্ঞের দুই অঙ্গের ন্যায় আমাদের এই বিচিত্র যজ্ঞে আগমন কর।

১০। শয়কারী দুই মধুর্মানিকাই যেমন মধু চক্রে মধুসেচন করে, তক্রপ তোমরা গাভীর আপনানে মধুতুল্য দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া দাও। শ্রমজীবী যেমন শ্রম করিয়া বর্মান্ত কলেবর হয়, তক্রপ তোমরা ঘর্ষের ন্যায় জল সেচন কর। যেমন দুর্ব্বল গাভী ঘাসমুক্ত স্থানে গাইয়া আহাৰ প্রাপ্ত হয়, তক্রপ তোমরা যজ্ঞে আসিয়া আহাৰ পাও।

১১। আমরা শুব বিস্তারিত করিতেছি, আহার বিতরণ করিতেছি, তোমরা একরথারূঢ় হইয়া আমাদিগের যজ্ঞে এস। গাভীর অংগীম মধ্যে মুহিষ্ঠ আহারের ন্যায় দ্রুত সঞ্চার হইয়াছে। ভূতাত্মা ঋষি এই শুব করিয়া অশ্বিনয়ের মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

১০৭ সূক্ত।

দক্ষিণা দেবতা। দিব্য ঋষি।

১। এই সকল যজমানদিগের যজ্ঞ নির্বাহের জন্য সূর্য্যরূপী ইজের বিপুল তেজঃ প্রকাশ হইল। সকল প্রাণী অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইল, পিতৃলোকগণ যে বিপুল জ্যোত দিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত হইল। দক্ষিণা দিবার প্রশস্ত পদ্ধতি দৃষ্ট হইল।

২। যাহারা দক্ষিণা দেয়, তাহারা স্বর্গে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয় (১) অর্ধদানকারীরা স্বর্গের সহিত একর হয়। সূর্য দান করিয়া অমরত্ব লাভ করে; বস্ত্র দাতারা সোমের নিকট যায়। সকলেই দীর্ঘায়ু হয়।

৩। দক্ষিণা দেবতাদিগের উপযুক্ত কর্মের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তিস্বরূপ, অর্থাৎ দক্ষিণাদ্বারা পুণ্যকর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; ইহা দেবপুজার অঙ্গ-স্বরূপ। যাহারা কুৎসিডাচার, তাহাদিগের কার্য্য দেবতার পূর্ণ করেন না। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি পবিত্র দক্ষিণা দেয়, নিন্দার ভয় করে, তাহারা অনেকেই নিজ কর্ম পূর্ণ করিতে পারে।

৪। যে বায়ু শতপথে বহমান করেন, তাহার জন্য ও আকাশবর্তী সূর্য্য ও অন্যান্য মনুষ্যহিতকারী দেবতাদিগের উদ্দেশে হোমের জব্য দেওয়া হয়। যাহারা দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করেন এবং দানও করেন, দক্ষিণা তাহাদিগের অভিলাষ মোহন অর্থাৎ পূরণ করিয়া দেন। এই দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী সপ্তপুরোহিত বিদ্যমান আছেন।

৫। দক্ষিণাদাতাকে সকলের অগ্রে আহ্বান করা হয়; তিনি প্রাণের অধ্যক্ষ হন, সকলের অগ্রে অগ্রে যান। যিনি সর্ব্ব প্রথম দক্ষিণা উপস্থিত করেন, তাহাকেই ঋষি লোকদিগের রাজা জ্ঞান করি।

(১) স্বর্গলাভের কথা। দক্ষিণা, অর্থাৎ দানই এই সূক্তের দেবতা।

৯। যিনি ক্ষেত্রে দক্ষিণা দিয়া পুরোহিতদিগকে তুষ্ট করেন, তিনিই ঋষি ও ব্রহ্মা বসিয়া কথিত করেন, তিনি যজ্ঞের অধ্যক্ষ, সামগানকর্তা, স্তব-উচ্চারণকর্তা। তিনি অগ্নির তিন মুক্তি অবগত হন।

৭। দক্ষিণার নিকট ঘোটক, দক্ষিণার নিকট গাভী লাভ হয়; দক্ষিণা হইতে মনঃ প্রীতিকর সুবর্ণ লাভ হয়। আমাদিগের আত্মানুরূপ যে আহাৰ তাহা দক্ষিণা হইতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞবক্ত্তি দক্ষিণাকে দেহরক্ষোপযোগী কবচের ন্যায় ব্যবহার করেন।

৮। ভোজগণের(২) মৃত্যু নাই, তাঁহারা অর্থহীনতা প্রাপ্ত হন না, ক্লেশ, ব্যথা, বা দুঃখ পান না। এই পৃথিবী, অথবা স্বর্গে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা সমস্তই দক্ষিণা তাহাদিগকে দেন।

৯। ভোজেরা যত দুষ্কৃদির উৎপাদনকারিণী গাভী সর্বক্ষেত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহারা মদিরার সারাংশ প্রাপ্ত হয়; সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী নারী তাহারাই পায়; ভোজেরাই স্পর্দায়ুক্ত শত্রুদিগকে জয় করে।

১০। ভোজকে শীত্ৰগামী ঘোটক ভূষিত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে; তাঁহারই নিমিত্ত সুরূপা নারী উপস্থিত থাকে; পুঙ্করগীর ন্যায় নির্মল এবং দেবালয়ের ন্যায় বিচিত্র এই গৃহ ভোজের জন্যই বিদ্যমান আছে।

১১। সুন্দরবহনকারী ঘোটকেরা ভোজকে বহন করে; তাহারই জন্য সুগঠন রথ উপস্থিত থাকে। দেবভাগ্য যুদ্ধের সময় ভোজকে রক্ষা করন; যুদ্ধের সময় ভোজ শত্রুদিগকে জয় করে।

১০৮ শ্লোক।

পশুগণ, সরমা দেবতা। তাহারাই ঋষি।

১। হে সরমা! তুমি কি বানায় এ স্থানে আসিয়াছ? ইহা অতি দূরের পথ। এ পথে আসিতে হইলে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আসা যায় না, আমাদিগের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যাহার জন্য আসিয়াছ? কয় রাত্রি ধরিয়া আসিয়াছ? নদীর জল পার হইলে কি রূপে?।

(২) “ভোজ” অর্থে শায়ণ ভোজনদাতা, অর্থাৎ দক্ষিণাদাতা করিয়াছেন। ১১৭ যজ্ঞের ৩ ঋক্ দেখ।

২। (সরমার উক্তি)—ইন্দের দূতী স্বরূপ প্রেরিত হইয়া আমি আসিয়াছি। তে পরিগণ। তোমরা যে বিস্তর গোৱন সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করিয়াছে, জলের ভয় হইল, পাছে আমি উল্লঙ্ঘনপূর্বক চলিয়া যাই। এই রূপে নদীর জল পার হইয়াছি(১)।

৩। (পানিদিগের উক্তি)—হে সরমা! যে ইন্দের দূতী হইয়া তুমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছ, সেই ইন্দ্র কিরূপ? তাঁহাকে দেখিতে কি প্রকার?

(১) ঊষাকর্তৃক প্রাতঃকালে আলোক উদারই উপমাভাবে পর্যাকর্তৃক গাভী উদাররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই আখ্যান আবার ঐকদিনের মধ্যে ত্রৈলোক্যের গম্পরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এই ইউরোপীয় মতটী আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। পুনরায় এ স্থলে সেটী উদ্ধৃত করিতেছি।

“The bright cows, the rays of the sun or the rain clouds, for both go by the same name, have been stolen by the powers of darkness, by the Night and their manifold progeny. Gods and men are anxious for their return; but where are they to be found? They are hidden in a dark and strong stable, or scattered along the ends of the sky, and the robbers will not restore them. At last in the farthest distance the first signs of the Dawn appear; she peers about, and runs with lightning quickness, it may be like a hound after a scent across the darkness of the sky. She is looking for something and following the right path. She has found it: she has heard the lowing of the cows. * * *

“The idea that Pani wished to seduce Saramá from her allegiance to Indra may be discovered in the ninth verse of the Vedic dialogue, though in India it does not seem to have given rise to any further myths. But many a myth that only germinates in the Veda may be seen breaking forth in full bloom in Homer. If, then, we may be allowed a guess, we would recognise in Helen, the sister of the Dioskuroi, the Indian Saramá, their names being phonetically identical, not only in every consonant and vowel, but even in their accent. * * *

“The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the east by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the west. That siege in its original form is the constant theme of the hymns of the Veda. Saramá, it is true, does not yield in the Veda to the temptation of Pani, yet the first indications of her faithlessness are there. * * *

“And as the Sanskrit name Pani betrays the former presence of an r, Paris himself might possibly be identified with the robber who tempted Saramá.”—Max Muller's *Science of Language* (1882), vol. II, pp. 513 to 518.

তিনি আম্রম, তাঁহাকে আমরা বজ্র বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, তিনি আমাদের গাভী লইয়া গাভীগণের স্বত্বাধিকারী হউন ।

৪। (সরমার উক্তি)—যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া আমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, তাঁহাকে পরাজয় করে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখি না । তিনিই সকলকে পরাজয় করেন । গম্ভীর নদীগণ তাঁহাকে আচ্ছাদন, অর্থাৎ তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে । হে পণিগণ ! নিশ্চয় তোমরা ইন্দ্রের হস্তে নিধন হইয়া শয়ন করিবে ।

৫। (পণিদিগের উক্তি)—হে সুন্দরি সরমে ! তুমি স্বর্গের শেষ সীমা হইতে আসিতেছ, অতএব তোমাকে এই সকল গাভীর মধ্য হইতে যে কয়েকটি ইচ্ছা কর, দিতেছি, বিনা যুদ্ধে এই সকল গাভী কেইনা তোমাকে দত্ত ? তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনেক অস্ত্র আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে ।

৬। (সরমার উক্তি)—হে পণিগণ ! দৈনিক পুঙ্খের উপযুক্ত তোমাদিগের এই সকল কথা হয় নাই । তোমাদিগের শরীরে পাপ আছে, এই শরীর যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হয় । তোমাদিগের গৃহে আসিবার এই যে পথ, ইহা যেন দেবতারা আক্রমণ না করেন ; আমি আশঙ্কা করিতেছি, পাছে বৃহস্পতি তোমাদিগকে ক্লেশ দেন । অর্থাৎ যদি তোমরা মাত্র হইয়া গাভী না দেও, তাহা হইলে তোমাদিগের বিপদ নিকট ।

৭। (পণিদিগের উক্তি)—হে সরমা ! আমাদের এই ধন পবিত্র-ভার্য্যাক্ত, ইহা গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ । যাহারা উত্তমরূপ রক্ষা করিতে পারে, এতাদৃশ পণিগণ সেই ধন রক্ষা করিতেছে । তুমি গাভীর শব্দ শুনিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, কিন্তু তোমার বৃথাই আসা হইয়াছে ।

৮। (সরমার উক্তি)—অযাস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগুণ, সোমপানে, উৎসাহিত হইয়া আসিবেন ; তাঁহারা এই বহু পরিমাণ গাভী ভাগ করিয়া লইবেন ; হে পণিগণ ! তখন তোমাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে উক্তি ত্যাগ করিতে হইবে ।

৯। (পণিগণের উক্তি)—হে সরমা ! দেবতারা ভয় প্রদর্শন করিয়া তোমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছেন, সেই নিমিত্তই তুমি আসিয়াছ ।

তোমাকে আমরা ভগিনীস্বরূপে পরিগ্রহ করিতেছি। তুমি আর ফিরিয়া যাইও না। হে স্তম্ভরি! তোমাকে এই গোধনের ভাগ দিতেছি।

১০। (সরমার উক্তি)—আমি ভ্রাতৃভগিনীসংক্রান্ত কোন কথা বুঝিতে পারি না। ইন্দ্র ও পরক্রান্ত অঙ্গিরার সম্মানেরা সকলি জানেন, তাঁহারা গাভী পাইবার জন্য আমাদের রক্ষাপূরক পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছি। হে পনিগণ! এই স্থান হইতে অতি দূরে পলায়ন কর।

১১। হে পনিগণ! এস্থান হইতে অতি দূরে পলায়ন কর। গাভীগণ কষ্ট পাইতেছে, তাহারী ধর্মের আশ্রয়ে এই পর্বত হইতে উঠিয়া চলুক। রূহস্পতি, সোম, সোমপ্রস্তুতকারী প্রস্তুতগণ, ঋষিগণ এবং মেধাবীগণ এই সকল গুপ্ত স্থানস্থিত গাভীদিগের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন।

১০৯ সূক্ত। ০

বিশ্বেদেবা দেবতা। জুহু কবি।

১। যখন রূহস্পতি ব্রহ্মকিল্বিষ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তিনি আপন পত্নী জুহুকে ত্যাগ করেন, তখন সূর্য্য, বরুণ, নীশ্রগামী বায়ু, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, সুখকর সোম, জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং স্বত্যস্বরূপ প্রজাপতির আর আর অগ্রজ সন্তান বলিলেন।

২। সোমরাজ্য কিছুনাড় লঙ্ঘিত না হইয়া পবিত্র চরিত্রশালিনী ভার্য্যাকে সর্ব প্রথম সমর্পণ করিয়াছিলেন। মিত্র ও বরুণ সেই বিষয়ের অমুমোদন করিলেন। হোমকর্ত্তা অগ্নি হস্তে ধারণপূরক পত্নীকে আনিয়া দিলেন।

৩। “এই পত্নীর দেহ হস্ত দ্বারাই স্পর্শ করা কর্ত্তব্য, ইনি যথাবিধানে পরিণীত পত্নী।” এই কথা তাঁহারা কহিলেন। যে দূত পাঠান হইয়াছিল, ইনি তাহার প্রতি আসক্ত হন নাই। যে রূপ বলবান রাজার রাজ্য সুরক্ষিত হয়, তক্রূপ ইহার সত্য রক্ষা হইয়াছে।

৪। যে সপ্তঋষি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং প্রাচীন দেবতারা এই পত্নীর বিষয়ে কহিয়াছেন। ইনি অতি শুদ্ধ চরিত্রা, স্তোত্রকে

বিবাহ করিয়াছেন। তপস্যা ও সচ্চরিত্রতা প্রভাবে নিকৃষ্ট পদার্থও পরমধামে স্থাপিত হইতে পারে।

৫। রহস্পতি পত্নী অভাবে একগণে ব্রহ্মচর্যা নিয়ম পালন করিতেছেন' তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্মা হইয়া তাঁহাদিগের অবয়ব বিশেষ হইরাছেন। তাহাতে তিনি পূর্বে যেমন সোমের হস্তে পত্নী পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ একগণেও পুনরায় সেই জুহু নামক পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন।

৬। দেবতার আবার তাঁহাকে পত্নী আনিয়া দিলেন; মনুষ্যেরাও আনিয়া দিলেন। রাজারা অগণপূর্বক, (অর্থাৎ চরিত্র নষ্ট হয় নাই এই অগণ করিয়া) শুদ্ধ চরিত্রা পত্নী তাঁহাকে পুনরায় সমর্পণ করিলেন।

৭। শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পুনরায় আনিয়া দিয়া দেবতার রহস্পতিকে অপাপ করিলেন। পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ন সমস্ত ভাগ করিয়া সর্ব সূত্রে অবস্থিতি করিতেছেন(১)।

১১০ সূক্ত।^০

আগ্নী দেবতা। জমদগ্নি ঋষি।

১। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি মনুষ্যের গৃহে অদ্য সমিদ্ধ হইয়া, নিজ দেব, অথচ আর আর দেবতাদিগকে পূজা কর। তোমার বন্ধু তোমাকে পূজা করেন, তুমি দেখিয়া দেখিয়া দেবতাদিগকে লইয়া এস, কারণ তুমি এক্ষণে বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্রিয়াকুশল হৃত।

২। হে তনুসপাৎ! যজ্ঞের গমনের যে সকল পথ, অর্থাৎ হোমের ত্রয় আছে, তাহাদিগকে মধুমিশ্রিত করিয়া তোমার সুন্দর জিহ্বা দ্বারা আশ্বাদন লও। সুন্দর সুন্দর ডাবের দ্বারা স্তবগুলিকে এবং বজ্রকে সমৃদ্ধ কর এবং আত্মাদিগের যজ্ঞকে দেবতা, অর্থাৎ দেবভোগ্য করিয়া দাও।

(১) এ সূক্তের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম নাই। সূক্তটি অগণেকারূপে আধুনিক ভাষায় লেখা নাই, এবং অনেক আধুনিক সূক্তের ন্যায় গুরুত্বাবে বিজড়িত। ইহাতে যে ব্রহ্মচরিত্রের কথা আছে, ঋগ্বেদের প্রথম অংশের মধ্যে সে কথার কোনও উল্লেখ নাই। রহস্পতির স্বামী সতীত্ব বহুক্ষেপে লক্ষ্যকর নাই এই সূক্তের বিষয়।

৩। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের আহ্বানকর্তা, তুমি ইন্দ্ৰ ও ঐশা-
ন্যের যোগ্য, বসুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া এস। হে একাণ্ড পুরুষ। তুমি-
দেবতাদিগের হোতা; তোমাকে প্রেরণ করা হইতেছে, তোমার মত যজ্ঞ
করিতে কেহ পারে না, তুমি এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর।

৪। দিনের প্রথমাংশে, অর্থাৎ পূর্বাহ্নে বেদিকে আচ্ছাদন করিবার
জন্য বর্হি পূর্বমুখ করিয়া বিস্তারিত হইতেছে। সেই পরম সূন্দর কুশ
আরো সিন্ধু হইতেছে, উহাতে দেবতারা এবং অদ্বিতি অতি সুখে উপ-
বেশন করিলেন।

৫। বনিতারা বেশভূষা করিয়া পতিদিগের নিকট নিত্যদেহ প্রকাশ
করে, তদ্রূপ এই সকল রূহৎ রূহৎ সুনিস্মিত দ্বারদেবীগণ পৃথক্ হইয়া
যাউক বিস্তারভাবে খুলিয়া যাউক, হে দ্বারদেবীগণ! যাগাতে দেবতারা
সুখে যাইতে পারেন, এইরূপে উদবাচিত হও।

৬। উষাদেবী আর রাত্রিদেবী ইঁহার। সৃষ্টির হেতু, অর্থাৎ লোকের
উত্তম নিদ্রাজনিত সুখ উৎপাদন করিয়া দেন; তাঁহার। যজ্ঞভাগের অধি-
কারী; তাঁহার। পরস্পর মিলিত হইয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন ককন। তাঁহার।
দিব্যালোকবাসিনী দুই নারীর ন্যায়, অতি গুণবতী, পরম গোভাষিতা;
উজ্জ্বল স্ত্রী ধারণ করেন।

৭। দৈব্য হোতাধ্বয়ই অগ্রে উৎসব বাক্যে স্তব করেন, মনুষ্যের যজ্ঞের
জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানকার্য্যকে নির্মাণ করিয়া তুলেন। পুরোহিতদিগকে ভিন্ন-
ভিন্ন অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রেরণ করেন, তাঁহার। ক্রিয়াকুশল এবং যত্নসহকারে
পুরুষদিগবর্তী আলোক উৎপাদন করেন।

৮। ভারতাদেবী শীঘ্র আয়াদিগের সঙ্গে আগমন ককন; ইলাদেবী
এই যজ্ঞের বিষয় স্মরণপূর্বক মনুষ্যের ন্যায় আগমন ককন। তাঁহার।
দুই জন এবং সরস্বতী এই তিন চমৎকার কর্ম্মকারিণী দেবী পুরোবর্তী
সুখকর কুশাসনে আসিয়া উপবেশন ককন।

৯। দ্যাবাপৃথিবী দেবতাদিগের জননী রূপা; যে দেব তাঁহাদিগের
উভয়কে উৎপাদন করিয়া সমস্ত জগতে নামা প্রাপ্তি করিয়াছেন, হে
হোতা! তুমি সেই দ্বন্দ্বী দেবকে অন্য পূজা কর; কারণ তোমার মত আছে,
তোমার মত যজ্ঞ করিতে কেহ পারে না এবং তুমি বিজ্ঞ।

১০। হে ইন্দ্র! (যজ্ঞে পশুবল্লভ করিবার কাষ্ঠ), তুমি নিজেই বথা-
সময়ে দেবতাদিগের অন্ন এবং অন্যান্য হোমদ্রব্য উপস্থিত করিয়া নিবেদন
করিয়া দাও। বলস্পৃতি, শমিতা নামক দেব এবং অগ্নি ইহারা মধু ও
ঘূতের সহিত হোমের দ্রব্য আশ্বাদন করুন।

১১। অগ্নি জম্বিবাশ্রিত তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনির্ম্মাণ করিলেন, দেবতাদিগের
অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন। এই অগ্নিস্বরূপ হোতা মন্ত্র পাঠ করুন,
যজ্ঞোপযোগী দেববাক্য উচ্চারিত হউক, 'স্বাহা' মন্ত্রে যে হোমের দ্রব্য
দেওয়া হয়, তাহা দেবতারা ভক্ষণ করুন।

১১১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অষ্টাদশ ঋষি।

১। হে বিশ্রাগণ! মনুষ্যদিগের যেমন যেমন দুষ্কির উদয় হয়, তদনু-
সরণেই স্তব পাঠ কর। সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ইন্দ্রকে আনয়ন করা যাউক।
কারণ সেই বীর ইন্দ্র স্তব জানিতে পারিলে স্তবকারীদিগকে স্নেহ করেন।

২। জলের আধার যিনি ধারণ করেন, তিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) জাজ্জ্বল্য-
মান হইলেন। অম্পবয়স্ক গাভীর গর্ভজাত রুষ যেমন গাভীদিগের সহিত
মিলিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্র সর্বব্যাপী হইলেন। বিলক্ষণ কোলাহলের সহিত
তিনি উদয় হইলেন। রুহৎ রুহৎ জলরাশি তিনি সৃষ্টি করিলেন।

৩। ইন্দ্রই কেবল এই স্তব শুনিতে জানেন, তিনি জয়শীল, তিনি
সূর্য্যের পথ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অবিচলিত ইন্দ্র সেনাকে আবিভূত
করিলেন। তিনি গাভীর স্বত্বাধিকারী ও স্বর্গের প্রভু হইলেন। তিনি
চিরস্থায়ী, তাঁহার বিপক্ষে কেহ গমন করিতে পারে না।

৪। অগ্নিরার সন্তানেরা যখন স্তব করিলেন, তখন ইন্দ্র নিজ মহিমা-
দ্বারা প্রকাশ সমুদ্রের অর্থাৎ মেঘের কার্য্য সকল নষ্ট করিলেন। তিনি
প্রভুত পরিমাণে জল সৃষ্টি করিলেন, তিনি সত্যস্বরূপ ছালোকে বলধারণ
করিলেন।

৫। ইন্দ্র এক দিকে, আর পৃথ্বী ও আকাশ এক দিকে, অর্থাৎ তিনি
একাকী হইয়া সমবেত ঐ উভয়ের তুল্য। তিনি সকল লোমযাগের সহবাদ

রাধেন্দ্র, তাপ নষ্ট করেন। তিনি সূর্য্যদ্বারা প্রকাণ্ড আকাশকে সজ্জিত করিয়াছেন, তিনি ধারণ করিতে পটু, তিনি যেন স্তম্ভের দ্বারা আকাশকে উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন ।

৬। হে ইন্দ্র ! তুমি রত্ননিধনকারী, বজ্রদ্বারা রত্নকে বধ করিয়াছ, দেববিরোধী সেই রত্ন যখন রুদ্ধি পাইতেছিল, তখন দুর্দৃষ্ণ তুমি বজ্রদ্বারা তাহার সকল মায়ী নষ্ট করিলে। হে ধনশালী ! তৎপরে তুমি বাহুবলে বলী হইলে ।

৭। যখন উষাদেবীগণ সূর্য্যের সহিত মিলিত হইলেন, তখন সূর্য্যের রশ্মিগুলি নানা বর্ণের গোভা ধারণ করিল। পরে যখন আকাশের নক্ষত্র দৃষ্টি হইল, তখন কেহই আর গমনকারী সূর্য্যের কিছুই দেখিতে পাইল না ।

৮। ইন্দ্রের আজ্ঞায় যে সকল জল চলিত হইল, সেই সর্ব্ব প্রথম জল-গুলি অতি দূরে গিয়াছিল, সেই জলদিগের অগ্রভাগই বা কোথায় ? মস্তকই বা কোথায় ? হে জলগণ ! তোমাদিগের মধ্যস্থান, বা চরম সীমা কোথায় ?

৯। হে ইন্দ্র ! রত্ন যখন জলদিগকে গ্রাস করিতেছিল, তুমি তাহাদিগকে মোচন করিয়া দিলে। তখনই জলগুলি সর্ব্বত্র বেগে প্রবাহিত হইল। ইন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন জল মোচন করিয়া দিলেন, তখন সেই পরিশুদ্ধ জল সকল আর স্থির থাকিতে পারিল না ।

১০। জলগণ যেন কামাতুর হইয়া একত্র মিলনপূর্ব্বক সমুদ্রে চলিল, শত্রুপূরোধনকারী এবং শত্রুজর্জরকারী ইন্দ্র চিরকালই এই সকল জলের প্রভু হইয়া অছেন। হে ইন্দ্র ! তোমাদিগের পৃথিবীস্থিত নানা যজ্ঞসামগ্রী এবং চিরাভ্যস্ত নানা প্রীতিকর স্তব তোমার নিকটে গমন করুক ।

১১২ বৃষাব্দ ।

ইন্দ্র দেবতা । নভঃ প্রভেদন ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! সোম প্রস্তুত হইয়াছে, যত ইচ্ছা পান কর। প্রাতঃ-কালে যে সোম প্রস্তুত হয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গে তোমারই পান করিবার যোগ্য। হে বীর ! শত্রুনিধনের জন্য উৎসাহযুক্ত হও, শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক তোমার বীর্য বর্ণনা করিতেছি ।

২। হে ইন্দ্র ! তোমার বুথ মন অপেক্ষাও ক্ষুদ্রগামী, সেই রথযোগে সোমপানের জন্য আগমন কর। যে সকল পুরুষজাতি ঘোটকের সাহায্যে তুমি আনন্দ মনেগমন কর, তোমার সেই হরিনামক ঘোটকগুলি শীঘ্র ধাবিত হউক।

৩। হে ইন্দ্র ! হরিৎবর্ণ ঔজ্জ্বল্যদ্বারা এবং সূর্য্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতর নানা শোভাদ্বারা তোমার শরীর বিভূষিত কর। আমরা বন্ধুভাবে তোমাকে ডাকিতেছি ; আমাদের সংঙ্গে উপবেশনপূর্ব্বক আমোদ কর।

৪। সোমপানে মত্ত হইলে তোমার যে মহিমা হয়, এই দাবাপৃথিবী তাহা সংধারণ করিতে পারে না। অতএব হে ইন্দ্র ! তোমার প্রেমাস্পদ ঘোটকগুলি খোজনা করিয়া সুস্বাদু যজ্ঞসাগ্রী অভিমুখে যজ্ঞমানের গৃহে আগমন কর।

৫। হে ইন্দ্র ! নিত্য নিত্য যাহার সোমপান করিয়া তুমি অতুল বল প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুহিংসা করিয়াছ, সেই যজ্ঞমান তোমার উদ্দেশে বিস্তর স্তব প্রেরণ করিতেছে, তোমার আশ্রমোদের জন্য সেই সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৬। হে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র ! এই সোমপাত্র তুমি চিরকাল পাইয়া থাক, ইহা পান কর। তাবৎ দেবতা বাহা পাইতে অভিলাষ করেন, সেই মধুতুল্য এবং মত্তভাজনক সোমের এই নিপান পরিপূর্ণ করা হইয়াছে।

৭। হে ইন্দ্র ! বিস্তরলোকে অন্নসংগ্রহপূর্ব্বক তোমাকে নানা স্থানে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু আমাদিগের প্রস্তুত করা এই সোমগুলি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা মধুর হউক, এই গুলিতেই তোমার কচি উৎপন্ন হউক।

৮। হে ইন্দ্র ! পূর্ব্বকালে সকলের অগ্রে তুমি যে সকল বীর্য্য করিয়াছিলে, তাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। জলের জন্য তুমি মেঘ বিদীর্ণ করিয়াছ, গাভীকে স্তোতার পক্ষে অনায়াসলভ্য করিয়া দিয়াছ।

৯। হে বহুলোকের অধিপতি ! স্তবকর্তাদিগের মধ্যে উপবেশন কর, ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানু কহে। কি নিকটে, কি দূরে, তোমা ব্যতিরেকে কিছুই অস্বচ্ছন্দ হয়না। হে ধনশালী ! আমাদিগের ঋক্ সমূহকে বিস্তারিত ও বিচিত্র রূপ করিয়া দাও।

১০ । হে ধনশালী ! আমরা তোমার নিকট যাচক, আমাদেরিগকে তেজস্বী কর । হে ধনের অধিপতি ! হে বন্ধু ! আমরা যে তোমার বন্ধু আছি, আমাদেরিগের সংবাদ লও । হে যুদ্ধকারী ! তোমার ক্ষমতাই যথার্থ । যে স্থানে ধনলাভের কোন সম্ভাবনা নাই, সেই স্থানেও আমাদেরিগকে ধনের ভাগী কর ।

১১৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । প্রভেদন ঋষি ।

১ । আর আর দেবতাদিগের সহিত দ্যাবাপৃথিবী মনোযোগী হইয়া ইন্দ্রের বল রক্ষা করুন । যখন তিনি বীরত্ব করিতে করিতে আপনার উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত হইলেন, তখন সোমপানপূর্বক নানা কার্য সম্পাদন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন ।

২ । বিষ্ণু মধুযুক্ত লতাখণ্ড অর্থাৎ সোমলতাখণ্ড প্রেরণপূর্বক ইন্দ্রের সেই মহিমা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন । ধনশালী ইন্দ্র সহযোগী দেবতাদিগের সহিত একত্র হইয়া রত্নকে নিধনপূর্বক সর্বশ্রুত হইলেন ।

৩ । হে উগ্রতেজ ইন্দ্র ! যখন তুমি স্তবের বাসনাতে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক দুর্দ্ধর রত্নের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, তখন সমস্ত মকংগণ তোমার মহিমা বাড়াইয়া দিলেন, নিজেও তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন ।

৪ । ইন্দ্র জন্মযাত্র শত্রু দমন করিয়াছিলেন ; তিনি যুদ্ধের অভিসন্ধি করিয়া আপনার পুরুষকার বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন । তিনি রত্নকে ছেদন করিলেন, জলসমূহ মৌচন করিয়া দিলেন, উত্তম উদ্যোগ করিয়া বিস্তীর্ণ স্বর্ণ লোককে স্তম্ভযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ উন্নতভাবে সংস্থাপিত রাখিলেন ।

৫ । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শত্রুসেনার দিকে ইন্দ্র একেবারেই ধাবিত হইলেন । বিশিষ্ট মহিমা দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করিলেন । যে বজ্র দানশীল বকণ ও মিত্রদেবের সুখের উৎপাদক হয়, তিনি সেই লৌহময় বজ্র দুর্দ্ধরভাবে ধারণ করিলেন ।

৬। ইন্দ্র নামা শব্দ করিতেছিলেন, শক্রদিগকে নিধন করিতে ছিলেন, তাঁহার বলবিক্রম ঘোষণা করিবার জন্য জল সকল নির্গত হইল। রুদ্র অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হইয়া জল ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল, তীক্ষ্ণতেজা ইন্দ্র বলপূর্বক সেই রুদ্রকে ছেদন করিলেন ।

৭। ইন্দ্র ও রুদ্র পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্বক প্রথমে নানা বীরত্ব করিতে লাগিলেন এবং মহারোষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । রুদ্র নিধন হইলে গাঢ় অন্ধকার নষ্ট হইল । ইন্দ্রের মহিমা এ প্রকার যে, বীরদিগের নামোল্লেখ কালে সর্বত্রই ইহার নাম হয় ।

৮। হে ইন্দ্র ! সোমরস ও স্তবের দ্বারা তাবৎ দেবতা তোমার বলবিক্রমের সংবর্দ্ধনা করিলেন । ইন্দ্র দুর্জয় রুদ্রকে বধ করিলেন, তাহাতে শীঘ্রই লোকের অন্ন লাভ হইল । যেরূপ অগ্নি শিখা দ্বারা দাহবস্ত্র ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ লোকে দন্তদ্বারা অন্ন চর্বন করিতে লাগিল ।

৯। হে স্তবকর্তীগণ ! ইন্দ্র যে সকল বন্ধুত্বের কার্য্য করিয়াছেন, তাহা উত্তম উত্তম নামা বাক্য এবং বন্ধুজনোচিত নানা ছন্দের দ্বারা বর্ণনা কর, ইন্দ্র ধুনি ও চুমুরিকে বধ করিয়াছেন এবং আশ্বাযুক্ত চিত্তে দভীতি রাজার প্রার্থনাতে কর্ণপাত করিয়াছেন ।

১০। আমি স্তব উচ্চারণ কালে যাহা অভিলাষ করিয়াছিলাম হে ইন্দ্র ! সেই সমস্ত প্রভূত পরিমাণ সম্পত্তি এবং উত্তম উত্তম ঘোটক বিতরণ কর । তাবৎ পাপ যেন অতিক্রম করি এবং কল্যাণ লাভ করি । আমরা যে স্তব রচনা করিতেছি, যত্নপূর্বক তাহাতে মনোযোগ প্রদান কর ।

১১৪ সূক্ত । ৩

বিশ্বদেব দেবতা । মধু ঋষি ।

১। সূর্য্য আর অগ্নি, এই যে দুই প্রভু দেবতা আছেন, তাঁহারা চতুর্দিকে গমনপূর্বক ত্রিভুবনব্যাপী হইলেন । মাতরিশ্বা তাঁহাদিগের প্রীতি লাভ করিলেন । যখন দেবতারা সাম ও সূর্যকে প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহারা ত্রিভুবন রক্ষার জন্য আকাশের জল স্রষ্টি করিলেন ।

২। যজ্ঞ দিব্যর জন্য যজ্ঞকর্ত্তারা তিন নিঃশব্দের উপাসনা করে ;
পার যশস্বী অগ্নিরা দেবতাদিগের সহিত পরিচিত হয়েন। বিদ্বান্দের
তঁহাদিগের নিদান অবগত আছেন, তঁহারা পরম গুহ্যত্বে অবস্থান
করেন ।

৩। এক যুবতী নারী আছেন, তঁহার বস্তকে চারি বেণী, তঁহার
মূর্ত্তি সুন্দর ও স্নিগ্ধ, তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন । হুই পক্ষী
তঁহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হইলেন(১) ।

৪। এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, সে এই সমস্ত বিষভর
অবলোকন করে । পরিণত বুদ্ধিধারা তঁহাকে আমি দেখিয়াছি, সে
মিকটবর্ত্তিনী মাতাকে লেহন করে, মাতাও তঁহাকে লেহন করে(২) ।

৫। পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তঁহাকে কম্পনাপূর্ব্বক
অনেক প্রকার বর্ণনা করেন । তঁহারা যজ্ঞের সময় নানা ছন্দ উচ্চারণ করেন,
এবং দ্বাদশসংখ্যক সোম পাত্র সংস্থাপন করেন(৩) ।

৬। পণ্ডিতগণ চত্বারিংশৎ প্রকার ছন্দ উচ্চারণ করেন, এবং দ্বাদশ
সোমপাত্র সংস্থাপন করেন ; এই রূপে তঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক যজ্ঞস্থান
করিয়া ঋক্ ও সাম দ্বারা রথ চালাইয়া থাকেন । অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন
করেন ।

৭। এই যজ্ঞের আরো চতুর্দশ মহিমা আছে ; সাত জন বিদ্বান্ বাক্য-
দ্বারা সেই যজ্ঞ সম্পাদন করেন । যজ্ঞের পথে উপস্থিত হইয়া দেবতারা
সোম পান করেন, সেই বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় কে বর্ণনা করিতে পারে ?

(১) অর্থাৎ যজ্ঞ বেদিই সেই নারী, চারি কোন যুগ থাকিতে স্নিগ্ধ, যজ্ঞ-
নামটাই ভাল ভাল বস্ত্র, হুই পক্ষী অর্থাৎ যজ্ঞমান ও পূর্ব্বোক্ত । সায়ণ ।

(২) অর্থাৎ পক্ষী এখানে প্রাণ বায়ু, সমুদ্র ব্রহ্মণ্ড । আর মাতা অর্থে বাক্য ।
প্রাণ না থাকিলে বাক্য থাকে না । সায়ণ ।

(৩) অর্থাৎ পরমাত্মা এক, তঁহাকে নানারূপে কম্পনা করা হয় । সায়ণ ।
ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম এক আত্মা, বা ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র এই কথাটী
ঋগ্বেদে অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় । ১ যণ্ডলের
১৩৪ সূক্তের ৪৬ ঋক্ দেখ । যে কারণে সেই সূক্তটীকে আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক
বলিয়াছি, (তঁহার শেষ ঋকের টীকা দেখ), সেই সমস্ত কারণ বলতঃ এই সূক্তটীও
অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া অনুমান হয় ।

৮। পঞ্চদশ সহস্র উক্ত আছে; দ্যাবাপৃথিবী যত ব্রহ্ম, উক্তও তত ব্রহ্ম। স্তোত্রের মহিমা সহস্র প্রকার, স্তোত্র যেরূপ অসীম, বাক্যও তদ্রূপ অসীম(৪)।

৯। কোন্ পণ্ডিত এরূপ আছেন, যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত আছেন? কেই বা মূলীভূত বাক্যকে বুঝিয়াছেন? কে এরূপ প্রধান পুঙ্খ আছেন, যিনি সমস্ত পুরোহিতের উপর অষ্টম হইতে প্যারেন(৫)? কেই বা ইন্দ্রের দুই হরিৎ বর্ণ ঘোটককে নিশ্চিত বুঝিয়াছে অথবা দেখিয়াছে?।

১০। কোন কোন ঘোটক পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত বিচরণ করে; কেহ বারথের ধুরাতে যোজিত হইয়াই থাকে। যখন সারথি রথের উপরে সংস্থাপিত হয়েন, তখন পরিশ্রম দূর করিবার জন্য ঐ সকল ঘোটকদিগকে উপযুক্ত আহার দেওয়া হয়।

১১৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উপস্তত ঋষি।

১। এই নবীন বালকের (অর্থাৎ অগ্নির) কি আশ্চর্য্য প্রভাব, এ বালক দুক্ষ পানের জন্য মাতা পিতার নিকটে যায় না। ইহার পান করিবার জন্য স্তনদুগ্ধ নাই, অথচ এ বালক জন্মিয়াছে। তৎক্ষণাৎ এ বালক গুরুতর দৌতাকার্য্যের ভার গ্রহণপূর্ব্বক তাহা নিরীহ করিল।

২। যিনি নানা কর্মকারী ও দাতা, সেই অগ্নিকে আধান করা হইলে, ইনি জ্যোতির্ময় দন্তদ্বার বলদিগকে ভক্ষণ করেন। জুহু নামক উক্ত পাত্রের ইহাকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হইয়াছে। দ্রষ্টপুষ্ঠ বলবান্ রূষ যেমন ঘাস ভক্ষণ করে, ইনি তদ্রূপ যজ্ঞ ভাগ ভক্ষণ করিতেছেন।

(৪) "As early as about 600 B.C. we find that in the theological schools of India every verse, every word, every syllable, of the (Rig) Veda had been counted. The number of verses as computed in treatises of that date varies from 10,402 to 10,822; that of the words is 153,826; that of the syllables, 432,000."—Max Muller's *Selected Essays*, vol. II (1881), p. 119.

(৫) সাত জন পুরোহিতের উল্লেখ নবম ও দশম মণ্ডলের অনেক স্থানে পাওয়া যায়।

৩। সেই অগ্নিপক্ষীর ন্যায় রক্ষা আশ্রয় করেন। তিনি দীপ্তিশীল অন্ন দাতা, শব্দসহকারে বনদাহ করেন, জল ধারণ করেন, মুখে করিয়া হব্য বহন করেন, আলোকের দ্বারা রহৎ হইয়া আছেন, তাঁহার কার্য্য মহৎ, আপনার যাইবার পথকে তিনি রক্ত বন করিয়া যান। সেই অগ্নিকে তোমরা স্তব কর।

৪। হে জরারহিত অগ্নি! যখন তুমি দাহ করিতে থাক, তখন বায়ুগণ আসিয়া তোমার চতুর্দিকে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ অবিচলিত পুরোহিতগণ, যজ্ঞোপলব্ধে স্তব করিতে করিতে তোমাকে বেষ্টিত করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন তুমি তিন মূর্ত্তি ধারণ কর, বল প্রকাশ কর, ইতস্তত গমন কর, পুরোহিতেরা যোদ্ধাদিগের মত কোলাহল করিতে থাকে।

৫। সেই অগ্নিই নররূপেক্ষা শব্দ করেন। যাহারা সশব্দে স্তব করে, তিনি তাহাদের বন্ধু। তিনি ঐভূ, শত্রু নিকটে পাইলে বিমোহ করেন। অগ্নি স্তবকারীদিগকে রক্ষা করন, বিদ্বান্দিগকে রক্ষা করন। তাঁহাদিগকে এবং আমাদিগকে আশ্রয় দিন।

৬। হে উৎকৃষ্ট পিতার সম্ভান! অগ্নির তুল্য অম্ববান্ কেহ নাই, তিনি বলবান্ সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠ, বিপদের সময় ধনুর্ধরাণপূর্ব্বক রক্ষার কৰ্মে। সেই জাতবেদা অগ্নিকে উৎসাহপূর্ব্বক উত্তম উত্তম যজ্ঞ সামগ্রী দাও এবং শৌভ্র স্তব করিবার জন্য উদ্যোগী হও।

৭। বিদ্বান্ কার্য্যাদ্যক্ষ মনুষ্যগণ অগ্নিকে এইরূপ স্তব করেন যে, অগ্নি বসু এবং বলের পুত্ররূপ। যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বন্ধুর ন্যায় তাঁহারা অগ্নির কৃপায় তৃপ্তলাভ করেন। তাঁহারা জ্যোতিষ্ময় গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় নিজ ভেজে মনুষ্যদিগকে পরাভব করেন।

৮। হে বলের পুত্র! হে বলবান অগ্নি! আমি উপস্তুত, সিদ্ধিদাতা আমার স্তববাক্য তোমাকে এই রূপ স্তব করিতেছে। তোমাকে স্তব করি, তোমার কৃপায় অতি দীর্ঘায়ু হই এবং সম্ভান সন্ততি সম্পন্ন হই।

৯। হৃষ্টিহব্য নামক ঋষির পুত্র উপস্তুতগণ তোমাকে এই কথা বলিলেন। তাঁহাদিগকে এবং স্তবকারী বিদ্বান্দিগকে রক্ষা কর। তাঁহারা বশট এই বাক্যে এবং নমো নমঃ এই বাক্যে স্তব করিয়া উঠিলেন।

১১৬ সূক্ত

ইন্দ্র দেবতা । অগ্নিযুক্ত ঋষি ।

১। হে বলবানদিগের অগ্রগণ্য ইন্দ্র! প্রভূত বললাভের জন্য সোম পান কর; রত্নকে বধ করিবার জন্য সোমপান কর। ধন ও অন্নের জন্য তোমাকে তাকাইতেছে, পান কর। মধু পান কর; তৃপ্তি লাভ করিয়া রুষ্টি বর্ষণ কর।

২। হে ইন্দ্র! এই সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য আছে, সোম ক্ষরিত হইতেছে, ইহার সারভাগ পান কর। কল্যাণদান কর, মনে মনে আনন্দলাভ কর, ধন ও সৌভাগ্যদানের জন্য উন্মুখ হও।

৩। হে ইন্দ্র! স্বর্গের সোম তোমাকে মত্ত ককক; পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাও মত্ত ককক। যাহা দ্বারা ধনদান কর, সেই সোম মত্ত ককক। যাহা দ্বারা শত্রুনাশ কর, তাহা মত্ত ককক।

৪। ইন্দ্র ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই দৃঢ়, তিনি সর্বত্রগামী, তিনি রুষ্টিবর্ষণকারী। আমরা সোমস্বরূপ আহারীয় দ্রব্য চতুর্দিকে সন্ধান করিয়াছি, দুই ঘোটকের দ্বারা তিনি তাহার নিকটে গমন ককন। হে শত্রু সন্ধানকারী! মধুতুল্য সোম গোচরণের উপর আবর্জিত (ঢালা) হইয়াছে, পরিপূর্ণ রাখা হইয়াছে। রথের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্বক যজ্ঞের শত্রুদিগকে বিনাশ কর।

৫। সুতীক্ষ্ণ অন্ত্রসকল প্রদর্শনপূর্বক রাক্ষসদিগকে ভূমিশায়ী কর, ভূমি ভীমমূর্ত্তি, তোমাকে বলকর ও উৎসাহকর এই সোম দিতেছি। শত্রুদিগের অভিযুখীন হইয়া কোলাহলময় যুদ্ধমধ্যে তাহাদিগকে ছেদন কর।

৬। হে প্রভু ইন্দ্র! অন্ন বিস্তার কর, শত্রুদিগের প্রতি আপনার অবিচলিত প্রভাব ও ধন বিস্তার কর, আমাদের প্রতি অনুকূল হইয়া রুষ্টি লাভ কর। শত্রুদিগের নিকট পরাভব প্রাপ্ত না হইয়া নিজ বলের দ্বারা শরীরকে রক্ষিত কর।

৭। হে ধনশালী! এই যজ্ঞসামগ্রী তোমাকে উপঢৌকন দিলাম। হে সম্রাট! রূপিত না হইয়া গ্রহণ কর। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার জন্য

সোম প্রস্তুত হইয়াছে, তোমার জন্য আহার পাক করা হইয়াছে, এই সমস্ত দ্রব্য তোমার নিকট যাইতেছে, পান ভোজন কর ।

৮। হে ইন্দ্র ! এই সমস্ত যজ্ঞসামগ্রী তোমার নিকট যাইতেছে, আহারের যে দ্রব্য পাক করা হইয়াছে, তাহা এবং সোম, উভয়ই ভোজন কর । অন্ন লইয়া তোমাকে আচারার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি । যজ্ঞমানের মনে বাসনাগুলি সফল হউক ।

৯। ইন্দ্র ও অগ্নির প্রতি সুরচিত স্তব প্রেরণ করিতেছি । স্তব-মন্ত্ৰের দ্বারা আমি যেন সমুদ্রে নৌকা ভাসাইলাম । দেবতারা পুরোহিত-দিগের ন্যায় পরিচর্যা করিতেছেন, তাঁহারা আনাদিগের শত্রু উন্মূল-পূর্বক আমাদের দান করিতেছেন ।

১১৭ সূক্ত ।

দান দেবতা । তিস্তু ঋষি(১)।

১। দেবতারা যে ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ক্ষুধা প্রাণনাশিনী । আহার করিলেও মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি নাই । কিন্তু দাতার ধন হ্রাস হয় না । অদাতাকে কেহই সুখী করে না ।

২। যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাজ্ঞা রব করিতে করিতে উপস্থিত হয় এবং অন্ন ভিক্ষা করে, তখন যে অন্নবান্ হইয়াও ছন্দস কঠিন করিয়া রাখে এবং অগ্নে নিজে ভোজন করে, তাহাকে কেহ কখন সুখী করে না ।

৩। কোন কৃশ ব্যক্তি অন্নলোভে আসিয়া ভিক্ষা করিলে, যিনি অন্ন দান করেন, তিনি ভোজ্য, অর্থাৎ দাতা । তাঁহার সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়, শত্রুগণের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন ।

৪। এক সজ্জের সঙ্গী যদি নিকটে আসেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হইয়া তাঁহাকে অন্ন দান না করে, সে বন্ধুই নয় । তাহার শিকট হইতে চলিয়া যাত্ৰয়াই উচিত । তাহার গৃহ গৃহই নয় । তখন উচিত, অন্য কোন-ধনাঢ্য দাতাব্যক্তির নিকট গমন করা ।

(১) এই সূক্তটি দান সম্বন্ধে । ইহাতে কতকগুলি ঋক্ বৃহদ্রস্ময়গাথী ।

৫। যাঁচকে অবশ্য ধন দান করিবে। সেই দাতাব্যক্তি অতি দীর্ঘ পথ প্রাপ্ত হয়। রথের চক্র যেমন উর্ধ্বাধোভাবে ঘূর্ণিত হয়, তদ্রূপ ধন কখন এক ব্যক্তির নিকট, কখন অপর ব্যক্তির নিকট গমন করে, অর্থাৎ এক স্থানে চিরকাল থাকে না।

৬। যাহার মন উদার নহে, তাহার মিথ্যা ভোজন করা। বলিতে কি, তাহার ভোজন তাহার মৃত্যু স্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না। যে কেবল নিজে ভোজন করে, তাহার কেবল পাঁপই ভোজন করা হয়।

৭। লালসাল কৃষিকার্য্য করিয়া অন্ন প্রস্তুত করে, সে আপন পথে গমন করিয়া আপনায় ক্রিয়াদ্বারা শস্য উৎপাদন করে। পুরোহিত যদি বিদ্বান্ হয়, তবে সে মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ দাতাব্যক্তি অদাতার উপরিবর্তী।

৮। যাহার এক অংশমাত্র সম্পত্তি থাকে, সে দুই অংশ সম্পত্তির অধিকারীকে উপাসনা করে, যাহার দুই অংশ আছে, সে তিন অংশ, বিশেষের পশ্চাদ্বর্তী হয়। চতুরংশবান্ আবার উহাদিগের উপরে স্থান গ্রহণ করেন। এইরূপ অগ্র পশ্চাদ্বাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে। অল্প ধনী অধিক ধনীর উপাসনা করে।

৯। আমাদিগের দুইহস্ত পরস্পর সমানাকৃতি বটে, কিন্তু ধারণক্ষমতা সমান নহে। দুই গাভী একমাতার উদরে জন্মগ্রহণ করিলেও সমান দুগ্ধ দেয় না। দুই ব্যক্তি যমক ভ্রাতা হইলেও উহাদিগের পরাক্রম সমান হয় না। দুই জনে এক বংশের সন্তান হইয়াও সমান দাতা হয় না।

• ১১৮ সূক্ত ।

রাক্ষসবধকারী অগ্নি দেবতা। উন্নয়ন ধর্ম্ম ।

১। হে পবিত্র ব্রতধারী অগ্নি! মনুষ্যদিগের মধ্যে তুমি আপন স্থানে দীপ্তিমান্ হও। শত্রুকে বধ কর।

২। ক্রচ্ নামক যজ্ঞপাত্র তোমার প্রতি উত্তোলন করা হইয়াছে, তোমাকে উত্তম আভূতি দেওয়া হইয়াছে। তুমি উৎকৃষ্ট হৃদয়ের প্রতি কচি-বিশিষ্ট হও।

৩। অগ্নিকে আহ্বান করা হইয়াছে। তিনি বাক্যদ্বারা স্তব করিবার যোগ্য। তিনি দীপ্তি পাইতেছেন। সকল দেবতার অগ্নে তাঁহাকে ঋচ্ দ্বারা যতাক্ত করা হইতেছে।

৪। অগ্নিতে অহতি দেওয়া হইল, তাঁহার দেহ যতময় হইল, তিনি দীপ্যমান ও সুসযুক্ত আলোকযুক্ত হইলেন, তিনি যতাক্ত হইলেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি দেবতানিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন কর, স্তব করিলে, তুমি প্রজ্জ্বলিত হও। এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা আহ্বান করিতেছে।

৬। হে মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যগণ! সেই অগ্নি অমর, দুর্দ্ধর্ষ এবং গৃহের স্বামী। যতদ্বারা তাঁহার পূজা কর।

৭। হে অগ্নি! দুর্দ্ধর্ষ তেজের দ্বারা তুমি রাক্ষসকে দক্ষ কর। যজ্ঞের রক্ষকস্বরূপ হইয়া দীপ্তি ধারণ কর।

৮। হে অগ্নি! তোমার স্বভাবসিদ্ধ তেজঃ প্রয়োগ করিয়া রাক্ষসী-দিগকে দক্ষ কর। তোমার যে সকল প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় অবস্থিতি-পূর্ব্বক দীপ্তি ধারণ কর।

৯। মনুষ্য জাতির মধ্যে তোমার তুল্য যজ্ঞকর্ত্তা কেহ নাই; তোমার নিবাসস্থান অতি চমৎকার; তুমি দ্রব্য বহন কর, এতাদৃশ তোমাকে স্তব সহকারে প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছে।

১১৯ সূক্ত।

লগুরুপী ইন্দ্র দেবতা। তিনিই ঋষি।

১। আমাদের মানসই এই যে, গো, অশ্ব দান করি। আমি অনেক বার সোম পান করিয়াছি।

২। যেমন বায়ু রক্ষকে কম্পিত ও উন্নত করে, তজ্জপ সোমরস আমা-কর্ত্তক পীত হইয়া আমাকে উন্নত করিয়াছে। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৩। যেরূপ শীঘ্রগামী ঘোড়কেরা রথকে উন্নত করিয়া রাখে, তজ্জপ সোমরসগুলি আমাকর্ত্তক পীত হইয়া আমাকে উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। আমি অনেক বার ইত্যাদি।

৪। যেরূপ গাভী হুম্বারবে বৎসের প্রতি যায়, তদ্রূপ স্তব আমার দিকে আসিতেছে । আমি অনেক বার, ইত্যাদি ।

৫। যেরূপ তট্টা (ছুতার) রথের উপরিভাগ নির্মাণ করে, তদ্রূপ আমি মনে মনে স্তব রচনা করিয়াছি, অর্থাৎ স্তোত্রার মনে উদয় করিয়া দি । আমি অনেক বার, ইত্যাদি ।

৬। পঞ্চজনপদের যে মহত্ব আছে, তাহার কেহ কখন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না । আমি অনেক বার, ইত্যাদি ।

৭। দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হইয়া আমার এক পার্শ্বেরও সমান হইবেক না । আমি অনেক বার, ইত্যাদি ।

৮। আমার মহিমা স্বর্গলোককে এবং এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করে । আমি অনেকবার ইত্যাদি ।

৯। আমার এরূপ ক্ষমতা যে, যে যদি বল, তবে এই পৃথিবীকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া রাখিতে পারি । আমি অনেক বার, ইত্যাদি ।

১০। এই পৃথিবীকে আমি দক্ষ করিতে পারি । যে স্থান বল সেস্থান ধ্বংস করিতে পারি । আমি অনেক বার, ইত্যাদি ।

১১। আমার এক পার্শ্বদেশ আকাশে আছে, আর এক পার্শ্বদেশ নীচের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীতে রাখিয়াছি । আমি অনেক বার, ইত্যাদি ।

১২। আমি মহতেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠিয়াছি । আমি অনেকবার ইত্যাদি ।

১৩। আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাদিগের নিকট হব্য বহন করি, এবং স্বয়ং হব্য গ্রহণ পূর্বক চলিয়া যাই । আমি অনেক বার, ইত্যাদি ।

সপ্তম অধ্যায় ।

১২০ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । রুহদ্রির ঋষি ।

১। যাহাঁ হইতে জ্যোতির্ময় সূর্য্য জন্মিয়াছেন, তিনিই সর্ক্যাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ বয়োধিক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্ব কেই ছিল না। তিনি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শত্রু ধ্বংস করেন। তাবৎ দেবতা তাঁহাকে অতি নন্দন করে।

২। সেই অতি তেজস্বী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হইয়া দাসজাতির হৃদয় ভয় সঞ্চার করিয়া দেন। স্থাবর, জঙ্গম, সর্ব্বভূতকে তুমি সোম পানের আনন্দে সুখী কর, তাহাদিগকে শোধন কর; তখন তাহারা তোমাকে স্তব করে।

৩। দেবতাদিগের তৃপ্তি সম্পাদনকারী বজ্রমানগন যখন এক হইতে দুই হয়, (অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করে), পরে যখন তিনি হয়, (অর্থাৎ সম্তান উৎপাদন করে), তখন তোমার উপরেই সকল যজ্ঞ কার্য্য সমাপন করে, অর্থাৎ তুমি নহিলে যজ্ঞ হয় না। বাহা সুস্বাদু আছে, তাহার সহিত তদপেক্ষা আরো সুস্বাদু বস্তু তুমি মিলন করিয়া দাও। এই চমৎকার যে মধু আছে, তাহার সহিত আরো মধু মিলন কর। (অর্থাৎ সোভাগোর উপর আরো সোভাগ্য বিধান কর)।

৪। সোম পানপূর্ব্বক মত্ত হইয়া তুমি যখন ধন জয় কর, তখন স্তোতাগণও সেই সঙ্গে সোমপানমদে মত্ত হয়। হে দুর্দ্ধব! অটল ভেজ প্রদর্শন কর। দুঃসাহসিক রাক্ষসেরা তোমাকে ঘেন পরাভব করিতে ন পারে।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা পাইয়া আমরা যুদ্ধে বিলক্ষণ শত্রু নিপাত করি; আমরা যেন যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত বিস্তর শত্রুর সাক্ষাৎ পাই,

সুবাক্য উচ্চারণপূর্বক তোমার অস্ত্রশস্ত্রকে উৎসাহিত করিতেছি।
বেদবাক্যদ্বারা তোমার তেজঃ ভীক্ষু করিয়া দিতেছি।

৬। সেই ইন্দ্রকে সুব করি, যিনি সুবের যোগ্য, যাঁহার মূর্ত্তি নানা,
যাঁহার দীপ্তি চমৎকার, যাঁহার তুল্য প্রভু নাই, যিনি সকল আত্মীয়ের শ্রেষ্ঠ
আত্মীয়। তিনি ক্ষমতাবলে সপ্তদানবকে বিদীর্ণ করেন, বিস্তর প্রতি-
দ্বন্দ্বীকে পরাভব করেন।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি যে গৃহে আপনার আশ্রয় দান করিয়াছ, তথায়
পার্শ্বি ও দিব্য তুমি প্রকার সম্পত্তি সংস্থাপন করিয়াছ। সর্বভূতের
নির্ঘাণাকরিণী দ্যাবাপৃথিবী যখন চঞ্চল হয়, তখন তুমিই তাহাদিগকে
স্থির বর। সেই উপলক্ষে নানা কার্য তোমাকে করিতে হয়।

৮। ঋষিশ্রেষ্ঠ রুহদিব স্বর্গ লাভের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে
এই সকল প্রীতিকর বেদবাক্য পড়িতেছেন। সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্র রুহৎ
পর্বতকে অপসারিত করেন এবং শত্রুর অশেষ দ্বার উন্মোচন করেন।

৯। অথর্বার সন্তান মহামতি রুহদিব ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া আপনার
সুব পাঠ করিলেন। পৃথিবীস্থ নির্মল নদীগণ জল প্রবাহিত করিতেছে এবং
অমদ্বারা প্রজা লোকের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছে।

১২১ সূক্ত।^{১০}

“ক” এই নামধারী প্রজাপতি দেবতা। হিরণ্যগর্ভ ঋষি(১)।

১। সর্ব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভ ই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত
শত্ৰুই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও

(১) এই “ক” অক্ষরটি প্রকৃত পক্ষে প্রজাপতির নাম নহে। কোন্ দেবকে (কৈশ্ব
দেবায়) পূজা করিতে হইবে, তাহাই ঋষিদের ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং যতদূর
পারিরাছেন তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঋষিদের অনেক পরের সময়ের
উপাসকগণ এই “ক” অক্ষরটিকেই দেব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঋষিদের অনেক
সময় থাকার এইরূপ বিকৃত অর্থ করিয়া বেদের ত্রাঙ্গণ, প্রভৃতি পুস্তকগুলি পূর্ণ করা
হইয়াছে। (See Preface to Max Muller's edition of the *Rig Veda Samhitā*
1856), vol. III, part VIII.) এই ১২১ সূক্তটীতে প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ নামে
এক সৃষ্টিকর্তার অনুভব প্রকাশিত হইতেছে। এ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন । কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

২। যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেব-
তাঁরা মান্য করে । যাঁহার ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার বশতাপন্ন ।
কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

৩। যিনি নিজ মহিমাধারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন গতিশক্তি-
যুক্ত জীবদিগের অধিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ চতুষ্প-
দেব প্রভৃ । কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

৪। যাঁহার মহিমাধারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হই-
য়াছে(২), সমাগরা ধরা যাঁহারই স্রষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এই
সকল দিক বিদিক যাঁহার বাহুস্বরূপ । কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা
করিব ? ।

৫। এই সমুদ্রত আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে
স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাগলোকে(৩) স্তম্ভিত করিয়া
রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষলোক পরিমাণ করিয়াছেন । কোন্ দেবকে হব্য-
দ্বারা পূজা করিব ? ।

৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁহাকর্তৃক স্তম্ভিত ও উল্লাসিত হইয়াছিল,
এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যাবাপৃথিবী যাঁহাকে মন মনে মহিমাষিত বলিয়া
বুঝিতে পারিল, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হইলেন ।
কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

৭। ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার
গর্ভ ধারণপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল ; তাহা হইতে, দেবতাদিগের এক
মাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন । কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা
পূজা করিব ? ।

(২) মূলে “ হিমবতঃ ” আছে ।—“ Snowy Mountains.”—Max Muller.

(৩) মূলে “ স্বঃ ” এবং “ নাক ” এই শব্দ আছে । “ He through whom
the heaven was established,—nay, the highest heaven.”—Max Muller.

৮। যখন জলগণ বল ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি নিজ মহিমা দ্বারা সেই জলের উপরে সর্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি দেবতাদিগের উপর অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করিব ?।

৯। যিনি পৃথিবীর জন্মনাতা, যাহার ধারণক্ষমতা যথার্থ, অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি যেন আমাদের হিংসা না করেন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করিব ?।

১০। হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।

১২২ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা। চিত্রমহা ঋষি।

১। অগ্নির বিচিত্র তেজঃ, তিনি সূর্যের তুল্য, রমণীয়, সুখকর এবং প্রেমাম্পদ অতিথির ন্যায়। তাঁহাকে স্তব করি। যাহারা দুষ্কদ্বারা সংসারকে ধারণ করে এবং ক্লেশ নিবারণ করে, তিনি সেই গাভী ও উৎকৃষ্ট বল দান করেন। তিনি হোতা ও গৃহের স্বামী।

২। হে অগ্নি! তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমার স্তবের প্রতি কচিযুক্ত হও, হে উৎকৃষ্টকর্মকারী! তুমি যাহা জানিবার আছে, সকলি জান। তুমি যুগান্ত হুতি প্রাপ্ত হইয়া স্তোতাকে গান করিতে কহ, তোমার কার্য্য দেখিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য দেবতা নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি অমর। তুমি সর্বস্থানে গতিবিধি করিয়া উত্তম কর্মকারী দাতব্যক্তিকে দান কর এবং পূজা গ্রহণ কর। যে তোমাকে যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা সংবর্দ্ধন করে, তাহার নিকটে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ও সম্মানসমৃদ্ধি উপচোকন লইয়া যাও।

৪। যজ্ঞ সামগ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সপ্ত অশ্বের স্বামী অগ্নিকে স্তব করিতেছে; সেই অগ্নি যজ্ঞের স্বজাস্বরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তিনি যুতাঙ্কতি প্রাপ্ত হইয়া কামনা অবগপূর্ব্বক অভিলষিত ফল বর্ষণ করেন এবং দাতা-ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বল দান করেন ।

৫। হে অগ্নি! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য দূত । অমরত্ব লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি জ্ঞানন্দকর । দাতার গৃহে মৎসংগণ তোমাকে সুশোভিত করে । ভৃগুসন্তানেরা স্তবের দ্বারা তোমার গুজ্জ্বলা বর্দ্ধন করিল ।

৬। হে অগ্নি! তোমার কর্ম চমৎকার । যে যজমান যজ্ঞযুতানে রত হয়, তাহার জন্য তুমি যজ্ঞস্বরূপ প্রচুর দুগ্ধদায়িনী বিশ্বপালনকারিণী গাভী হইতে যজ্ঞফল দোহন করিয়া দাও । তুমি যুতাঙ্কতি প্রাপ্ত হইয়া তিন স্থান আলোকময় কর; তুমি যজ্ঞগৃহের সর্বত্র আছি, সর্বত্র গমন কর, সংকর্ষকারীর যে আবরণ, তাহা তোমাতে দৃষ্ট হয় ।

৭। উবা আগরিত হইবামাত্র মনুষ্যগণ তোমাকেই দূতস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ করে । হে অগ্নি! দেবতারাগু তোমাকেই যজ্ঞে যুতদ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া পূজা করিবার জন্য সংবর্দ্ধনা করেন ।

৮। হে অগ্নি! সন্তানেরা যজ্ঞ উপলক্ষে অহংমান আরম্ভ করিয়া অসম্পন্ন তোমাকে আহ্বান করিতে লাগিল । যজমানদিগের গৃহে প্রচুর পরিমাণ ধন সংস্থাপন কর, তোমরা স্বস্তি বচনদ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর ।

১২৩ হুক্ত ।

বেন দেবতা । বেন ঋষি ।

১। বেন নামে যে দেবতা তিনি(১), জ্যোতিঃদ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি জন নির্মাণকারী আকাশমধ্যে সূর্য্যাকিরণের সন্তানস্বরূপ জলদ্রিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন । যখন সূর্য্যের সহিত জলের মিশন হয়, তখন বুদ্ধিমান স্তবকারীগণ সেই বেন দেবকে বালকের ন্যায় মালা মিটে বচনে সন্তুষ্ট করেন ।

(১) বৃষ্টিদাতা আলোকময় কোমল দেবকে বেন নামে এই সূক্তে উপাসনা করা হইতেছে ।

২ । বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছেন, এই কারণে আকাশে সেই উজ্জ্বলমুক্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইল, জলের যে সমুদ্রত স্থান, অর্থাৎ আকাশ, তথায় তিনি দীপ্তি পান । তাহার পারিষদেৱা সর্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিল ।

৩ । জলগুলি বেনের সহিত একস্থানবর্তী, অর্থাৎ আকাশে থাকে ; তাহার বৎসের মাতা, অর্থাৎ বিদ্বাতের জননীরূপা ; তাহার একস্থানবর্তী বেনের দিকে শব্দ করিতে লাগিল । জলের উন্নত উৎপত্তিস্থানে, অর্থাৎ আকাশে মধু তুল্য রুচিব্যবির শব্দ উদয় হইয়া বেনকে সংবর্দ্ধন করিতেছে ।

৪ । বুদ্ধিমান স্তবকারীগণ প্রকাণ্ড পশুবিশেষের ন্যায় বেনের শব্দ শ্রবণ করিল, তাহাতে তাহার বুদ্ধিপূর্বক তাঁহার রূপ কল্পনা করিল । তাহার বেনকে যজ্ঞদানপূর্বক নদীর ন্যায় প্রভূত জল প্রাপ্ত হইল । সেই গন্ধর্ব্বরূপী বেন জলের প্রভু ।

৫ । বিদ্বৎ যেন একটী অম্পরা, বেন যেন তাহার উপপতি, তিনি যেন বেনকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্বক আলিঙ্গন করিতেছেন । বেন তাঁহার প্রেমাস্পদ নায়কের ন্যায় প্রেমসীর রতিকামনা পূর্ণ করতঃ সুবর্ণময় পক্ষ উপবেশন, বা শয়ন করিলেন ।

৬ । হে বেন ! তুমি স্বর্গে উজ্জীন একটী পক্ষীর ন্যায়, তোমার দুই পক্ষ সুবর্ণময়, তুমি সর্বলোক শাসনকারী বকণের দূত, তুমি জগতের ভরণ-পোষণকারী পক্ষী তুল্য । এতাদৃশ তোমাকে সকলে দর্শন করে এবং মনে মনে তোমার প্রতি প্রীতিভাব ধারণ করে ।

৭ । সেই গন্ধর্ব্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন । তিনি চতুর্দিকে বিচিত্র অন্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন, তিনি আপনার অতি সুন্দর মূর্তি আচ্ছাদন করিয়াছেন । এই রূপে অন্তর্হিত হইয়া তিনি অভিলষিত রুচিব্যবির উৎপাদন করিতেছেন ।

৮ । বেনদেব জলরূপী, তিনি নিজকর্ম সাধন কালে গৃধের তুল্য দূর-বিজ্ঞারি চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি করিতে করিতে (আকাশস্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন করেন । তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হইলেন । দীপ্যমান হইয়া তিনি তৃতীয় লোকে, অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্বলোক বাঞ্ছিত জলের সৃষ্টি করেন ।

১২৪ সূক্ত।

অগ্নি, প্রভৃতি দেবতা। তাঁহারা ই ধরি।

১। হে অগ্নি! আমরাদিগের এই যে যজ্ঞ, যাঁহার ঋত্বিক্, যজমান, প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তি নিয়ামক অর্থাৎ অধ্যক্ষ আছেন, যাঁহার অনুষ্ঠান তিন প্রকারে হইয়া থাকে, যাঁহার সাত জন অনুষ্ঠানার্থী আছেন, সেই যজ্ঞের দিকে তুমি আগমন কর। তুমিই আমরাদিগের ইবিবহনকারী ও অগ্রগামী দূতস্বরূপ। তুমি চির কালই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে।

২। (অগ্নির উক্তি)—দেবতারা আমাকে প্রার্থনা করেন, সেই নিমিত্ত আমি দীপ্তিহীন অদর্শনের অবস্থা হইতে দীপ্তিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ অমরত্ব লাভ করি। যখন যজ্ঞ নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হয়, তখন আমি অদর্শন হইয়া যজ্ঞকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। চিরকালের বন্ধুত্ব-প্রযুক্ত নিজ উৎপত্তিস্থান অরণির মধ্যেই গমন করি।

৩। পৃথিবী তিন আর এক যে গমনপথ আছে, অর্থাৎ আকাশ, তথাকার যিনি অতিথি, অর্থাৎ সূর্য্য, আমি তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অর্থাৎ তাঁহার বার্ষিক গতি অনুসারে তিন তিন ঋতুতে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। অমর দেবগণ পিতাস্বরূপ, তাঁহাদিগের সুখোদ্দেশ্যে আমি স্তব উচ্চারণ করিয়া থাকি। যজ্ঞের অযোগ্য অপবিত্র স্থান হইতে আমি যজ্ঞের উপযুক্তস্থানে গমন করি।

৪। এই যজ্ঞস্থানে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপন করি। তপায় ইন্দ্রকে বরণ করতঃ আপন পিতা অরনিকে ত্যাগ করি। অর্থাৎ অরণি হইতে নির্গত হই। আমি অদর্শন হওয়াতে অগ্নি ও সোম ও বকণের পতন হইল, রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইল, তখন আমি আসিয়া রক্ষা করি।

৫। আমি আসিলে সেই অমরগণ শক্তিহীন হইয়া গেল। হে বকণ! তুমিও আমাকে প্রার্থনা কর। অতএব হে প্রভু! সত্য হইতে মিথ্যাকে পৃথক করিয়া আমার রাজত্বের আধিপত্য গ্রহণ কর।

৬। (অগ্নির বা বকণের উক্তি)—হে সোম! এই দেখ স্বর্গ। ইহা অতি সুন্দর ছিল। এই দেখ আলোক। এই বিস্তীর্ণ আকাশ। হে সোম! তুমি

২ । হে বরুণ ! হে মিত্র ! হে অর্য্যমা ! যাহাতে তোমরা পাপ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা কর এবং শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দাও, আমরা তাহাই প্রার্থনা করি ।

৩ । এই বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা নিশ্চয় আমাদের রক্ষা করিবেন । হে বরুণ প্রভৃতি ! আমাদের লইয়া চল ; লইয়া যাইবার কালে পার করিয়া দাও ; পার করিবার কালে শত্রুর হস্ত হইতে পরিভ্রাণ কর ।

৪ । হে বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা ! তোমরা বিশ্বকে রক্ষা করিয়া থাক, তোমরা নেতার কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন কর । তোমাদিগের দ্বারা আমরা শত্রুর হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া তোমাদিগের নিকট যেন চমৎকার সুখ প্রাপ্ত হই ।

৫ । আদিত্যগণ, বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা শত্রুদিগের হস্ত হইতে পার করিয়া দিন । শত্রুর নিকট পরিভ্রাণ পাইয়া কল্যাণলাভের জন্য আমরা উগ্রমূর্ত্তি কত্রদেব, মকংগণ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি ।

৬ । বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা ইহারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে অতি পটু ; ইহারা পাপগুলি অন্তর্ধান করিয়া দিন । মনুষ্যবর্গের অধীশ্বর ঐ সকল দেব সমস্ত পাপ ও শত্রুর হস্ত হইতে আমাদের রক্ষা করিয়া দিন ।

৭ । বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা রক্ষাপূর্ব্বক আমাদের সুখী করুন । যে সুখ আমরা প্রার্থনা করি, আদিত্যগণ আমাদের প্রচুর পরিমাণে সেই সুখ দিন, শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন ।

৮ । যখন শুভ্রবর্ণ গাভীর চরণ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন যজ্ঞ-ভাগভাগী বসুগণ যেমন সেই গাভীকে মোচন করিয়া দিয়াছিলেন, তরুণ আমাদের পাপ হইতে মুক্ত কর । হে অগ্নি ! আমাদের প্রকৃষ্ট পরমায়ু প্রদান কর ।

১২৭ সূক্ত ।

রাত্রি দেবতা । কৃশিক ঋষি ।

১ । রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন । তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন ।

২ । দেবরূপিনী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করিয়াছেন, যাঁহার। নীচে থাকেন, কি যাঁহার। উর্দ্ধে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন । তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন ।

৩ । রাত্রিদেবী আনিয়া উষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন ।

৪ । পক্ষীর। যেমন রূক্ষে বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদের শতকরী ইউন ।

৫ । ঐশমসমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে ; পাদচোরীরা, পক্ষীর।, শীত্রগামী শোনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে ।

৬ । হে রাত্রি ! রুকী ও রুককে আমাদের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও ; চৌরকে দূরে লইয়া যাও । আমাদের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শতকরী হও(১) ।

৭ । কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হইয়া দেখা দিয়াছে, আমার নিকট পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে । হে উষাদেবি ! আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর ।

৮ । হে আকাশের কন্যা রাত্রি ! তুমি বাইতেছ, তোমাকে গাতীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর ।

(১) রাত্রিতে ঐশমসমূহে পশুপক্ষী নিস্তব্ধ হইয়াছে, কেবল হিংস্রজন্তু আর - চৌরের ভয় ।

১২৮ সূক্ত ।

বিশ্বদেবা দেবতা । বিহব্য ঋষি ।

১। হে অগ্নি ! যুদ্ধের সময় আমার তেজের উদয় হউক । তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়া আমরা নিজ দেহের পুষ্টিলাভন করিয়া থাকি । চারি দিক্ আমার নিকট নত হউক, তোমাকে প্রভু পাইয়া আমরা যেন শত্রুদিগকে জয় করি ।

২। ইন্দ্রাদি তাবৎ দেবতা, মৰুৎগণ, বিষ্ণু, ও অগ্নি যুদ্ধের সময় আমার পক্ষে থাকুন । আকাশস্বরূপ বিস্তীর্ণ ভুবন আমার পক্ষ হউন । আমার উপস্থিত প্রার্থনা বিষয়ে বায়ু আমার অনুকূল হইয়া আমাকে পবিত্র করণ ।

৩। দেবতারা আমার যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ধন দান করুন । আশীর্বাদ যেন আমি লাভ করি ; দেবতাদিগকে আহ্বানপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান যেন আমারই ঘটে । পূর্বতন কালে যাঁহারা দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম করিয়াছেন, তাঁহারা অনুকূল হউন । আমাদিগের শত্রুর নিকপত্রব হউক, সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হউক ।

৪। আমার যে সকল যজ্ঞসামগ্রী আছে, তাহা আমার জন্য দেবসম্পদ করা হউক । আমার মনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক । আমি যেন কোন প্রকার পাপে লিপ্ত না হই । অশেষ দেবতাগণ আশীর্বাদদিগকে এই আশীর্বাদ করণ ।

৫। ছয় জন প্রধান প্রধান দেবী আমাদিগের স্তুতি ককন ! হে তাবৎ দেবতা ! এই স্থানে বীরত্ব কর । আমাদিগের সন্তানসন্ততির, কি আমাদিগের শরীরের যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে । হে রাজা সোম শত্রুর নিকট আমরা যেন বিনষ্ট না হই ।

৬। হে অগ্নি ! তুমি শত্রুদিগের আক্রোশ বিফল করিয়া রক্ষাকর্ত্তা হও এবং দুৰ্দ্ধর্ষ হইয়া আমাদিগকে সর্ববিধায় রক্ষা কর । সেই সকল শত্রু বার্থপ্রয়াস হইয়া কিরিয়া যাউক । যদি বুদ্ধিমানও হয়, তথাপি ইহাদিগের বুদ্ধি যেন লোপ হইয়া যায় ।

৭। যিনি সৃষ্টিকর্তাদিগেরও সৃষ্টিকর্তা, যিনি ভূবনের অধীশ্বর, যিনি রক্ষাকর্তা ও শত্রুনিবারণকারী, সেই দেবকে স্তব করি। এই যজ্ঞকে দুই অশ্বী এবং রূহম্প্রতিও আর আর দেবতা রক্ষা করুন। যজমানের ক্রিয়া যেন নিরর্থক না হয়।

৮। যিনি বহুবিস্তীর্ণ তেজের অধিকারী, যিনি রূহং, সর্বাগ্রে আচ্ছত হয়েন, বিবিধ স্থানে বাস করেন, সেই ইন্দ্র এই যজ্ঞে আমাদেরিগকে সূখী করুন। হে হরিদর্শ অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! এতাদৃশ তুমি আমাদেরিগকে সূখী কর, সন্তানসম্পত্তি সম্পন্ন কর। আমাদেরিগের অনিষ্ট করিও না, প্রতিহীন হইও না।

৯। বাঁহারা আমাদেরিগের শত্রু, তাঁহারা দূর হউক। ইন্দ্র ও অগ্নির সাহায্যে আমরা তাঁহাদিগকে পরাভব করি। বশুগণ, কত্রগণ ও আদিত্য-গণ একরূপ করুন, বাঁহাতে আমি সর্বোপরিবর্তী, দুর্দ্ধর্ষ, বুদ্ধিমান ও অবি-রাজ হই।

১২৯ হুক্ত। ০

✓ X

পরমাত্মা দেবতা। প্রজাপতি ঋষি(১)।

১। তৎকালে বাঁহা নাই, তাঁহাও ছিল না, বাঁহা আছে, তাঁহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাঁহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হইরা জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না(২)।

(১) ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের মধ্যে এই একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হুক্ত। এটি অতি প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাতব্য, কেন না সৃষ্টির আদি কাণ্ড ও প্রণালীর কথা ইহাতে পরীক্ষা-লোচনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ রচনার শেষ সময়ে সৃষ্টিসম্বন্ধে ঋষিগণ বেয়গ মত বিচার করিতেন, তাঁহা এই প্রসিদ্ধ হুক্তদৃষ্ট হয়।

(২) সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্মার অন্তত্ব।

৩। সর্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিরবর্জিত ও চতুর্দিকে জন্ময় ছিল(৩)। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার এভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

৪। সর্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব প্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমান্গণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন।

৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমা সকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি(৪) দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং উর্দ্ধ দিকে বিস্তারিত হইল, নিম্ন দিকে স্বধা রহিল, প্রয়াতি উর্দ্ধদিকে রহিলেন(৫)।

৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর ইহাছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে(৬)?

৭। এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু-স্বরূপ পরমধামে আছেন! অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন।

(৩) সৃষ্টির পূর্বের অবস্থার এই বর্ণনা অভিশর গভীর ও তর্যাবহ।

(৪) "Professor Aufrecht has suggested to me that the word Rasmi may have here the sense of thread or cord, and not of ray."—Muir's *Sanscrit Texts* (1884), vol. V, p. 357, note.

(৫) সারণ কছেন মহিমা বলিতে পঞ্চভূত, আর স্বধা অর্থে অন্ন এবং অন্ন নিকৃষ্ট এবং প্রয়াতি অর্থে ভোজ্য পুরুষ, সেই ভোজ্য জীব উপরে অর্থাৎ প্রধান। A self-supporting principle beneath, and energy aloft."—Muir.

(৬) প্রকৃতির যে কার্যালম্বুহ ও সৌন্দর্য্যকে ঋষিগণ এত দিন দেব বলিয়া গুজা করিয়া আসিতে ছিলেন, তাহার আদি দেব মহেন, তাহারাত সৃষ্ট্য অর্থাৎ কার্য্য দ্বিত, তাহা একগণে ঋষির মনে উদ্ভব হইল। তবে কারণ কে? আদি কে? এই সূক্ত সেই প্রশ্নেরই উত্তর। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নহে, ঋষিও সাধ্য নহে, যদি তাহা এই ঋকে স্বীকার করিতেছেন।

১৩০ সূক্ত । ০

প্রজাপতি দেবতা । যজ্ঞ ঋষি ।

১। যজ্ঞস্বরূপ বস্ত্র চতুর্দিকে স্বত্র বিস্তারের দ্বারা বয়ন করা হইয়াছে, দেবতাদিগের উদ্দেশে একশত, অর্থাৎ বহুসংখ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা ইহার বিস্তার সংঘটন হইয়াছে, যজ্ঞে যে পিতৃলোকগণ আসিয়াছেন, তাঁহারা বয়ন করিতেছেন । দীর্ঘতার দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহারা এই বস্ত্র বয়নকার্য্য নির্বাহ করিতেছেন ।

২। এক ব্যক্তি সেই বস্ত্রকে দীর্ঘীকৃত করিতেছে, অপর এক ব্যক্তি, বিস্তারের জন্য প্রসারিত করিতেছে । ইহা ঐ স্বর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইতেছে । ঐ সকল তেজঃপুঞ্জ দেবতা যজ্ঞগৃহে বসিয়াছেন । এই বস্ত্র-বয়নব্যাপারে সামগুলিকে তমস অর্থাৎ পড়েন রূপে কাম্পনা করা হইয়াছে(১) ।

৩। যৎকালে তাবৎ দেবতা দেবপূজা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল? দেব মূর্ত্তিই বা কি ছিল? সংকল্প কি ছিল? যত ছিল কি? পরিধি অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের চতুর্দিকের রুদ্রি স্বরূপ নীমা বন্ধনই বা কি হইয়াছিল? ছন্দ প্রউগ বা উক্থ কি ছিল? ।

৪। গায়ত্রী নামক ছন্দ অগ্নির সহযোগিনী হইলেন । দেব সবিতা উষিক নামক ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন । নোম অমুযুভ্ ছন্দের সহিত ও তেজোমূর্ত্তি সূর্য্য উক্থ ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন । আর রহতী নামক ছন্দ রহস্যাতির বাক্যকে আশ্রয় করিল ।

৫। বিরাট নামক ছন্দ মিত্র ও বরুণ দেবকে আশ্রয় করিল । ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ ইন্দ্রের ভাগে পড়িল এবং দিবা ভাগের বে সোম, তাহাও তাঁহার ভাগে

(১) এই ছইটী ঋকে যজ্ঞকে বস্ত্রের সহিত এবং মন্ত্রগুলিকে টানা ও পড়নের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । পিতৃলোকগণ যজ্ঞ উপস্থিত আছেন, তাহারা ইন্দ্রেণ গাওরা যায় ।

পড়িল। জগতী নামক ছন্দ তাবৎ দেবতাকে আশ্রয় করিল(২)। এই রূপে ঋষিও মনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

৬। পুরাকালে যজ্ঞ উৎপন্ন হইলে পর, আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষি ও মনুষ্যগণ উক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। প্রাচীন কালে যাহারা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, আমার বোধ হইতেছে যেন আমি মনের চক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি।

৭। সাত জন দিব্য ঋষি স্তবসমূহ ও ছন্দ সংগ্রহপূর্বক পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলেন, যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করিলেন। যেরূপ সারথিরা ঘোড়কের রথি হস্তে ধারণ করে, তদ্রূপ সেই বিদ্বান ঋষিগণ পূর্বপুরুষদিগের প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ওদনুযায়ি যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন।

১৩১ সূক্ত। ৫

অশ্বিঘর ও ইন্দ্র দেবতা। স্মৃতি ঋষি।

১। হে শত্রুপরাজকরী ইন্দ্র! সমুখের দিকে, অথবা পশ্চাৎ দিকে যে সকল শত্রু আছে, উত্তরে, অথবা দক্ষিণে যাহারা আছে, সকলকেই দূরীভূত কর। হে বীর! আমরা যেন তোমার নিকট বিশিষ্ট সুখলাভ করিয়া আনন্দিত হইতে পারি।

২। যাহাদিগের ক্ষেত্রে যব জন্মিয়াছে, তাহারা যেমন পৃথক পৃথক করিয়া ক্রমশ সেই যব অনেক বারে কর্ত্তন করে, তদ্রূপ হে ইন্দ্র! যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে নমঃ শব্দ প্রয়োগ না করে, অর্থাৎ যাহারা পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাহাদিগের ভোজনের সামগ্রী এখনই নষ্ট করিয়া দাও।

৩। যে শকটে একমাত্র পশু যোজিত আছে, তাহা কখন ও যবানমরে গম্ভীরা স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না। যুদ্ধের সময় তাহা দ্বারা অন্ন লাভ করা যায় না। যাহারা গো, অশ্ব, অন্ন কামনা করেন, সেই বুদ্ধিমানগণ ঐ কারণে ইন্দ্রের বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হইবেন। অর্থাৎ ইন্দ্র সহায় না হইলে ঐ ঐ অভিলাষ সিদ্ধ হয় না।

(২) এই সূক্তটীও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এখানে জাটটী ছন্দের নাম পাওয়া গেল, একটি একটি ছন্দকে এক এক দেবের সম্বিত মিলাইয়া দেওয়া কবির কল্পনা।

৪। হে কল্যাণমূর্তি অশ্বিনয়! যখন নমুটির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া চমৎকার সোম পান করিতে করিতে ইন্দ্রের কর্মে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে।

৫। হে অশ্বিনয়! যে রূপ পিতা মাতা পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ তোমরা চমৎকার সোম পান করতঃ নিজ শক্তি ও অদ্ভুত কার্য্যসমূহদ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! স্বরস্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন।

৬ ও ৭। ইন্দ্র উত্তম জাগকর্ত্তা, ধনশালী, সর্বজ্ঞ, তিনি রক্ষা করিয়া সুখদায়ী হউন। শত্রুদিগকে নিবারণপূর্ব্বক তিনি অভয় দান করেন। আমরা যেন উত্তম ক্ষমতার অধিকারী হই। সেই যজ্ঞভাগগ্রাহী ইন্দ্রের নিকট যেন আমরা প্রসাদভাজন হই। তিনি যেন আমাদের প্রতি উত্তমরূপ সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি উৎকৃষ্ট জাগকর্ত্তা ও ধনশালী। সেই ইন্দ্র যেন, কি দূরবর্ত্তী, কি নিকটবর্ত্তী সকল শত্রুকে আমাদের দৃষ্টিগণের বহির্ভূত করিয়া দেন।

১৩২ স্কন্ধ।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। শকপুত ঋষি।

১। যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহারই জন্য আকাশ ধন তুলিয়া ধরিয়া আছেন। তাঁহাকেই পৃথিবী জ্বিক্র করেন। যজ্ঞকারীকেই অশ্বিনয় নানা সুখসামগ্রী দান করিয়া সন্তুষ্ট করেন।

২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা পৃথিবীকে ধারণ কর। উত্তম সুখ সামগ্রীর প্রার্থনাতে তোমাদের উভয়কে পূজা করিতেছি। যজ্ঞমানের প্রতি তোমাদিগের যে সকল বন্ধুতাচরণ হইয়া থাকে, তাহার প্রভাবে আমরা যেন শত্রু জয় করি।

৩। হে মিত্রাবরুণ! যখনই তোমাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন করি, তখনই চমৎকার ধনের নিকটে উপস্থিত হই। যজ্ঞদানকারী ব্যক্তি যে ধন প্রাপ্ত হয়, তাহার উপর কোন উপদ্রব সংঘটন হয় না।

৪। হে অশ্বর মিত্র ! আকাশ যাঁহাকে এসব করিয়াছেন, অর্থাৎ সূর্য্য, তিনি তোমা হইতে ভিন্ন। হে বরুণ ! তুমি সকলের রাজা। তোমাদিগের রথের মন্তক এই দিকে আসিতেছে। হিংসাকারীদিগের বিনাশকর্ত্তা এই যে যজ্ঞ, ইহার উপর এতটুকু অকল্যাণও স্পর্শ হইবেক না।

৫। এই আমি শক্রপুত্র, আমাতে যে পাপ আছে, তাহা আমার সেই শীতশ্রদ্ধাব শত্রু দিগকেই নষ্ট করিতেছে, যে হেতু মিত্রদেব আমার হিতকারী আছেন। সেই মিত্রদেব আসিয়া শরীরের রক্ষা বিধান করুন, যে সকল উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী আছে, তিনি তাহাও রক্ষা করুন।

৬। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ ! অদিতিই তোমাদিগের উভয়ের মাতা ; দ্ব্যলোক ও ভুলোককে জলের দ্বারা পরিষ্কার কর ; এই নিম্নলোকে উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও ; সূর্য্যকিরণদ্বারা সমস্ত ভুবন পবিত্র কর।

৭। তোমরা উভয়ে কার্ষ্যের দ্বারা রাজা হইয়া বসিয়াছ। তোমাদিগের যে রথ বন মধ্যে বিহার করে, তাহা একগুণে ধুরার উপর অবস্থিতি করুক। যে হেতু সেই সকল শত্রুলোক আক্রোশপূর্ব্বক চীৎকার করিতেছে। বুদ্ধিমানু নৃমেধ (আমার পিতা) উপদ্রব হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন।

১৩৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা। সুদাস ঋষি।

১। ইন্দ্রের যে সৈন্য তাঁহার রথের সম্মুখভাগে আছে, উত্তমরূপে তাঁহার পূজা কর। যুদ্ধের সময় দুই শত্রু নিকটবর্ত্তী হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যায়, তখন তিনি পলায়ন করেন না। এই রূপে যুদ্ধকে বধ করেন। আমাদের প্রভু সেই ইন্দ্র আমাদের সংবাদ লউন। বিপক্ষদিগের ধ্বংস হইয়া যাউক।

২। যে সকল জলরাশি নীচে আসে, তাহা তুমিই মোচন করিয়া দাও এবং যুদ্ধকে বধ কর। হে ইন্দ্র ! তুমি অজয় ও শত্রুর অবধ্য হইয়া জয়িয়াছ, বিশ্বকে পালন করিয়া থাক। তোমাকেই সকলের স্রষ্টা জানিয়া আমরা নিকটে আসিয়াছি। বিপক্ষ দিগের ধ্বংস হইয়া, (ইত্যাদি পূর্ব্ব ঋক্ দেখ)।

৩। যাহারা দান করেনা, এতাদৃশ তাবৎ শত্রু দৃষ্টিগণ হইতে দূর হউক। আমাদিগের স্তবগুলি চলিতে থাকুক। হে ইন্দ্র! যে শত্রু আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তাহার প্রতি মৃদু প্রেরণ কর। তোমার যে দানশীলতা, তাহা আমাদিগকে ধন দান করুক। বিপক্ষদিগের ধনুগুণ, ইত্যাদি।

৪। হে ইন্দ্র! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণপূর্বক যে সকল লোক আমাদিগের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে ধরাশায়ী কর, কারণ তুমি শত্রু পরাভব কর ও শত্রুকে পীড়া দাও। বিপক্ষদিগের ধনুগুণ, ইত্যাদি।

৫। আমাদিগের সনাত্তি হউক, বা আমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হউক, যে কেহ আমাদিগের অনিষ্ট করে, যেমন প্রকাণ্ড আকাশ সকল বস্তুকে নীচস্থ করিয়া রাখিয়াছে, তদ্রূপ তুমি তাহার বল নীচস্থ কর। আপন হইতেই বিপক্ষের ধনুগুণ, ইত্যাদি।

৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার অন্নগত, তোমার বন্ধুত্বের উপযুক্ত কার্যের উদ্যোগ করিতেছি। পুণ্যকর্মের পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া চল, আমরা যেন সকল পাপ অতিক্রম করি। বিপক্ষদিগের, ইত্যাদি।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে তুমি সেই বিদ্যা উপদেশ কর, যাহার প্রভাবে স্তবকারীর মনেরূপ পূর্ণ হয়। এই পৃথিবীস্বরূপ যে গাভী, ইহা যেন বিপুল আপীলবিশিষ্ট হইয়া এবং সহস্র ধারার দুগ্ধ ক্ষরিত করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করে।

১৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মাক্কাতা ঋষি, এবং সপ্তম ঋকের গোষ্ঠা ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি ঊর্বার ন্যায় ভূলোক ও ভুলোককে পরিপূর্ণ কর, তুমি মহতেরও মহৎ, মনুষ্যদিগের উপরিবর্তী সত্ৰাট্। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন।

২। যে দুরাত্মাব্যক্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বল অধিক থাকিলেও তুমি সেই বলকে হ্রাস করিয়া দাও; যে আমাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহাকে ধরাশায়ী কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৩। হে ক্ষমতাবান্ শত্রুসংহারী ইন্দ্র! সেই যে প্রচুর অম্র সমস্ত, যাহাতে সকলেরই আনন্দ হয়, তাহা তোমার ক্ষমতাবলে আমাদেরিগের দিকে প্রেরণ কর। সেই সঙ্গে আমাদেরিগকে সর্বপ্রকারে রক্ষা কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৪। হে শতক্রতু ইন্দ্র! তুমি যখন নানা অম্র প্রেরণ করিবে, তখন সোমযাগকারী যজমানকে সহস্রপ্রকারে রক্ষা করিবে এবং ধনও দিবে। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৫। উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রগুলি ঘর্ম্মবিন্দুর ন্যায় চতুর্দিকে পতিত হউক, দুর্ব্বীর প্রতানের (কাণ্ড, ডাঁটা), ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিশ্বব্যাপী হউক, আমাদেরিগের দুর্ম্মতি দূর হউক। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৬। হে জ্ঞানবান্ ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখস্থিত চরণের দ্বারা রক্ষণার্থকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সেই শক্তি অস্ত্রদ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৭। হে দেবতাগণ! তোমাদেরিগের বিষয়ে কিছুই ক্রটি করি নাই, কোনও কর্ম্মই শৈথিল্য বা ঈদাস্য করি নাই। মন্ত্র ও শ্রুতি অনুসারে আচরণ করিয়া থাকি। দুই হস্তে রাশীকৃত যজ্ঞসামগ্রী লইয়া তমাত্র সহায়ে এই যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকি।

১৩৫ সূক্ত।

যম দেবতা। কুমার ঋষি।

১। চমৎকার পত্রদ্বারা শোভিত যে রক্তের উপরে যমদেব দেবতা-দিগের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আমাদেরিগের নরপতি পিতা ইচ্ছা করিয়াছেন, যে আমি সেই রক্তে যাইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গী হই।

২। পিতা আমার প্রতি নির্দয় হইয়া 'পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গী হও', এই আদেশ করিতে আমি তাঁহার প্রতি বিরক্তিসূচক দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, পরে সেই বিরাগ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অধুরক্ত হইয়াছি।

৩। (যমের উক্তি—ওহে কুমার ! তুমি যনে যনে এমন এক খানি নূতন রথ প্রার্থনা করিয়াছিলে, যাহার চক্র নাই, যাহার একমাত্র ঈষা, (বোম), অথচ যাহা সর্বত্র গতিবিধি করিতে সমর্থ । তুমি না বুঝিয়া সেই রথে আরোহণ করিয়াছ ।

৪। ওহে কুমার ! বুদ্ধিমান বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগপূর্বক তুমি সেই রথ ধাবিত করিয়াছ, উহা তোমার পিতার সান্ত্বনা-পূর্ণ উপদেশবাক্য অনুসারে চলিয়াছে, সেই উপদেশ উহার নৌকা-স্বরূপ এবং আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছে । সেই নৌকাতে সংস্থাপিত হইয়া ঐ রথ এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে ।

৫। কে এই বালকের জন্মদাতা ? কে এই রথ প্রেরণ করিয়াছে ? যাহাতে এই বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হইবেক, সে সজ্ঞান অদ্য আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে ? ।

৬। যাহাতে বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হইবেক, তাহা অগ্রেই বলা হইয়াছিল । প্রথমে পিতার উপদেশের মূল অংশ প্রকাশ হইল, পর্যাৎ প্রত্যাগমনের উপায় কথা হইল ।

৭। এই দেখিতেছি, যমের বাটী, লোকে কহে, ইহা দেবতাদিগের কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে । এই দেখিতেছি, ইহার সর্বদ্বায়ে শিরা নির্গত হইয়া আছে, এই দেখিতেছি, ইহাকে লোকে স্তব করিতেছে(১) ।

১৩৬ সূক্ত । ০

অগ্নি, সূর্য ও বায়ু দেবতা । জুতি, প্রভৃতি ঋষিগণ ।

১। কেশীনাথক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনিই ছালোক ও ভুলোককে ধারণ করেন । সমস্ত সংসারকে কেশী আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন । এই যে জ্যোতি, ইহারি নাম কেশী ।

২। বাস্তরশনের বংশীয় মুনিরা পিদ্বলবর্ণ মলিন বস্ত্র ধারণ করেন তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর গতির অনুগামী হইয়াছেন ।

(১) কুমার নচিকেতা পিতার কথায় যমপুরী দেখিতে বান, সেই আখ্যান নইয়া সম্ভবতঃ এই সূক্ত মূর্ত্তি কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে ।

৩। তপস্যারসের রসিক হইয়া আমরা তাহাতে উদ্যতবৎ, আমরা বায়ুর উপর আরোহণ করিলাম। হে মনুষ্যগণ! তোমরা কেবল আমাদের শরীরমাত্র দেখিতে পাইতেছ, অর্থাৎ আমাদের প্রকৃত আত্মা বায়ুরূপী হইয়াছে।

৪। যিনি মূনি হন, তিনি আকাশে উজ্জীন হইতে পারেন, সকল বস্তু দেখিতে পান। যে স্থানে যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রিয় বন্ধু, সংকল্পের জন্যই তিনি জীবিত আছেন।

৫। যিনি মূনি হন, তিনি বায়ুপথে জগৎকরিবার ঘোটকস্বরূপ, তিনি বায়ুর সহচর, দেবতারা তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব ও পশ্চিম, এই দুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন।

৬। কেশীদেব অপসরাদিগের, গন্ধর্ব্বদিগের এবং হরিণদিগের বিচরণ স্থানে বিহার করেন। তিনি জ্যোত্বা সকল বিষই জানেন ও তিনি অতি চমৎকার, সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ী বন্ধুস্বরূপ।

৭। কেশী যখন কস্তুর সহিত একত্রে জলপান করেন, তখন বায়ু সেই জল আলোড়িত করিয়া দেন এবং কঠিন করকাগুলি ভঙ্গ করিয়া দেন(১)।

১৩৭ সূক্ত । ০

বিষেদেবা দেবতা। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বসিষ্ঠ, যথাক্রমে এই সাত ঋষি।

১। হে দেবতাবর্ধ! তোমরাই আমাদের নিম্নে পাতিত করিয়াছ, তোমরাই আমার উর্দ্ধে তুলিয়া লও। হে দেবগণ! হয়ত আমি অপরাধ করিয়াছি; পুনর্ব্বার প্রাণ দান দাও।

২। সমুদ্রে পর্য্যন্ত এমন কি আরো দূরবর্তী স্থান পর্য্যন্ত, এই দুই বায়ু বহিয়া থাকে; এক বায়ু তোমার বলাধান করিতে করিতে আগমন করুক, অন্য বায়ু তোমার পাপ ধ্বংসের জন্য বহমান হউক।

(১) কেশী দেব কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, মূনিদিগের সম্বন্ধে যে কথাগুলি আছে, তাহাও আধুনিক।

৩। হে বায়ু! তুমি ঔষধ এই দিকে বহিয়া আন; বাহা আহিতকর, এই দিক হইতে বহিয়া লইয়া যাও। যেহেতু তুমিই সংসারের ঔষধ স্বরূপ, তুমিই দেবতাদিগের দূত হইয়া যাও।

৪। হে যজমান! তোমার মঙ্গলকর স্বস্ত্যয়ন শান্তি করিয়াছি তোমার অমঙ্গল নিবারণের কার্যও করিয়াছি। যাহাতে তোমার উৎকৃষ্ট বলাধান হয়, সেই কার্য করিয়াছি। তোমার রোগ এখনি দূর করিয়া দিতেছি।

৫। দেবতারা এক্ষণে রক্ষা করুন; মকংগণ রক্ষা করুন, তাবৎ চরাচর রক্ষা করুক; এই ব্যক্তি নীরোগ হউক।

৬। জলই ঔষধরূপ; জলই রোগশাস্তির কারণ; জল সকল রোগেরই ঔষধ। সেই জল যেন তোমার ঔষধ বিধান করিয়া দেয়।

৭। দুই হস্তে দশ অঙ্গুলি আছে, বাক্যের অগ্রে অগ্রেজিহ্বা বিচলিত হয়; তোমার রোগশাস্তির জন্য এই হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করিতেছি(১)।

১৬ সূক্ত।^০

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার প্রতি বন্ধুত্ব করিবার জন্য যজ্ঞকর্তারা যজ্ঞ সামগ্রী বহন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক বলকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন শুব করা হইল, কুৎসকে তুমি প্রভাতের আলোক দিলে, জল মোচন করিলে এবং হরের কার্য সমস্ত ধ্বংস করিলে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি জননীতুলা জলদিগকে মোচন করিয়াছ, পর্বত-দিগকে বিচলিত করিলে, গাভীদিগকে তাড়িয়া লইয়া গেলে, স্তম্ভিষ্ঠ মধু (সোম) পান করিলে, বলের রক্ষদিগকে রক্তি দ্বারা আত্মপাতিত করিলে, যজ্ঞোপযোগী স্ততিবাক্যদ্বারা ইন্দ্রের শুব হইল, ইহার ক্রিয়াদ্বারা সূর্য্য দীপ্তিশালী হইলেন।

(১) এ সূক্তটি রোগ নিবারণের মন্ত্রস্বরূপ।

৩। সূর্য্যাদেব আকাশের মধ্যে আপনাদের রথ চালিত করিয়া দিলেন, তিনি দেখিলেন, দামজাতির সমকক্ষ অর্ঘ্যজাতি, (অর্থাৎ অর্ঘ্যজাতি দাসের নিকট পরাজিত হয় না)(১)। ইন্দ্র ঋজিষা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পিণ্ড নামক মায়াবী অশুরের(২) বলবীৰ্য্য নষ্ট করিয়া দিলেন।

৪। দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র, দুর্দ্ধর্ষ শক্রসৈন্যাদিগকে নষ্ট করিলেন; তিনি দেব-শূন্যাদিগের ধনসমূহ ধ্বংস করিলেন। সূর্য্য যে রূপ মাসে মাসে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ তিনি শক্রপুত্রীস্থিত ধন হরণ করিলেন। তিনি স্তব গ্রহণ করিতে করিতে উজ্জ্বল অস্ত্রদ্বারা শত্রু নিপাত করিলেন।

৫। ইন্দ্রের সেনার সহিত কেহ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বত্রগামী বিদীর্ণকারী বজ্রদ্বারা তিনি রত্ন নিপাতপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করেন, বিদীর্ণকারী ইন্দ্র-বজ্র হইতে শত্রুগণ ভীত হইল। সর্ব্ববস্ত্র শোধনকারী সূর্য্যাদেব চলিতে আরম্ভ করিলেন। উষাদেবী আপনাদের শকট চালিত করিয়া দিলেন।

৬। হে ইন্দ্র! এই সকল বীরত্বের কার্য্য কেবল তোমারই শুনা যায়, যেহেতু তুমি অসহায়ে যজ্ঞ বিঘ্নকারী অসহায় শত্রুকে হিংসা করিয়াছ। তুমি আকাশের উপর চক্ষুর গতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছ। সূর্য্যের রথচক্রকে যখন রত্ন ভঙ্গ করে, তখন সকলের পিতা ছ্যলোক তোমাদ্বারাই সেই চক্র ধারণ করাইয়া থাকেন।

১৩৯ সূক্ত।^৩

সবিতা ও বিশ্বাবস্তু দেবতা। বিশ্বাবস্তু ঋষি।

১। দেবসবিতা সূর্য্যের কিরণে কিরণযুক্ত, উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট; তিনি পূর্ব্বদিকে ক্রমাগত আলোকের উদয় করিতে থাকেন। তাঁহার জন্ম হইলে পুষাদেব অগ্রসর হইয়েন, ইনি জ্ঞানী, সমস্ত ভুবন দর্শন ও রক্ষা করেন।

২। ইনি মনুষ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করতঃ আকাশের মধ্যে অবস্থিতি করেন, ছ্যলোক ও ভুলোক ও মধ্যস্থিত আকাশ আলোক পূর্ণ করেন। তিনি

(১) অর্ঘ্য ও অনর্ঘ্যাদিগের উল্লেখ। ইহার নীচের ঋকটীও দেখ।

(২) অশুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ব্যবহার এই সূক্তের আধুনিক রচনা প্রমাণ করিতেছে।

দিক্ সমস্ত ও কোণ সমস্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি পূর্বভাগ, পরভাগ, মধ্যভাগ ও প্রান্তভাগ, সকলি প্রকাশিত করেন।)

৩। সেই সূর্য্যদেব ধনের মূলস্বরূপ, সম্পত্তির মিলনস্থানস্বরূপ। তিনি নিজ ক্ষমতায় তাবৎ দ্রষ্টব্য পদার্থকে প্রকাশিত করেন। তিনি সবিতা-দেবের ন্যায় সত্যকর্মা, অর্থাৎ যাহা করেন, তাহা সফল হয়। সে স্থানে ধন সকল একত্র মিলিত হয়, তথায় তিনি ইন্দ্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

৪। হে সোম! যখন জল সকল বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বকে দেখিল, তখন পৃণ্যকর্ম্মপ্রভাবে তাহারা বিলক্ষণরূপে নির্গত হইল। সেই জল সমস্ত ধিনি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ইন্দ্র উক্ত রূপান্তর জানিতে পারিলেন। তিনি সূর্য্য মণ্ডলের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিলেন।

৫। বিশ্বাবসু নামে দেবলোকবাসী গন্ধর্ব্ব জলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ঐ সকল বিষয় আমাদের কাছে উপদেশ দিল। যাহা যথার্থ অথবা যাহা আমাদের অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ে তিনি আমাদের চিন্তাপ্রবর্ত্তিত ককন, আমাদের বুদ্ধিগুলি রক্ষা ককন(১)।

৬। নদীদিগের চরণদেশে ইন্দ্র একটী মেঘ দেখিলেন; তিনি প্রস্তুতরম্য দ্বার উদঘাটন করিয়া দিলেন। গন্ধর্ব্ব এই সমস্ত নদীর জলের কথা উল্লেখ করিলেন, ইন্দ্র মেঘদিগের বল উওম জানেন।

১৪০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অগ্নি ঋষি।

১। হে অগ্নি! তোমার প্রশস্ত অন্ন আছে; তোমার শিখাগুলি বিলক্ষণ দীপ্তি পাইতেছে; ওজ্জ্বল্যই তোমার সম্পত্তি; তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড; তুমি ক্রিয়াকুণল; তুমি দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও বল দাও।

২। হে অগ্নি! যখন তুমি দীপ্তির সহিত উদয় হও, তখন তোমার তেজঃ সকলকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকে, ইহা শুক্রবর্ণ ধারণপূর্ব্বক রূহৎ হইয়া উঠে। তুমি দ্যালোক ও ভূলোক স্পর্শ করিতে থাক; তুমি যেন পুত্র,

(১) বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বই বৃষ্টিদাতা দেবরূপে উপাসিত হইতেছেন।

তাঁহারা যেম যাতা, সেই নিমিত্ত যেম তুমি ক্রীড়া করতঃ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন কর।

৩। হে তেজের পুত্র জাতবেদা! উৎকৃষ্ট স্তব পাঠসহকারে তোমাকে সংস্থাপন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ কর। তোমার উপরেই নানাবিধ ও নানাপ্রকারে সংগৃহীত উত্তম উত্তম বজ্রসামগ্রী হোম করা হইয়াছে।

৪। হে অমর অগ্নি! নবজাতকিরণমণ্ডলে বিভূষিত হইয়া আঁমাদিগের নিকট ধন বিস্তার কর, তুমি সুদৃশ্য মূর্তিতে সুশোভিত হইয়াছ, সর্ব্বফলদাতা যজ্ঞক সংস্পর্শ করিতেছ।

৫। হে অগ্নি তুমি যজ্ঞের শোভাসম্পাদক, জানী, প্রচুর অন্ন দান করিয়া থাক, উত্তম উত্তম বস্তুও দান কর। এতাদৃশ তোমাকে স্তব করি। অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন মাও এবং সর্ব্বফলোৎপাদক ধন দান কর।

৬। যজ্ঞোপযোগী সর্ব্বদ্রষ্টা প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুস্যগণ সুখের জন্য আধান করিয়াছে। তোমার কর্ণ সকলি শুনে, তোমার মত বিস্তারশালী কিছু নাই, তুমি দেবলোকবাসী, এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা স্ত্রীপুরুষে স্তব করে।

১৪১ সূক্ত।

বিষ্ণুদেবা দেবতা। অগ্নি ঋষি।

১। হে অগ্নি! উপযুক্ত মত উপদেশ দাও, আঁমাদিগের প্রতি অনুকূল ও প্রসন্ন হও। হে নরপতি! তুমি ধনের দানকর্ত্তা, অতএব আঁমাদিগকে দান কর।

২। অর্ঘ্যমা, ভগ, রুহম্পতি, দেবগণ, সত্যপ্রিয় বাক্যময়ী সরস্বতী দেবী, ইঁহারা সকলে আঁমাদিগেকে দান করুন।

৩। আঁমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা সোম রাজাকে, অগ্নি, সূর্য্য, অাদিত্যগণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি, রুহম্পতিকে স্তবের দ্বারা আহ্বান করিতেছি।

৪। ইন্দ্র ও বায়ু ও রুহম্পতি, ইঁহাদিগকে ডাকিলে আনন্দ হয়, ইঁহাদিগকে ডাকিতেছি, ইঁহারা যেম সকলেই ধনলাভবিষয়ে আঁমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন।

৫। অর্ঘ্যাদি, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু, বিষ্ণু, সরস্বতী এবং শীত্ৰগামী
সবিভাদেবকে দানের জন্য অমুরোধ কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি অপরাপর অগ্নিদিগের সহিত এক হইয়া আমা-
দিগের স্তব ও যজ্ঞের অধিকার কর। আমাদিগের যজ্ঞের জন্য তুমি দাতা
দিগকে ধনদান করিতে অমুরোধ কর।

১৪২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। জরিতা প্রভৃতি চারিপক্ষী, প্রত্যেকে দুই দুই বকের স্বর্গ।

১। হে অগ্নি! এই জরিতা তোমার স্তবকর্তা হইয়াছেন। হে বলের
পুত্র! তোমার ন্যায় আত্মীয় কেহ নাই। তোমার বাহ্যাম সুন্দর,
তাহার তিনটি প্রকোষ্ঠ। তোমার উত্তাপে দক্ষ হইতেছি, তোমার
উজ্জ্বলশিখা আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও।

২। হে অগ্নি! অন্ন কামনা বশত তুমি যখন উৎপন্ন হও, তখন
তোমার উৎপত্তি কি সুন্দর। তুমি বজ্রুর ন্যায় সকল ভুবন বিভূষিত কর,
ইতস্ততোগামী শিখাগুলি আমাদিগের স্তবের উদয় করিয়া দিয়াছে, তাহার
গন্তপালকের ন্যায় আপনা হইতেই অগ্রে অগ্রে যাইতেছে।

৩। হে দীপ্তিশালী অগ্নি! তুমি যখন দাহ কর, তখন অনেক তৃণ
আপন হইতে ত্যাগ করিয়া যাও। হয়ত, তুমি শস্যযুক্ত ভূমিকে শস্য শূন্য
করিয়া ফেল। আমরা যেন তোমার প্রবল শিখার কোপে পতিত না হই।

৪। যখন তুমি উপরিস্থিত ও নিম্নস্থিত বসুদিগকে দক্ষ করিতে যাও,
তখন লুণ্ঠনকারী সৈন্যদিগের ন্যায় পৃথক পৃথকরূপে গমন কর। যখন বায়ু
তোমার পশ্চাৎ বহিতে থাকে, তখন তুমি বিস্তর প্রদেশ ভেদন করিয়া
দেও, যেমন নাপিত লোকের অশ্রু মুগুন করিয়া দেয়(১)।

৫। এই অগ্নির অনেক শিখা দৃষ্ট হইতেছে। ইহার গন্তব্য স্থান
এক, কিন্তু রথ অনেক। হে অগ্নি! তুমি যেন দুই বাহু মার্জনা করিতে
করিতে স্বয়ং নন্দমুক্তি হইয়া উর্দ্ধ ভূমিতে আরোহন কর।

(১) এই ঋকে লুণ্ঠনকারী সৈন্যের উল্লেখ আছে ও শাস্ত্রমুগুনকারী নাপিতের
উল্লেখ আছে।

৬। হে অগ্নি! তোমাকে স্তব করা হইতেছে; তোমার ভোজ্য, তোমার শিখা, তোমার বলবিক্রম উদয় হউক, তুমি বুদ্ধি প্রাপ্ত হও, উর্দ্ধে গমন কর, নিম্নে নামিয়া এস। তোমার চতুর্দিকে এক্ষণে তাবৎ বস্তু উপবেশন করুক।

৭। এই স্থান জলের আধার, এই স্থানে সমুদ্র অবস্থিত আছেন, হে অগ্নি! তুমি আর এক পথ ধর, সেই পথ দিয়া যথা ইচ্ছা যাও।

৮। হে অগ্নি! তুমি আগমন করিলে, অথবা প্রতিগমন করিলে বিস্তর পুষ্পবতী দূরী এই স্থানে উৎপন্ন হউক। এই স্থানে হৃদ আছে, শ্বেত পদ্ম আছে, সমুদ্রের অবস্থিতি আছে।

অষ্টম অধ্যায়।

১৪৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রি ঋষি। ১

১। হে অশ্বিদ্বয়! অত্রিঋষি যজ্ঞ করিয়া রুদ্ধ হইয়া গিয়া ছিলেন। তাঁহাকে তোমরা এক্রপ করিলে, যে তিনি ঘোটকের ন্যায় গন্তব্য স্থানে গেলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, তক্রপ তোমরা কক্ষীবান্ ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করিলে।

২। ঐবল পরাক্রান্ত শক্ররা অত্রিকে শীঘ্রগামী ঘোটকের ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রাস্থি খুলিয়া দেয়, তক্রপ তোমরা অত্রিকে মোচন করিলে, তিনি যুবা পুরুষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে চলিয়া এলেন।

৩। হে শুভ্রবর্ণ মৃচ্ছী নায়ক দ্বয়! অত্রিকে বুদ্ধিদান করিতে ইচ্ছা কর, হে স্বর্গের নায়কদ্বয়! তাহা হইলে আবার স্তব কীর্তন করিতে পারি।

৪। হে উত্তম অন্নসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! হে নায়কদ্বয়! তোমরা যখন আমাদের গৃহে মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে আসিয়া রক্ষা করিয়াছ, তখন বুঝিতেছি যে আমাদের দান এবং আমাদের স্তব তোমরা জানিতে পারিয়াছ।

৫। ভূজ্য নামক ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল, তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হইতেছিল, তোমরা পক্ষযুক্ত নৌকা লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে। হে সত্যাকরূপ অশ্বিদ্বয়! তোমরা তাঁহাকে পুনর্বার যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ করিয়া দিলে।

৬। হে সর্বজ্ঞ নায়কদ্বয়! তোমরা ভাগ্যবন্ত লোকের নায়ক নাড়াইয়া আমাদের নিকটে ধনসহকারে আগমন কর। যেরূপ দুষ্কর জিনিষ প্রাপ্ত হইয়া গাভীর আপীন পূর্ণ করে, তক্রপ আমাদের পূর্ণ কর।

১৪৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুপর্ণ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার জন্য এই অমৃততুল্য সোম ঘোটকের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। ইহা বলের আধানকারী এবং সকলের জীবনস্বরূপ।

২। দাতা ইন্দ্রের উজ্জ্বল বজ্র আমাদিগের স্তনের যোগ্য। ইন্দ্র উর্দ্ধকৃশন নামক স্তবকর্ত্তাকে পালন করেন; যেমন ঋতুদেব যজ্ঞকর্ত্তাকে পালন করেন, তদ্রূপ ইনি পালন করেন।

৩। উজ্জ্বলমূর্ত্তি ইন্দ্র যজমানস্বরূপ নিজ প্রজাদিগের নিকট অতি সূচাক্রমে গতিবিধি করেন। আমি যে শ্যেন (অর্থাৎ সুপর্ণ) ঋষি, তিনি যেন আমার বংশ রক্ষা করিয়াছেন।

৪। শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ অতি দূর দেশ হইতে সোম আনিয়াছেন, তাহা অশেষ কৰ্ম্মের উপযোগী, তাহা ব্রতের উৎসাহ হক্কি করে।

৫। তাহা ব্রহ্মবর্ণ, তাহা অন্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা দেখিতে সুন্দর, তাহা কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাহা শ্যেন আপন চরণের দ্বারা আহরণ করিয়াছে। হে ইন্দ্র! এই সোমের অনুরোধে অন্ন, পরমায়ু ও জীবন বিতরণ কর, ইহার অনুরোধে আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব কর।

৬। সোম পান করিয়া ইন্দ্র দেবতাদিগকে এবং অশ্বাদাদিকে বিশিষ্ট রূপ রক্ষা করেন। হে উৎকৃষ্ট কৰ্ম্মকারী ইন্দ্র! যজ্ঞের অনুরোধে আমাদিগকে অন্ন ও পরমায়ু প্রদান কর, যজ্ঞের অনুরোধে এই সোম আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

১৪৫ সূক্ত। ০

সপত্নী পীড়ন হেবতা। ইন্দ্রানী ঋষি।

১। এই যে তীব্র শক্তিমুক্ত লতা, ইহা ওষধি, ইহা আমি ধমনপূর্বক উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা দ্বারা সপত্নীকে ক্রেশ দেওয়া যায়, ইহা দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।

২। হে ওষধি! তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায়-স্বরূপ, দেবতারা তোমাকে স্রষ্টি করিয়াছেন, তোমার তেজ অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূর করিয়া দাও; যাহাতে আমার স্বামী আমারি বশীভূত থাকেন, তুমি তাহা করিয়া দাও।

৩। হে ওষধি! তুমি প্রধান; আমিও যেন প্রধান হই, প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হইয়া থাকে।

৪। সেই সপত্নীর নাম পর্য্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপ্ৰিয়, দূর অপেক্ষা আরও দূরে আমি সপত্নীকে পাঠাইয়া দি।

৫। হে ওষধি! তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা, আমারও ক্ষমতা আছে; এস আমরা উভয়ে ক্ষমতাগন হইয়া সপত্নীকে হীনবল করি।

৬। হে পতি! এই ক্ষমতামুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখিলাম। সেই শক্তিমুক্ত উপাধান (বালিশ) তোমাকে মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জন নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয়(১)।

(১) এই সূক্তটী সপত্নীদিগের উপর প্রভূত লাভের মন্ত্র। এটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাহা বলা বাহুল্য। এসূক্ত রচনার সময় বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীদিগের মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে।

১৪৬ সূক্ত ।

অরুণ্যানী দেবতা । দেব মুনি ঋষি ।

১। হে অরুণ্যানি ! (বৃহৎ বন) । হে অরুণ্যানি ! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্জ্ঞান হইয়া যাও, (অর্থাৎ কতদূর চলিয়াছ, স্থির করা যায় না) । তুমি কেন গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না ? তোমার কি একাকী থাকিতে ভয় হয় না ?

২। এক জন্তু যবের ন্যায় গম্ব করিতেছে, আর এক জন্তু চীচী, ইত্যাকার শব্দ করিয়া যেন তাহার উত্তর দিতেছে, যেন ইহার বীণার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করিয়া অরুণ্যানীকে বর্ণনা করিতেছে ।

৩। অরুণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী চরিতেছে, (এইরূপ ভ্রম হয়), কোথাও যেন একটী অট্টালিকার মত দৃষ্ট হয়, সম্ভাব্যবেলা যেন উহার মধ্য হইতে কত কত শব্দ নির্গত হইয়া আসিতেছে(১) ।

৪। তবে কি এই এক ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করিতেছে ? তবে কি এই আর এক ব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে ? অরুণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জ্ঞান করে যেন সম্ভাব্যবেলা কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল ।

৫। বাস্তবিক কিছু অরুণ্যানী কাহারো গ্রাণ বধ করেন না । অন্য অন্য পশু না আসিলে তথায় কোন আশঙ্কা নাই, তথায় সুশান্তি ফল আহাৰ করিয়া অতি সুখে কাল রূপ হয় ।

৬। যুগলাভির ন্যায় অরুণ্যানীর সৌরভ কত, আহাৰ তথায় বিদ্যমান আছে, তথায় কৃষক লোক আদৌ নাই । অরুণ্যানী হরিণদিগের জননী-স্বরূপা । এই রূপে আমি অরুণ্যানী বর্ণনা করিলাম ।

(১) আলোক ও অন্ধকারের ক্রীড়া বশতঃ এই সকল অলীক দৃষ্টি । এই সূক্তটি অরুণ্য নামে একটি কবিতা মাত্র ।

১৪৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মৃদেনা ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ! তোমার ক্রোধকে আমি প্রাণ বলিয়া মান্য করি। কারণ, তুমি হৃদকে বধ করিয়াছ এবং লোকহিতার্থে হৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছ। ত্ব্যলোক ও ভুলোক তোমারই অধীন হইয়া থাকে। হে বজ্রধারী ! এই পৃথিবী তোমার প্রভাবে কাঁপিতে থাকে।

২। হে ইন্দ্র ! তোমার কিছুমাত্র নিন্দা নাই। তুমি অন্ন সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়া আপনার ক্ষমতা দ্বারামায়াবী হৃদকে পৌড়া দিলে। মনুষ্যাগণ গোকাঁমনা করিয়া তোমারি নিকট যাঁচক হয়। সকল যজ্ঞ ও হোমের সময় তোমাকেই প্রার্থনা করে।

৩। হে ধনশালী ! হে পুরুষত ! এই সকল বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট প্রাচুর্য্ভূত হও, ইহারা তোমার প্রসাদে ত্রিহস্তিশালী ও ধনবান্ হইয়াছেন। পুত্রপৌত্র ও অন্যান্য অভিলষিত বস্তুলাভের জন্য এবং বিশিষ্ট ধন পাইবার নিমিত্ত ইঁহারা যজ্ঞাযুষ্ঠানপূর্ব্বক বলবান্ ইন্দ্রেরই পূজা করেন।

৪। যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে সোমপানজনিত আনন্দ প্রদান করিতে জানে, সেই প্রচুর পরিমাণ ধন প্রার্থনা করে। হে ধনশালী ইন্দ্র ! তুমি যে যজ্ঞদাতা ব্যক্তির ত্রিহস্তি সম্পাদন কর, সে শীঘ্রই নিজ কিকরদিগের দ্বারা ধনে অল্পে পরিপূর্ণ হয়।

৫। বল পাইবার জন্য তোমাকে বিশিষ্টরূপে স্তব করা হয়, তুমি বিপুল বল প্রদান কর, ধনও দাও। হে প্রিয়দর্শন ! তুমি মিত্র ও বকগণের ন্যায় অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী, তুমি আমাদিগকে অন্ন সমস্ত তাগ করিয়া দিরা থাক।

১৪৮ সূক্ত ।

ইন্দ্র ! দেবতা ! পৃথু ঋষি ।

১। হে প্রচুরধনশালী ইন্দ্র ! আমরা সোম প্রস্তুত করিয়া এবং অন্নের আয়োজন করিয়া তোমাকে স্তব করিতেছি । যে সম্পত্তি তোমার মনের অনুরূপ, তাহা আমাদেরিগকে প্রচুর পরিমাণে দান কর । তোমার আশ্রয়ে আমরা নিজ উদ্যোগেই যেন ধন লাভ করি ।

২। হে বীর প্রিয়দর্শন ইন্দ্র ! তুমি জম্ব গ্রহণ করিবার পরই সূর্য্য-মূর্ত্তিতে দাসজাতীয় প্রজাদিগকে পরাভব কর । যে গুহার মধ্যে লুকাইত, বা জলের মধ্যে নিগূঢ় আছে, তাহাকেও পরাভব কর । রুষ্টি পতন হইলেই আমরা লোম প্রস্তুত করিব ।

৩। হে ইন্দ্র ! তুমি প্রভু, বিদ্বান্, মেধাবী ও ঋষিদিগের স্তব কামনা কর, সেই স্তুতিবাণীগুলি অহমোদন কর । আমরা সোমের দ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছি, অতএব আমরা যেন তোমার অন্তরঙ্গ হই । হে রথারূঢ় ! এই সকল আহ্বারের দ্রব্য তোমাকে নিবেদন ।

৪। হে ইন্দ্র ! এই সকল প্রধান প্রধান স্তব তোমার উদ্দেশে পাঠ করা হইয়াছে । হে বীর ! যাহারা প্রধানের প্রধান, তাহাদিগকে অন্ন দান কর । যাহাদিগকে স্নেহ কর, তাহারা যেন তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে । যাহারা স্তব করিবার জন্য একত্রে দাঁড়াইয়াছেন, তাহাদিগকে রক্ষা কর ।

৫। হে বীর ইন্দ্র ! আমি পৃথু তোমাকে ডাকিতেছি, আমার আহ্বান শ্রবণ কর, বেনের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমাকে স্তব করা হইতেছে । এই বেনপুত্র যতযুক্ত যজ্ঞগৃহে আসিয়া তোমাকে স্তব করিয়াছে । আর আর স্তবোচ্চারণকারীগণও ধাবিত হইতেছে, যেরূপ তরঙ্গগণ নিম্নগণে ধাবিত হয়, তরঙ্গ ধাবিত হইতেছে ।

১৪৯ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। অচ'২ ঋষি।

১। সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রাখিয়াছেন, তিনি বিনা অবলম্বনে দু্যলোককে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। এই দেখ, আকাশে সমুদ্রের ন্যায় মেঘরাশি অবস্থিত আছে, ইহার। ঘোটকের ন্যায় গাত্র কম্পিত করে, ইহার। নিরুপত্রব স্থানে বদ্ধ আছে, ইহা হইতে সবিতাই জল নির্গত করেন।

২। সমুদ্রতুল্য মেঘরাশি যে স্থানে বদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীকে আর্দ্র করে, জলেরপুত্র সবিতা ঐ স্থান জানেন। তাঁহা হইতেই পৃথিবী, তাঁহা হইতেই আকাশ উদয় হইয়াছে, তাঁহা হইতেই দু্যলোক ও ভুলোক বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

৩। যে সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইয়া থাকে, বাঁহার। অমর, ভুবনের উৎপন্ন জীবস্বরূপ, তাঁহার। শেষে জন্মিয়াছেন। সুপর্ণ গরুড়ানু সবিতা হইতে অগ্রে জন্মিয়াছেন। তিনি হাঁহার ধারানক্রিয়ার পশ্চাৎ-বর্তী।

৪। সেই সবিতা বাঁহাকে সংসারশুদ্ধ সকলে প্রার্থনা করে, তিনি স্বর্গের ধারণকর্ত্তী, তিনি আমাদের নিকট সেইরূপ ঐশ্বর্য্যের সহিত আগমন করুন, যেমন গাভীগণ গ্রামের দিকে যায়, যেমন যোদ্ধাব্যক্তি অশ্বের দিকে যায়, যেমন নবপ্রসূতা দেখু শ্রমসমনে দুগ্ধ বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের দিকে যায়, যেমন স্বামী স্ত্রীর নিকটে যায়।

৫। হে সবিতা! যেমন অগ্নির বংশসম্ভূত আমার পিতা হিরণ্য-সূপ এই যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, তক্রূপ আমি তাঁহার পুত্র অচ'২ তোমার নিকট আশ্রয় লাভের জন্য বন্দনা করিতে করিতে তোমার সেবার জন্য তেমনি সতর্ক রহিয়াছি, যেমন যজ্ঞমানের। সোমলতা রক্ষার জন্য সতর্ক থাকে।

১৫০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। যুগ্মীক ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের নিকটে হব্য বহন করিয়া থাক, তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছে, তুমি প্রদীপ্ত হইয়াছ। আদিত্যগণ, বসুগণ ও রুদ্রগণের সহিত আমাদিগের যজ্ঞে এস, সুখ দিবার জন্য এস।

২। এই যজ্ঞ, এই স্তব, ইহা গ্রহণ কর, নিকটে এস। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা মনুষ্য, তোমাকে ডাকিতেছি, সুখের জন্য ডাকিতেছি।

৩। তুমি জাতবেদা, সকলের প্রার্থিত, তোমাকে স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করি। হে অগ্নি! ষাঁহাদিগের কার্য্য সুখকর, সেই সকল দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া এস, সুখের জন্য এস।

৪। দেব অগ্নি দেবতাদিগের পুরোহিত হইয়াছেন। মনুষ্যেরা ঋষিরা, অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। প্রচুর অর্থলাভ উদ্দেশে অগ্নিকে ডাকিতেছি। তিনি আমাদের সুখী করুন।

✓ ৫। অগ্নি যুদ্ধের সময় অত্রি, তুরবাক্ত, গবিস্রি, কথ ও ত্রসদম্বাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ পুরোহিত অগ্নিকে আহ্বান করেন, সুখের জন্য আহ্বান করেন।

১৫১ সূক্ত। ০

অগ্নি দেবতা। অগ্নি ঋষি।

১। অগ্নির গুণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলেন(১)। অগ্নিপ্রযুক্তই যজ্ঞ-সামগ্রী আহুতি দেওয়া হয়। অগ্নি সম্পত্তির মন্তকের উপরে থাকেন। ইহা অগ্নি স্পষ্ট বাক্যে জানাইতেছি।

(১) অগ্নি অর্থে ধর্ম্ম বা সত্যে বিশ্বাস, তাহা হইতে একটা দেবীরূপে উপাসিত হইলেন। এ সূক্তটি আধুনিক; ৩ ঋকে অম্বর শব্দ পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। হে অন্ধা! যে দান করে, তুমি তাহার শ্রিয়কার্যের অমুষ্ঠান কর; যে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাকেও সন্তুষ্ট কর। যাহারা ভোজন করায় ও যজ্ঞ করে, তাহারা প্রীতি লাভ করক। হে অন্ধা! আমার এই কথাটী রক্ষা কর।

৩। যখন অশুরেরা প্রবল হইল, তখন দেবতারা এই অন্ধা, অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেন, যে, ইহাদিগকে বধ করিতেই হইবে। হে অন্ধা! যাহারা ভোজন করায় ও যজ্ঞ করে, তাহাদিগের বিষয়ে আমি যাঁহা বলিলাম, সেই কথাটী সফল কর।

৪। দেবতারা এবং যজমান ব্যক্তিরা বায়ুকে রক্ষকস্বরূপ পাইয়া অন্ধারই উপাসনা করেন। মনে কোন সংকল্প উদয় হইলে নোকে অন্ধারই শরণাগত হয়। অন্ধার প্রসাদে ধন লাভ করা যায়।

৫। অন্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আহ্বান করি, অন্ধাকেই মধ্যাহ্ন কালে ডাকি; যখন সূর্য্য অস্ত যায়, তখনও অন্ধারই নাম করি। হে অন্ধা! এই স্থানে আমাদিগকে অন্ধায়ুক্ত করিয়া দাও।

১৫২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শাস ঋষি।

১। আমি শাস এইরূপে ইন্দ্রকে স্তুত করিতেছি। হে ইন্দ্র! তুমি মহৎ, শত্রুভক্ষণকারী ও আশ্চর্য্য, তোমার সখার মৃত্যু নাই, তাহার কখনও পরাজয় হয় না।

২। যিনি কল্যাণ দান করেন, যিনি প্রজাবর্গের অধিপতি, রত্নের বিনাশকর্তা, যুদ্ধে রত, শত্রুকে বশ করেন, হৃষ্টি বর্ষণ করেন, সোম পান করেন, অভয় দান করেন, সেই ইন্দ্র আমাদিগের সমক্ষে আগমন করুন।

৩। হে রত্ন-সংহারী ইন্দ্র! রাক্ষসকে ও শত্রুদিগকে বধ কর; রত্নের ছুই হুই ভঙ্গ করিয়া দাও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের কোথাকে নিষ্ফল কর।

৪। হে ইন্দ্র! আমাদিগের শত্রুদিগকে বধ কর; যুদ্ধাভিসারী বিপক্ষদিগকে হীনবল কর। যে আমাদিগের মন্দ করে, তাহাকে জঘন্য অন্ধকারে নিমগ্ন কর।

৫। হে ইশ্র! শত্রুর মন নষ্ট করিয়া দাও; যে আত্মাদিগকে তরা-
জীর্ণ করিতে চাহে, তাহার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ কর। শত্রুর
আক্রোশ হইতে রক্ষা কর, উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান কর, শত্রুর সাংঘাতিক অস্ত্র
খণ্ডন করিয়া দাও।

১৫৩ সূক্ত।

ইশ্র দেবতা। ইশ্র যাতা নামে ঋষিগণ।

১। ক্রিয়ানিপুণ ইশ্রমাতাগণ সদ্য প্রস্তুত ইশ্রের নিকটে বাইরা
তঁাহার সেবা করিতেছেন এবং তঁাহার প্রসাদে উৎকৃষ্ট ধন প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন।

২। হে ইশ্র! তুমি বলবীৰ্য্য ও তেজ হইতে অম্মপ্রহণ করিয়াছ,
অর্থাৎ ঐ গুলিই তোমার উপাদান। হে বর্দ্ধনকারী! তুমিই অভিনাষ
পূরণকর্ত্তা।

৩। হে ইশ্র! তুমি হস্তের নিধনকর্ত্তা, তুমি আকাশকে বিস্তারিত
করিয়াছ। তুমি আপন ক্ষমতাদ্বারা স্বর্গকে উন্নত করিয়া রাখিয়াছ।

৪। হে ইশ্র! সূর্য্য তোমার সহচর, তুমি তাঁহাকে দুই হস্তে ধারণ
করিয়া আছ। তুমি বলপূর্ব্বক বজ্রকে শাণিত করিয়া থাক।

৫। হে ইশ্র! তুমি তাবৎ জন্তকে নিজ তেজে অভিভব কর। এত-
দূশ তুমি সমস্ত স্থানই আক্রমণ করিয়া রহিয়াছ।

১৫৪ সূক্ত।

মৃতব্যক্তির অবস্থা দেবতা। যমী ঋষি।

১। কোন কোন প্রেতের জন্য গোমরস ক্ষরিত হয়; কেহ কেহ মৃত
সেবন করে; যে সকল প্রেতের জন্য মধুর স্রোত বহিয়া থাকে, হে প্রেত!
তুমি তাহাদিগের নিকটে গমন কর।

২। যাহারা তপস্যাবলে দুর্দ্ধর হইয়াছেন; যাহারা তপস্যাবলে স্বর্গে
গিয়াছেন; যাহারা অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন; হে প্রেত! তুমি তাঁহা-
দিগের নিকটে গমন কর।

৩। ঐহারা যুদ্ধহলে বুদ্ধ করেন; যে সকল বীর শরীরের মায়া ভাগ করিয়াছেন; কিংবা ঐহারা সহস্রদক্ষিণ দান করেন; হে প্রেত! তুমি তাঁহাদিগের নিকটে গমন কর।

৪। যে সকল পূর্বভ্রম ব্যক্তি পুণ্যকর্মের অমুষ্ঠানপূর্বক পুণ্যবানু হইরাছেন, পুণ্যের স্রোত বন্ধি করিয়াছেন, ঐহারা তপস্যা করিয়াছেন; হে যম! এই প্রেত তাঁহাদিগের নিকটেই গমন করক।

৫। যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র প্রকার সংকর্মের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐহারা সুর্য্যকে রক্ষা করেন, ঐহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া তপস্যাই করিয়াছেন; হে যম! এই প্রেত সেই সকল ঐহাদিগের নিকটে গমন করক(১)।

১৫৫ সূক্ত। ০

অলক্ষ্মী নাশ ও ব্রহ্মণস্পতি ও বিশ্বদেব দেবতা। শিরিশিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অলক্ষ্মী! তুমি বদান্যতার বিপক্ষ, সর্বদা কুৎসিত শয়ন কর, তোমার আকৃতি বিকটে, আক্রোশ করাই তোমার এক মাত্র কার্য; তুমি পর্বতে গমন কর। আমি শিরিশিষ্ঠ, আমি এরূপ উপায় করিতেছি, বাহাতে তোমাকে অবশ্যই দূর করিব।

২। সেই অলক্ষ্মী সর্বজাতীয় জগকে নষ্ট করে, (অর্থাৎ হুঙ্করতা শাস্ত্রাদির অস্তুর নষ্ট করিয়া দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে); তাহাকে আমি এই স্থান হইতে এবং এই স্থান হইতে দূর করিলাম। হে তীক্ষ্ণভেজা ব্রহ্মণস্পতি! বদান্যতার বিপক্ষস্বরূপা সেই অলক্ষ্মীকে এই স্থান হইতে দূরীকৃত করতঃ আগমন কর।

৩। এই এক খানি কাষ্ঠ সমুদ্র তীরের নিকটে ভাসিতেছে, উহার পুরুষ অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী কেহ নাই; হে বিরূপাকৃতি অলক্ষ্মী! উহার উপর আরোহণপূর্বক সমুদ্রের অপর পারে গমন কর।

(১) পুণ্যকর্মে স্বর্গলাভ হয়, তাহা এই সূক্তে প্রকাশিত হইতেছে। বেদের যম স্বর্গস্থখদাতা, (দণ্ডের নিবন্ধা নহেন), তাহাও ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে।

৪। হে হিংসাময়ী কুৎসিত শব্দকারিণী অলক্ষ্মীগণ! যখন তোমরা তৎপর হইয়া প্রকৃষ্টগমনে চলিয়া গেলে, তখন ইঞ্জের সকল শত্রু নষ্ট হইল, জল বুদ্ধদের ন্যায় তাহারা মিলাইয়া গেল।

৫। এই সকল ব্যক্তি গাভীদিগকে প্রত্যাঙ্কার করিয়াছে, ইহারা অগ্নিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়াছে, দেবতাদিগের উদ্দেশে অন্ন উৎসর্গ করিয়াছে; কাহার সাধ্য যে ইহাদিগকে আক্রমণ করে(১)?।

১৫৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কেতু ঋষি।

১। যেরূপ অজিতে, অর্থাৎ ঘোটক ধাবন স্থানে শীতগামী ঘোটককে ধাবিত করা হয়, তদ্রূপ আমাদিগের স্তবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করিতেছে, তাহার প্রসাদে আশ্রয় যেন যাবতীয় ধন জয় করি।

২। হে অগ্নি! তোমার নিকট যেরূপ আশ্রয় পাইয়া আমরা গাভীদিগকে উপার্জ্জন করি, তোমার যে রক্ষা আমাদিগের সাহায্যকারিণী সেনাস্বরূপা, সেই রক্ষা আমাদিগকে পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে আমরা ধন লাভ করিব।

৩। হে অগ্নি! প্রচুর ধন দাও, তাহার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে। আকাশকে হৃষ্টিজলে অভিষিক্ত কর; বাণিজ্যকারীর বাণিজ্য-কার্য্য প্রবর্তিত কর।

৪। হে অগ্নি! যে সূর্য্য সর্ব্বদাই যাইতেছেন, যিনি লোকদিগকে আলোক দিতেছেন, তাহাকে আকাশে বসাইয়া দাও।

৫। হে অগ্নি! তুমি প্রজাদিগের অস্তিত্ব জানাইয়া দাও, অর্থাৎ তোমাকে দেখিলেই তথায় লোকালয় আছে এরূপ অনুমান হয়। তুমি শ্রিয়ন্তম; তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি যজ্ঞধানে উপবেশন কর, স্তবের প্রতি কর্ণপাত কর; অন্ন আনিয়া দাও।

(১) এ সূক্তটি অমল্লল নামের মন্ত্র। এটি আধুনিক, বলা বাহুল্য।

১৫৭ সূক্ত। ৩

বিশ্বেদেবা দেবতা। ভুবন ঋষি।

১। এই সমস্ত ভুবন হইতে আমরা যেন সূত্বের উপায় করিতে পারি ;
ইন্দ্র ও ত্যাবৎ দেবতা সেই উপায় করিয়া দিন।

২। ইন্দ্র ও আদিত্যগণ মিলিত হইয়া আমাদের যজ্ঞ ও দেহ ও
মস্তানসন্ততি নিরূপিত করিয়া দিন।

৩। ইন্দ্র আদিত্যদিগকে ও মকংগকে সহকারী স্বরূপ লইয়া
আমাদের দেহের রক্ষাকর্ত্তা হউন।

৪। দেবতারা যখন অসুরদিগকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন,
তখন তাঁহাদিগের, অমরত্ব পদ রক্ষা হইল(১)।

৫। নানা কার্য্যদ্বারা স্তবকে দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করা হইল।
তদনন্তর আকাশ হইতে রুষ্টি পতন হইতে দেখা গেল।

১৫৮ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। চক্ষু ঋষি।

১। সূর্য্য আমাদের যজ্ঞের উপদ্রব হইতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব
হইতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন।

২। হে সবিতা ! আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তোমার যে তেজঃ,
তাহার উদ্দেশে একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, শক্রদিগের যে সকল
উজ্জ্বল অস্ত্র আসিয়া পড়িতেছে, তাহা হইতে আমাদের রক্ষা কর।

৩। সবিতাদেব আমাদের চক্ষু দান করণ, পরিত্রাণদেব চক্ষু দান
করুন ; বিধাতা আমাদের চক্ষু দান করুন।

৪। আমাদের চক্ষুকে চক্ষু, অর্থাৎ দর্শনশক্তি দান কর, যাহাতে
সকল বস্তু উত্তমরূপে প্রকাশ পায়, সেই জন্য আমাদের শরীরকে চক্ষু দান।

(১) অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে প্রয়োগ এই সূক্তের অপেক্ষাকৃত আধুনিক
রচনা প্রকাশ করিতেছি।

কর। আমরা যেন সকল বস্তু একত্রে সংগৃহীতরূপে দর্শন করিতে পারি, এবং যেন বিশেষ বিশেষ করিয়াও দর্শন করিতে পারি।

৫। হে সূর্য্য ! তোমাকে যেন আমরা অতি উৎকৃষ্টরূপে দর্শন করিতে পারি, আর মনুষ্যগণ যাহা দেখিতে পার, তাহা যেন আমরা বিশেষ বিশেষ করিয়া দর্শন করিতে পারি।

১৫৯ সূক্ত । ০

শচী দেবতা । শচীই ঋষি(১) ।

১। এই যে সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্যই উন্নয় হইয়াছে । আমি ইহা বুঝিয়াছি ; সকল সপত্নী আমার নিকট পরাস্ত, আমি স্বামীকেও বশ করিয়াছি ।

২। আমিই কেতু, আমিই মন্তক ; আমি প্রবল হইয়া স্বামির নিকট মিত্র বাক্য লাভ করি। আমাকে সর্কোপরিবর্তিনী জানিয়া আমার স্বামী আমার কার্য্যেই অনুমোদন করেন, আমার ভতেই চলেন ।

৩। আমার পুত্রগণ শক্রনিধনকারী, অর্থাৎ বলবানু ; আমার কন্যাই সর্বাশ্রিত শোভায় শোভিত । আমি সকলকে জয় করি। আমারই নাম স্বামির নিকট আদরণীয় হয় ।

৪। যে যজ্ঞ করিয়া ইজ্র বলবানু ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, হে দেবগণ ! আমি তাহাই করিয়াছি ; তাহাতে আমার সকল শত্রু নষ্ট হইয়াছে ।

(১) এটিও সপত্নীর উপর প্রভুত্ব লাভ করিবার মন্ত্র মাত্র । এটি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য । শচীকে এই সূক্তের দেবতা ঋষি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সূক্তটি ইজ্রাণীর উক্তি, সূক্তের মধ্যে তাহার কোনও নিদর্শন নাই । কলতঃ প্রথম নয় মণ্ডলে যে ঋষিদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ আছে, সূক্তগুলি প্রায় সেই সেই ঋষি বা তত্ত্বংশীয়দিগের দ্বারা রচিত । দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং পাঁচ লোকে দেওনিকে অজ্ঞাত করে, সেই জন্য ঋষির স্থলে দেবতাদিগের নাম বলাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।

৫। আমার শত্রু জীবিত থাকে না, শত্রুদিগকে আমি নধ করি, জয় করি, পরাস্ত করি। যেমন অস্থির বুদ্ধি লোকের সম্পত্তি অন্বেষণ করে, তদ্রূপ আমি অপর নারীগণের ভেজ খণ্ডন করিয়া দিয়াছি।

৬। আমি এই সকল সপত্নীদিগকে জয় করিয়াছি, পরাস্ত করিয়াছি। সে কারণে আমি এই বীরের উপর প্রভুত্ব করি, পরিবারবর্গের উপরও প্রভুত্ব করি।

১৬০ পৃষ্ঠা।

ইন্দ্র দেবতা। পুরাণ বহি।

১। এই সোমরস তীব্র করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার সঙ্গে আহারের সামগ্রী আছে, ইহা পান কর। তোমার রথবহনকারী দুই ঘোটককে এই দিকে আনিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। হে ইন্দ্র! যেন আর আর যজমান তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে। তোমারই নিমিত্ত এই সকল সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে।

২। যে সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তোমারই জন্য, যাহা প্রস্তুত হইবে তাহাও তোমারই জন্য। এই সকল স্তব উচ্চারিত হইয়া তোমাকে আত্মান করিতেছে। হে ইন্দ্র! আমাদিগের এই যজ্ঞ এইগ কর। সকলি তুমি জান, এই স্থানেই সোম পান কর।

৩। যে ব্যক্তি একান্তমনে, অমায়িকভাবে, প্রীতিবৃত্ত অন্তঃকরণে, ও দেবভক্তিসহকারে এই ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাহার গাভী-দিগকে নষ্ট করেন না, অতি সুন্দর সূচাক মজল তাহার জন্য বিধান করেন।

৪। যে ধনবান্ ব্যক্তি ইঁহার জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাহাকে প্রত্যক্ষরূপে নিজ মূর্তিতে দর্শন দেন। তিনি আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করেন। আর যাহারা পুণ্যকর্মের দ্বারা, তিনি কাহারও প্রবর্তনা ব্যতিরেকে, উহাদিগকে বিলাস করেন।

৫। হে ইন্দ্র! গাভী, ঘোটক ও অগ্নের কামনাতে আমরা তোমার আগমন প্রার্থনা করিতেছি। তোমার জন্য এই মৃতন ও উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিতে করিতে তোমাকে সুখকর জানিয়া থাকিতেছি।

১৬১. সূক্ত। ০

ইন্দ্র দেবতা। বক্ষ্য নাশন ঋষি।

১। হে রোগী! এই যজ্ঞসামগ্রী দ্বারা তোমাকে অপরিজ্ঞাত বক্ষ্য-
রোগ হইতে, রাজ বক্ষ্যারোগ হইতে মোচন করিয়া দিতেছি, তাহা হইলে
তোমার জীবন রক্ষা হইবে। যদি কোন পাপগ্রহ এই রোগীকে ধরিয়
থাকে, তাহা হইলে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! ইহাকে তাহার হস্ত হইতে মোচন
করিয়া দাও।

২। যদিচ এই রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হইয়া থাকে, অথবা, যদি এ
ধরিয়ণ্ড গিয়া থাকে, যদি একেবারে মৃত্যুর নিকটেই গিয়া থাকে; তথাপি
আমি মৃত্যুদেবতা নিখতিরের নিকট হইতে তাকে ফিরাইয়া আনি-
তেছি। আমি ইহাকে এরূপ স্পর্শ করিয়াছি যে এ একশত বৎসর জীবিত
থাকিবে।

৩। আমি এই যে আত্মতি দিলাম, ইহার একশত চক্ষু একশত বৎ-
সর পরমায়ু দেয়, একশত আয়ু দেয়, এতাদৃশ আত্মত্বি দ্বারা আমি
রোগীকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। ইন্দ্র যেন সমস্ত পাপ হইতে ইহাকে
পরিষ্কার করিয়া একশত বৎসর জীবিত রাখেন।

৪। হে রোগী! একশত শরৎকাল জীবিত থাক, সুখে সচ্ছন্দে এক
শত হেমন্ত, এক শত বসন্ত জীবিত থাক। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা ও রুহস্পতি
দ্বারা তুষ্ট হইয়া ইহাকে একশত বৎসর পরমায়ু প্রদান করুন।

৫। হে রোগী! তোমাকে আমি পাইয়াছি, তোমাকে ফিরাইয়া
আনিয়াছি। তুমি পুনরুদার নবীন হইয়া আসিয়াছ। তোমার সমস্ত অঙ্গ,
সমস্ত চক্ষু, সমস্ত পরমায়ু, আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি(১)।

(১) এটী বক্ষ্যারোগ আশ্রয় করিবার মন্ত। এটী আধুনিক, তাহা বলা
বাঞ্ছন্য। ৪ ঋকে প্রকাশ যে মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসর।

১৬২ সূক্ত। ৫

গর্ভরক্ষণ দেবতা। রক্ষোহা ঋষি।

১। রাক্ষস নিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সহিত একমত হইয়া এস্থান হইতে গর্ভের সেই সমস্ত বাধা, উপদ্রব, রোগ দূর করিয়া দিল, যাহার দ্বারা, হে নারি! তোমার যোনি আক্রান্ত হইয়াছে।

২। হে নারি! যে মাংসভোজী রাক্ষস, অথবা যে রোগ, বা উপদ্রব তোমার যোনি আক্রমণ করে, রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সহিত মিলিত হইয়া সেই সমস্ত বিনাশ করুন।

৩। পুরুষের শুক্রসঞ্চারণ কালেই হউক, অথবা গর্ভ উৎপন্ন হইবার কালেই হউক, অথবা গর্ভ মধ্যেই আন্দোলিত হইবার কালে হউক, অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে হউক, তোমার গর্ভকে যে নষ্ট করে বা, নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আমরা এই স্থান হইতে দূরীভূত করিলাম।

৪। গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য যে তোমার দুই উক বিশেষিত করিয়া দেয়, অথবা যে ঐ উদ্দেশ্যে স্ত্রী পুরুষের মধ্যস্থলে শয়ন করে, অথবা যে যোনির মধ্যে নিপতিত পুরুষ শুক্রকে লেহন করিয়া লয়, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিলাম।

৫। হে নারি! যে রাক্ষস তোমার ভ্রাতা, পতি, বা উপপতির মূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক তোমার নিকটে গমন করে, তোমার সন্তানকে যে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করি।

৬। যে রাক্ষস স্বপ্নাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় তোমাকে যুক্ত করিয়া নিকটে যায়, যে তোমার সন্তানকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করি(১)।

(১) এ সূক্তটি গর্ভরক্ষার মন্ত্র মাত্র। এটি আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

১৬৩ সূক্ত। ৩

যক্ষ্মারোগের নাশ দেবতা। বিবৃতি ঋষি।

১। তোমার দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কর্ণ, চিবুক, মস্তক, মস্তিস্ক, বা জিহ্বা এই সকল অবয়ব হইতে যক্ষ্মা, অর্থাৎ রোগকে আমি তাড়াইয়া দিতেছি।

২। তোমার গ্রীবাস্থিত শিরাসমূহ হইতে, স্নায়ু হইতে, অস্থিসন্ধি, দুই বাহু, দুই হস্ত, দুই স্কন্ধ, এই সকল অবয়ব হইতে ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৩। তোমার অন্ননাড়ী, ক্ষুদ্রনাড়ী, রহদণ্ড, হৃদয়স্থান, মূত্রাশয়, যকৃৎ ও অন্যান্য মাংসপিণ্ড হইতে আমি ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৪। তোমার দুই উরু, দুই জাহ্নু, দুই পার্শ্ব (গোড়ালি) ও দুই চরণ-প্রান্ত হইতে, এবং দুই নিভম্ব, কটদেশ ও মলদ্বার হইতে ব্যাধিকে আমি তাড়াইতেছি।

৫। প্রাণবকারী তোমার পুরুষাঙ্গ হইতে, লোম ও নখ হইতে, এমন কি তোমার সর্বাঙ্গ শরীর হইতে আমি এই ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৬। প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধি স্থান, তোমার সর্বাঙ্গের মধ্যে যে কোম স্থানে ব্যাধি জন্মিয়াছে, আমি তথা হইতে তাহাকে তাড়াইতেছি(১)।

১৬৪ সূক্ত। ৩

হুঃস্বপ্ন নাশ দেবতা। প্রচেতা ঋষি।

১। হে হুঃস্বপ্ন দেবতা! তুমি মনকে অধিকার করিয়াছ; তুমি সরিয়া যাও; পলায়ন কর; দূর স্থানে যাইয়া বিচরণ কর। অতিদূরে যে দিগন্তে দেবতা আছেন, তাঁহাকে যাইয়া কহ, যে জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ, অতএব তিনি কেন মনোরথ ভঙ্গ করেন।

(১) এটিও রোগ আরাম করিবার মন্ত্র। আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

২। জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ থাকে ; সে উৎকৃষ্ট কামা বস্ত্র প্রার্থনা, করে, উৎকৃষ্ট ও সুন্দর কল লাভ করিবার ইচ্ছা করে। যম যেন কল্যাণ চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করেন।

৩। আশা করিবার সময়, আশা ভঙ্গ হইবার সময়, আশা সফল হইবার সময়, কি জাগ্রদবস্থায়, কি নিদ্রাবস্থায়, যাহা কিছু অপকর্ম্য করি, সেই সমস্ত ক্লেশকর পাপকে অগ্নি আমাদের নিকটে হইতে দূরে লইয়া রাখুন।

৪। হে ইন্দ্র ! হে ব্রহ্মণস্পতি ! যে পাপ আমরা করিয়াছি, অগ্নিরার সন্তান প্রচেতা শত্রুত্ব সেই অকল্যাণ হইতে আমাদের রক্ষা করুন।

৫। অদ্য আমরা জয়ী হইয়াছি, যাহা লাভ করিবার তাহা পাইয়াছি, অপরাম্বস্ত হইয়াছি। জাগ্রৎ অবস্থায়, বা নিদ্রাবস্থায়, বা সংকল্পে অন্য, যাহা কিছু পাপ ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের দেব-ভাজন শত্রুর নিকটে যাউক। যাহাকে আমরা দেব করি, তাহার নিকটে যাউক(১)।

১৬৫ বৃক্ষ।

বিশ্বেদেবা দেবতা। কপোত ঋষি।

১। হে দেবগণ ! ঐ কপোত নির্ধতির প্রেরিত দূত, সে ক্লেশ দিবার অভিলাষে আমাদের গৃহে আসিয়াছে, তাহার পূজা করিতেছি, এই অকল্যাণ অপনয়ন করিতেছি, আমাদের দ্বিপদ (দাস দাসী) ও চতুষ্পদগণ (গো, অশ্ব, মেঘ, ইত্যাদি) যেন অমঙ্গলগ্রস্ত না হয়।

২। হে দেবগণ ! যে কপোত আমাদের গৃহে প্রেরিত হইয়াছে, এই পক্ষী আমাদের পক্ষে শুভকর হউক, যেন আমাদের কোন অকল্যাণ না করে। বুদ্ধিমান ও আমাদের আত্মীয়ভূত অগ্নি আমাদের হব্য গ্রহণ করুন। পক্ষবিশিষ্ট এই অস্ত্র আমাদের সর্বথা পরিত্যাগ করিয়া যাউক।

(১) এটিও হুঃসপ বা অন্য অমঙ্গল বাশের মত, আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

৩। এই পক্ষযুক্ত অস্ত্রস্বরূপ কপোত যেমন আশ্বাদিগকে হিংসা না করে, যে বিস্তীর্ণ স্থানে অগ্নি সংস্থাপন হইয়াছে, সেই স্থানেই এই উপবেশন করুক। আশ্বাদিগের গো মনুষ্যবর্ণের মঙ্গল হউক। হে দেবগণ! কপোত যেমন আশ্বাদিগকে এই স্থানে হিংসা না করে।

৪। এই পেচক(১) যাহা কহিতেছে, তাহা মিথ্যা হউক। কারণ এই কপোত অগ্নিস্থানে উপবেশন করিতেছে। যাহার প্রেরিত দূতস্বরূপ এ আসিয়াছে, সেই মৃত্যুস্বরূপ যমকে নমস্কার।

৫। হে বন্ধুগণ! এই কপোত তাড়াইয়া দিবার যোগ্য, ইহাকে ঋকের দ্বারা তাড়াইয়া দেও। তাবৎ অকল্যাণ ধ্বংসপূর্বক আনন্দের সহিত গাভীকে অম্লের দিকে, অর্থাৎ তাহার আহার সামগ্রীর দিকে লইয়া চল, এই কপোত অতিবেগে উজ্জীন হয় ও আশ্বাদিগের অন্ন পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র উজ্জীন হউক(২)।

১৬৬ সূক্ত।

শত্রু বিনাশ দেবতা। বর্ষভ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমাকে এতাদৃশ কর, যাহাতে আমি সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, শত্রুদিগকে পরাভব করি, বিপক্ষদিগকে নিধন করি, এবং সর্বোপরিবর্তী হইয়া অশেষ গোপনের অধিকারী হই।

২। আমি শত্রুনিধনকারী হইলাম, আমাকে কেহ হিংসাবা আঘাত করিতে পারে না। এই সকল শত্রু আমার দুই চরণের নীচে অবস্থিতি করিতেছে।

৩। হে শক্রগণ! যেমন ধনুকের দুই প্রান্তভাগ ধনুওঁণের দ্বারা বন্ধন করে, তক্রূপ তোমাদিগকে এই স্থানেই বন্ধন করিতেছি। হে বাচস্পতি! ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া দাও, ইহারা যেন আমার কথার উপর কথা কহিতে সমর্থ না হয়।

(১) মূলে “উলুকঃ” আছে।

(২) এই সূক্ত পেচকটাকের অমঙ্গলনাশের মন্ত্র। আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

৪। আমার ভেজ তা বৎ কর্মের জন্যই উপযুক্ত। সেই ভেজ লইয়া আমি শত্রু পরাজয় করিতে আসিয়াছি। হে শত্রুগণ! আমি তোমাদিগের মন, তোমাদিগের কার্য, তোমাদিগের মিলন, সকলি অপহরণ করিয়া লইতেছি।

৫। তোমাদিগের উপার্জন কমতা অপহরণপূর্বক আমি তোমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছি, তোমাদিগের মস্তকে উঠিয়াছি। যেমন জল মধ্য হইতে ভেকেরা শব্দ করিতে থাকে, তদ্রূপ তোমরা আমার চরণের তল হইতে চীৎকার করিতে থাক।

১৬৭ সূক্ত। ৫

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! এই মধুতুল্য সোমরস তোমার জন্য ঢালা হইতেছে, এই যে সোমের কলস প্রস্তুত করা হইতেছে, তুমিই তাহার গ্রহ। তুমি আমাদিগের জন্য প্রচুর ধন ও বিস্তর লোকজন উৎপাদন করিয়া দাও। তুমি তপস্যা করিয়া স্বর্গজয়ী হইয়াছ(১)।

২। যে ইন্দ্র স্বর্গজয়ী হইয়াছেন, যিনি সোমস্বরূপ আহ্নার পাইলে বিশিষ্টরূপ আশ্রয় করেন, সেই ইন্দ্রকে এই সকল প্রস্তুত করা সোমরসের নিকটে আসিতে আহ্বান করিতেছি। আমাদিগের এই যজ্ঞের সংবাদ লও; এই স্থানে এস। শত্রুবিজয়কারী ইন্দ্রের নিকট আমরা শরণাপন্ন হইতেছি।

৩। সোম এবং রাজা বরুণ আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, বৃহস্পতি এবং অনুমতিদেবী মঙ্গল করিতেছেন; হে ইন্দ্র! তোমার স্তবে প্রস্তুত হইয়াছি। হে ধাতা! হে বিধাতা! তোমাদিগের অনুমতিমতে আমি কলস কলস সোমরস পান করিলাম।

৪। হে ইন্দ্র! তোমাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি চকসহকারে আর আর আহ্নারের জব্য প্রস্তুত করিয়াছি; নব প্রথম স্তবকর্তা হইয়া আমি এই স্তবটিকে পরিষ্কার করিয়া রচনা করিয়াছি। (ইন্দ্রের উক্তি)—হে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি! তোমরা সোম প্রস্তুত করিলে আমি যখন ধন লইয়া তোমাদিগের গৃহে আগমন করি, তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কর।

(১) তপস্যাদ্বারা স্বর্গ জয়ের কথা আমরা কেবল দশম মণ্ডলেই দেখিতে পাই।

১৬৮ শ্লোক ।

বায়ু দেবতা । অনিল ঋষি ।

১। যে বায়ু রথের ন্যায় বেগে ধাবিত হন, তাঁহাকে আমি বর্ণনা করিব । ইঁহার শব্দ বজ্রের শব্দের ন্যায়, ইনি ব্রহ্মাদি ভঙ্গ করিতে করিতে আসেন । ইনি চতুর্দিক রক্তবর্ণ করিতে করিতে আকাশ পথ অবলম্বন-পূর্বক গমন করেন । অপিচ, পৃথিবীর ধূলি বিকীরণ করিতে করিতে চলিয়া যান ।

২। সৃষ্টির পদার্থ অর্থাৎ পর্বতাদি পর্য্যন্ত বায়ুর গতিবশে কম্পমান হইতে থাকে । ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যার, তদ্রূপ এই বায়ুর দিকে গমন করে । তিনি সেই ঘোটকীদিগকে সহায় পাইয়া রথে আরোহণ-পূর্বক এই সমস্ত ভুবনের রাজার ন্যায় চলিয়া যান ।

৩। ইনি আকাশপথে গতিবিধি করিবার সময় কোন দিনই স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন না । ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন হইলেন, (অগ্রে বায়ু, পরে বৃষ্টি) । ইনি সত্যসত্যই বল দেখি, ইনি কোথায় জন্মিয়াছেন ? কোথা হইতে আসিয়াছেন ?

৪। এই বায়ুদেব দেবতাদিগের আত্মস্বরূপ, ভুবনের সন্তানস্বরূপ, যথাইচ্ছা বিহার করেন । ইঁহার শব্দই অনেক প্রকার শুনা যায়, ইঁহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না । হবি দিয়া সেই বায়ুর পূজা করি, এস ।

১৬৯ শ্লোক ।

গাভী দেবতা । শবর ঋষি ।

১। সুখকর বায়ু গাভীদিগকে বীজন করুন ; গাভীগণ বলহীনক ভূগপত্রাদি আশ্বাদন করুক ; প্রচুর ও প্রাণের পরিতৃপ্তিকর জল ইহার পান করুক ; হে কশ্যপদেব ! চরণবিশিষ্ট অন্নস্বরূপ এই যে গাভীগণ ইহা-দিগকে সচ্ছন্দে রাখ ।

২। গাভীগণ কখন অনেকে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন তিন তিন বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, কখন সর্বদা এক বর্ণবিশিষ্ট হয় । আমি যজ্ঞ উপলক্ষে তাহা-

দিগের নাম সকল অবগত হইলেন। অগ্নিরার সন্তানেরা তপস্যা দ্বারা তাহা-
দিগকে পৃথিবীতে স্রষ্টি করিয়াছেন। হে পর্জন্মদেব! তাহাদিগকে সুধ-
সচ্ছন্দ বিতরণ কর।

৩। গাভীগণ আপনাদের শরীর দেবতাদিগের যজ্ঞ জন্য দিয়া থাকে(১);
সোম তাহাদিগের অশেষ আকৃতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র! তাহাদিগকে
দ্রুক্ষে পরিপূর্ণ করিয়া এবং সন্তানযুক্ত করিয়া আমাদিগের জন্য গোষ্ঠে
গাঠাইয়া দাও।

৪। তাবৎ দেবতা ও পিতৃলোকদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া
প্রজাপতি আমাকে এই সকল গাভী উপঢৌকম দিয়াছেন। সেই সকল
গাভীকে কল্যাণযুক্ত করিয়া তিনি আমাদিগের গোষ্ঠমধ্যে সংস্থাপন করুন,
যেন আমরা সেই সকল গাভীর সন্তান প্রাপ্ত হই।

১৭০ সূক্ত। ৫

সূর্য্য দেবতা। বিজট ঋষি।

১। অতি দীপ্তিশালী সূর্য্যদেব মধুতুল্য সোমরস পান করুন, যজ্ঞ-
সুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরমায়ু বিধান করুন। তিনি বায়ু দ্বারা প্রেরিত
হইয়া প্রজাদিগকে স্বয়ংই রক্ষা করেন, প্রজাবর্গের পুষ্টি বিধান করেন এবং
অশেষ প্রকারে শোভা পান।

২। সূর্য্যস্বরূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হইতেছে; ইহা একাও,
অতিদীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত, ইহার মত অন্নদান কেহ করে না,
ইহা আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত হইয়া
আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহা শক্রনিধন করে, বৃত্তকে বধ করে,
দম্বাদিগের প্রধান নিধনকারী, অশ্বদিগের বধকারী(১), বিপক্ষদিগের
সংহারকারী।

(১) অর্থাৎ আহুতিরূপে গাভী অর্পন করা যায়।

(১) অশ্ব শব্দের পৌরাদিক অর্থ প্রয়োগ এই ঋকের আধুনিক রচনা প্রকাশ
করিতেছে।

৩। এই সূর্য্য সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য ; ইনি সকলি জয় করেন, ধন জয় করেন ; ইঁহাকে প্রকাণ্ড কহে ; ইনি সকল বস্তু আলোকযুক্ত করেন ; অত্যন্ত দীপ্তিশালী ; ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য বিস্তারিত হইয়াছেন ; ইনি বলস্বরূপ, ও অবিচলিত তেজস্বরূপ ।

৪। হে সূর্য্য ! তুমি জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া আকাশের উজ্জ্বল স্থানে গিয়াছ । তোমার প্রতাপ সকল কর্ম্মের সহায়স্বরূপ, সকল যাগ-যজ্ঞাদির অনুকূল, তাহাদ্বারা সকল ভুবন পুষ্টি লাভ করে ।

১৭১ শ্লোক ।

ইন্দ্র দেবতা । ইট ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! ইটঋষি যখন সোম প্রস্তুত করিলেন, তখন তুমি তাহার রথ রক্ষা করিলে । সোমসম্পন্ন সেই ইটের আহ্বান শ্রবণ করিলে ।

২। যজ্ঞ সম্পাদিত হইল, তুমি তাহার মস্তক শরীর হইতে পৃথক্কৃত করিলে, সোমসম্পন্ন ইটের গৃহে গমন করিলে ।

৩। হে ইন্দ্র ! অঙ্গুরোধের পুত্র পুনঃ পুনঃ তোমার স্তব করিল ; তাহাতে তুমি বেনপুত্রকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলে ।

৪। যখন রম্যগুপ্তি সূর্য্য পশ্চিম দিকে যান, দেবতারাও দেখিতে পান না, যে তিনি কোথায় গিয়াছেন, তখন তুমি সেই সূর্য্যকে আবার পূর্বদিকে আনিয়া দাও ।

১৭২ শ্লোক ।

উষা দেবতা । সংবর্ত ঋষি ।

১। হে উষা ! চমৎকার তেজের সহিত তুমি এস ; এই দেখ, গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন হইয়া পথে চলিয়াছে ।

২। হে উষা ! উৎকৃষ্ট স্তব গ্রহণ করিতে এস ; এই দেখ, যজ্ঞকর্ত্তা বিশিষ্ট দানের সামগ্রী লইয়া যৎপরোনাস্তি বদাম্যতার সহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন ।

৩। এই দেখ, আমরা অরের সংগ্রহ করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু দান করিতে উদ্যত হইয়াছি, স্বহের ন্যায় এই যজ্ঞ বিস্তার করিতেছি, তোমাকে যজ্ঞ দিতেছি।

৪। উষা আপনার ভগিনী বরুণীর অঙ্গকার নষ্ট করিলেন। প্রকৃষ্ট-রূপে রুক্ষি প্রাপ্ত হইয়া রথ চালাইলেন।

১৭০ সূক্ত।

রাজস্তুতি দেবতা। ধ্রুব ঋষি।

১। হে রাজন! তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও; অটল, অবিচলিত, স্থির হইয়া থাক। তাবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়।

২। তুমি এই স্থানেই পরিতের ন্যায় অবিচলিত হইয়া থাক, রাজ্যচ্যুত হইও না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে থাক। এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর।

৩। অক্ষয় হোমদ্রব্য পাইয়া ইন্দ্র এই নবাভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সোম তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মানস্পতি আশীর্বাদ করিয়াছেন।

৪। আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই সমস্ত পর্বত নিশ্চল; এই বিশ্বজগৎ নিশ্চল; ইনিও প্রজাদিগের মধ্যে অবিচলিত রাজা হইলেন।

৫। বরুণরাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব ব্রহ্মপতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন।

৬। এই দেখ অক্ষয় হোমদ্রব্যসহকারে অক্ষয় সোমরসকে সংযোগিত করিতেছি, অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাদিগকে একায়ত্ত ও করপ্রদানোন্মুখ করিয়াছেন(১)।

(১) এই সূক্ত রাজাকে অভিষেক করিবার মন্ত্র। এটীও আধুনিক।

১৭৪ সূক্ত।

রাজস্তুতি দেবতা। অতীবর্ত্ত ঋষি।

১। যজ্ঞসামগ্রী লইয়া দেবতাদিগের নিকটে যাইতে হয়; এতাদৃশ যজ্ঞসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র অনুকূল হইয়াছেন। হে ব্রহ্মণস্পতি! এতাদৃশ রাজসামগ্রীসহকারে আমরা যজ্ঞ করিয়াছি; অতএব আমাদের পদ দাঁড়।

২। যাহারা বিপক্ষ, যাহারা আমাদের হিংসাকারী শত্রু, যে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসে, যে আমাদের ঘেঁষ করে, হে রাজন! এতাদৃশ তাবৎ ব্যক্তির সম্মুখীন হও।

৩। সবিতাদেব তোমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন; সোম অনুকূল হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রাণী তোমার প্রতি অনুকূল, এইরূপে তুমি অতীবর্ত্ত, অর্থাৎ সকলের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছ।

৪। হে দেবগণ! যে যজ্ঞসামগ্রীদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ইন্দ্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন; আমিও তাহাতেই যজ্ঞ করিয়াছি; তদ্বারা নিশ্চয়ই আমি শত্রুর দুর্জয় হইয়াছি।

৫। আমার শত্রু নাই, আমি শত্রুদিগকে বধ করিয়াছি, আমি রাজ্যের প্রভুও বিপক্ষ নিরাকরণে সক্ষম হইয়াছি। এমতে আমি তাবৎ প্রাণিবর্গের উপর এবং এই সকল লোকদিগের উপর অধীশ্বর হইয়াছি।

১৭৫ সূক্ত।

সোম প্রস্তুত করিবার উপযোগী প্রস্তর সকল দেবতা। উর্দ্ধপ্রাণী ঋষি।

১। হে প্রস্তরগণ! দেব সবিতা নিজ ক্ষমতা দ্বারা আমাদের নিকটে সোম প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত করুন। তোমরা স্বকর্ণে নিযুক্ত হও, সোম প্রস্তুত কর।

২। হে প্রস্তরগণ! অসুখের হেতু দূর করিয়া দাও, হ্রস্বতি দূর করিয়া দাও। গাভীদিগকে আমাদের ঔষধরূপে পরিণত কর।

৩। ঐশ্বর্যগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া মধ্যবর্তী বিস্তৃত একখানি ঐশ্বরের চতুঃপার্শ্বে শোভা পাইতেছে। রসবর্ষণকারী সোমের প্রতি তাঁহারা নিজবল প্রয়োগ করিতেছে।

৪। হে ঐশ্বর্যগণ! দেবসংহিতা সোমযোগকারী যজমানের জন্য তোমা-
দিগকে যথাযোগ্যরূপে সোম প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করুন।

১৭১ সূক্ত ।

ঋতু দেবতা। পরে অগ্নি দেবতা। হনু ঋষি।

১। ঋতু-সন্তানেরা তুমুল সংগ্রাম করিবার জন্য নির্গত হইলেন।
যেমন বৎসগণ জননীভূতা গাভীকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ তাঁহারা জগৎ
ধারণ করিবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইলেন।

২। দেবঅগ্নিকে দেবযোগ্য স্তবের দ্বারা প্রসন্ন কর। তিনি যথা-
নিয়মে আমাদিগের হব্য বহন করুন।

৩। এই 'সেই অগ্নি, ইনি দেবতাদিগের নিকটে যান, ইনি হোতা,
যজ্ঞের জন্য ইঁহাকে স্থাপনা করা হয়। ইনি রথের ন্যায় হব্য লইয়া
যান, পুরোহিত ইঁহাকে চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া আছে; ইনি কিরণসম্পন্ন;
নিজেই জানেন, কিরূপে যজ্ঞ করিতে হয়।

৪। এই অগ্নি রক্ষা বিধান করেন, যেহেতু ইঁহার উৎপত্তি অমৃতবৎ,
ইনি বলবানের অপেক্ষাও বলবান। ইনি পরমায়ু ঋত্বির জন্য উৎপাদিত
হইয়াছেন।

১৭৭ সূক্ত । ০

মায়ী দেবতা। পতঙ্গ ঋষি।

১। বিদ্বান্গণ মনে মনে আলোচনাপূর্বক মানস চক্ষে একটী পত-
ঙ্গের দর্শন পান, দেখেন যে অস্ত্রের দ্বারা উহাকে আক্রমণ করিয়াছে।

পশুভগণ কহেন যে, উহা সমুদ্রের মধ্যে ঘটিতেছে । তাঁহার বিধাতার
কিরণসমূহের ধামে যাইতে ইচ্ছা করেন(১) ।

২। পতঙ্গ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন; গর্ভের মধ্যে গন্ধর্ব্ব
তাঁহাকে সেই বাক্য শিখাইয়াছে; সেই বাণী দিব্যরূপিনী, স্বর্ণসুখের
প্রদানকর্ত্রী, বুদ্ধির অধীশ্বরী । বিদ্বান্‌গণ সেই বাণীকে সত্যের পথে
রক্ষা করেন(২) ।

৩। দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে,
কখন দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করিতেছে । সে কখন অনেক বস্ত্র একত্রে
পরিধান করিতেছে, কখন পৃথক পৃথক পরিধান করিতেছে । এইরূপে সে
বিশ্বসংসার মধ্যে পুনঃ পুনঃ গতয়াত করিতেছে(৩) ।

১৭৮ সূক্ত ।

তার্ক্য দেবতা । অরিষ্টনেমি ঋষি ।

১। যে তার্ক্য পক্ষী বলবান, যাঁহাকে দেবতার সোম আনয়নের
জন্ম পাঠাইয়াছিলেন; যিনি বিপক্ষপরাভবকারী এবং শত্রুদিগের রথ সকল
জয় করিয়া লয়েন; যাঁহার রথ কেহ ধ্বংস করিতে পারে না, যিনি সেনা-
দিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন; সেই তার্ক্য পক্ষীকে আমরা মঙ্গল কাম-
নাতে এস্থলে আহ্বান করিতেছি ।

২। তার্ক্য পক্ষীর দানশক্তিকে আহ্বান করিতেছি; যেমন ইন্দ্ৰের
দানশক্তিকে আহ্বান করি, তক্রূপ আহ্বান করিতেছি । আমরা মঙ্গলকাম-

(১) জীবাণী মায়াতে আচ্ছন্ন, ইহা চিন্তা দ্বারা জানা যায়; সমুদ্রবৎ পরব্রহ্মের
মধ্যেই এই জীবাণী বিদ্যমান আছেন; পরমাত্মার ধাম অলোকময়, তথায় গেলেই
মায়া হইতে মুক্তি । সায়ণ ।

(২) অর্থ, জীবাণীর মনে বীজরূপে সকল শব্দ দিদ্যমান থাকে, গন্ধর্ব্ব, অর্থাৎ
দেবতা তাঁহার মনে গর্ভাবস্থায় সেই বীজ আধান করিয়া রাখেন । বাক্যের শক্তি
অসীম, বুদ্ধিমানগণ বাক্যকে কখন মিথ্যার দিকে লইয়া যান না । সায়ণ ।

(৩) অর্থ, জীবাণীর ধ্বংস নাই, নানা যোনি ভ্রমণ করেন; কোন জন্মে নানা
গুণ ধরেন, কোন জন্মে হুটি একটি গুণ ধরেন । নিকট যোনিতে অঙ্গাই গুণ থাকে,
উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ প্রদর্শন করা হয় । সায়ণ । বলা বাহুল্য যে এই
জীবাণী লব্ধে সূক্তটি আধুনিক ।

নাভে ঐ দানশক্তির উপর নৌকার ন্যায় আরোহণ করিতেছি ; অর্থাৎ বিপদপার হইবার জন্য নৌকার ন্যায় আশ্রয় করিতেছি । হে দ্যাবা-পৃথিবী ! তোমরা রহং, বিস্তীর্ণ, সর্বব্যাপী ও গম্ভীর ; কি যাইবার সময়, কি আসিবার সময়, আমরা যেন নিধন না হই ।

৩। সূর্য্য যেমন নিজ তেজের দ্বারা রুষ্টিবারী বিস্তারিত করেন, তদ্রূপ সেই তাক্ষ্য পক্ষী অতি শীঘ্র পঞ্চজনপদের মনুষ্যকে অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ ভাণ্ডার করিয়া দিলেন । তাঁহার যে আগমন, উহা মাতলহস্র সংখ্যায় দান করে । যেরূপ বাণ যখন লক্ষ্যে সংলগ্ন হয়, তখন তাহাকে কেহই বাধা দিতে পারে না, তদ্রূপ তাক্ষ্যের আগমন কেহ বাধা দিতে পারে না ।

১৭২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । শিব, প্রতর্দন ও বসুমতা বধাক্রমে ঋষি ।

১। হে পুরোহিতগণ ! গাত্রোত্থান কর । সময়োচিত ইন্দ্রের যে যজ্ঞ ভাগ তাহার উদ্যোগ কর । যদি উহা পাক হইয়া থাকে, হোম কর ; যদি পাক না হইয়া থাকে, উৎসাহিত হও, অর্থাৎ উৎসাহপূর্ব্বক পাক কর ।

২। হে ইন্দ্র ! এই হব্য পাক করা হইয়াছে, ইহার নিকটে আগমন কর । দেখে সূর্য্যদেব আপনার দৈনন্দিন পথের অর্দ্ধেক অতিক্রম করিয়াছেন । এই দেখে যেমন কুলতিলক পুলেরা ইতস্ততো বিচরণকারী গৃহকর্তার মুখাপেক্ষা করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ বিবিধ যজ্ঞসামগ্রী লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন ।

৩। গাভীর আপীন মধ্যে দুগ্ধ একপ্রকার পাক করা হয় ; আমি জ্ঞান করি যে পরে উহা অগ্নিতে পাক হইয়া অতি উত্তম পাকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং অতি পবিত্র নবীন মূর্ত্তি ধারণ করে । হে বহুধন বিচরণকারী বজ্রধারী ইন্দ্র ! তুমি প্রহারের বজ্রে তোমাকে যে দধি দেওয়া হইতেছে, তাহা আশ্বার সহিত পান কর ।

১৮০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। জয়ঋষি।

১। হে পুরুহুত! তুমি বিপক্ষদিগকে পরাভব করিয়া থাক। তোমার তেজ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে তোমার দান প্ররক্ত হউক। হে ইন্দ্র! দক্ষিণ হস্তে করিয়া পরিপূর্ণ ধনদাঁও, তুমি ধন পূর্ণ নদী সকলের, অর্থাৎ ধনের স্রোতের অধীশ্বর।

২। পরিতবাসী ক্ষুদ্রচরণবিশিষ্ট পশু যেরূপ ঘোরাকৃতি, হে ইন্দ্র! তদ্রূপ তুমি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে অতিদূরবর্তী স্বর্গধাম হইতে আসিয়াছ, সর্বত্র গতিশীল তীক্ষ্ণ বজ্রকে আরো শাণিত করিয়া শত্রুদিগকে তাড়না কর, বিপক্ষ দিগকে দূরীকৃত কর।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি একরূপ সুন্দর তেজ লইয়া জমিয়াছ, যে তেজের দ্বারা পরের অত্যাচার নিবারণ করিয়া থাক। তুমি মনুষ্যবর্গের কামনা পূর্ণ কর, শত্রুতাচরণকারী লোকদিগকে তুমি তাড়াইয়া দিয়াছ। দেবতা-দিগের জন্য ভুবন বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছ।

১৮১ সূক্ত। ৩

বিশ্বদেব দেবতা। প্রথ, সপ্রথ ও ষষ্ঠ যথাক্রমে ঋষি।

১। প্রথ নামে যাঁহার পুত্র, অর্থাৎ বসিষ্ঠ এবং সপ্রথ নামে যাঁহার পুত্র, অর্থাৎ ভরদ্বাজ, তন্মধ্যে বসিষ্ঠ ধাতার নিকট, দীপ্তিময় সবিতা দেবের নিকট এবং বিষ্ণুর নিকট হইতে “রথন্তর” আহরণ করিয়াছেন। উহা অনুক্ষিপ্যছন্দোবিশিষ্ট ষষ্ঠ নামক হবির পবিত্রতা ধায়ক।

২। যে অতিগুঢ় “রহতের” দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহা কেহই জানিত না, তাহা সবিতা প্রভৃতি আবিস্কৃত করিয়া ছিলেন। সেই ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু এবং অগ্নির নিকট হইতে ভরদ্বাজ “রহৎ” আবিস্কৃত করিলেন।

৩। যে অভিব্যেক্তক্রিয়ানিস্পাদক “ষষ্ঠ” যজ্ঞকার্য্যে অতি প্রধান-রূপে উপযোগী হইয়া থাকে, ধাতা প্রভৃতি দেবতারা তাহা মনে মনে ধ্যান

করতঃ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এই সকল পুরোহিতগণ ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু ও সূর্য্যের নিকট হইতে সেই ঘর্ম্ম আহরণ করিয়াছেন(১)।

১৮২ সূক্ত।

রহস্পতি দেবতা। তপুর্মূর্ধা ঋষি।

১। রহস্পতি! দুর্গতিসমূহকে নষ্ট করুন, পাপনাশের জন্য স্তবের স্মৃতি করিয়া দিন। অকল্যাণ নষ্ট করুন, দুর্ম্মতি দূর করুন। যজমানের রোগ নাশ ও ভয় অপহরণ করুন।

২। প্রযাজের সময় নরাশংস আমাদিগকে রক্ষা করুন; যজ্ঞকালে অনুযাজ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন, অকল্যাণ নষ্ট, (ইত্যাদি পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়)।

৩। স্তোত্রদেবী রাক্ষসদিগকে রহস্পতি আপনার প্রতাপ মন্তকের দ্বারা ব্যথিত করুন। তাহা হইলে হিংসাকারী নিধন প্রাপ্ত হইবেক। (অবশিষ্ট পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়)।

১৮৩ সূক্ত। ৩

যজমান, প্রভৃতির আশীর্বাদ দেবতা। প্রজাবান্ ঋষি।

১। হে যজমান! আমি মনের চক্ষে তোমাকে দেখিলাম, তুমি জ্ঞানবান্, তপস্যা হইতে উৎপন্ন, তপস্যা দ্বারা ঐহিকি পাইয়াছ। এই স্থানে সম্ভানসন্ততি ও ধন লাভপূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত হও। পুত্রই তোমার কামনা, অতএব পুত্র উৎপাদন কর।

২। হে পত্নি! আমি মনের চক্ষে দেখিলাম, যে তোমার মূর্ত্তি উজ্জ্বল, তুমি নিজ শরীরে যথাযোগ্য কালে গর্ভাধান কামনা করিতেছ। তুমি পুত্র কামনা করিয়াছ; আমার নিকটে তুমি উন্নত শরীরবতী যুবতী হও, তোমার সম্ভান উৎপন্ন হউক।

(১) এই অতিশয় অস্পষ্টার্থ সূক্তটি আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য। লারন রথ-স্তর অর্থে রথাস্তর, লাম, রহৎ অর্থে রহৎ লাম এবং ঘর্ম্ম অর্থে যজুর্বেদের অংশ করিয়াছেন।

৩। আমি হোতা, আমি রক্ষণতাদিতে গর্ভাধান করি, আমি সমস্ত-
ভুবনের মধ্যে গর্ভাধান করিতে পারি। আমি পৃথিবীর গর্ভে সন্তান উৎপা-
দন করিয়াছি; আমি নিজ স্ত্রী বাতীত অন্য স্ত্রীর গর্ভেও পুত্র উৎপাদন
করিয়াছি(১)।

১৮৪ সূক্ত। ৮

বিষ্ণু, প্রভৃতি দেবতা। তৃষ্টা ঋষি।

১। বিষ্ণু স্ত্রীগন্ধকে গর্ভাধানের উপযুক্ত করিয়া দিন; তৃষ্টা গর্ভস্থ
সন্তানের অবয়ব স্থির করিয়া দিন; প্রজাপতি শুক্রপাতন করুন; ধাতা
তোমার গর্ভকে ধারণ করুন।

২। হে সিনীবালী! গর্ভকে ধারণ কর; হে সরস্বতি! তুমিও গর্ভকে
ধারণ কর। পদ্মমালাধারী দেবঅশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভ উৎপাদন করুন।

৩। হে পত্নি! অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সন্তানের জন্য সুবর্ণনির্মিত
দুই অরুণি পরস্পর ঘর্ষণ করিতেছেন, দশম মাসে প্রসব হইবার জন্য তোমার
সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আমরা আহ্বান করিতেছি(১)।

১৮৫ সূক্ত।

আদিত্যদেবতা। সত্য ধৃতি ঋষি।

১। আমরা যেন মিত্র, অর্থ্যমা ও বরুণ এই তিন দেবতার আশ্রয় লাভ
করি। ঐ আশ্রয় সতেজ, দুর্দ্বর্ষ ও মহৎ।

২। কি গৃহে, কি পথে, কি দুর্গমস্থানে, তাঁহাদিগের আশ্রিত ব্যক্তি-
দিগের উপর কোনও দ্বৈকারী শত্রুর ক্ষমতা চলে না।

৩। ঐ তিন অদ্বিতীয় সন্তান যে মইষাকে নিরন্তর জ্যোতি দান
করেন, তাহার জীবন রক্ষা হয়, কোন শত্রুর ক্ষমতা তাহার উপর চলে না।

(১) এটি গর্ভসঞ্চারকরণ বিষয়ক মন্ত্র, এটি যে আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

(১) এ সূক্তটিও গর্ভ সঞ্চারকরণের মন্ত্র। এটিও আধুনিক।

১৮৬ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। উল ঋষি।

১। বায়ু ঔষধের ন্যায় হইয়া বহিতে থাকুন, তিনি কল্যাণকর, সুখকর হউন। তিনি দীর্ঘ আয়ু দান করুন।

২। হে বায়ু! তুমি আমাদের পিতাও বট, জাতাও বট, বন্ধুও বট, এতাদৃশ তুমি আমাদের জীবনের ঔষধ করিয়া দাও।

৩। হে বায়ু! তোমার গৃহ মধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে, তাহা হইতে অমৃত লইয়া দাও, আমাদের জীবন দান কর।

১৮৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৎস ঋষি।

১। হে মনুষ্যাগণ! মনুষ্যদিগের অধিপতি অগ্নিকে সম্বোধনপূর্বক স্তব প্রেরণ কর। তিনি আমাদের শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

২। সেই অগ্নি অতি দূরদেশ হইতে আকাশ পার হইয়া আসিয়াছেন, তিনি আমাদের ইত্যাদি।

৩। রুষ্টিবর্ষণকারী অগ্নি শুভ্রবর্ণ শিখাদ্বারা ঝাফসদিগের বধ করিতেছেন। তিনি আমাদের ইত্যাদি।

৪। তিনি সমস্ত ভুবনকে পৃথকপৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, মিলিত ভাবেও পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি আমাদের ইত্যাদি।

৫। সেই অগ্নি, এই ছ্যালোকের অপর পারে শুভ্রবর্ণ হইতে অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের ইত্যাদি।

১৮৮ সূক্ত।

জাতবেদা অগ্নি দেবতা। শ্যেন ঋষি।

১। হে পুরোহিতগণ! জাতবেদা অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত কর। তিনি চতুর্দিক্‌বাপী, তিনি অন্তবান্। তিনি আসিয়া কুশে উপবেশন ককন।

২। এই যে জাতবেদা অগ্নি, বুদ্ধিমান যজমানেরা যাঁহার পক্ষে পুস্ত্রবৎ, যিনি হৃদ্যিবারি সেচন করেন, ইহার জন্য এই বিস্তারিত ও অতি সুন্দর স্তব উচ্চারণ করিতেছি।

৩। জাতবেদা অগ্নির যে সকল শিখা আছে, তাঁহাদ্বারা তিনি দেবতাদিগের মিকটে হব্য বহন করেন, সেইগুলি লইয়া আঁমাদিগের যজ্ঞে আঁগমন ককন।

১৮৯ সূক্ত। ০

সূর্য্য দেবতা। নার্প রাজ্ঞী ঋষি।

১। এই যে উজ্জ্বল বর্ণধারী সূর্য, অর্থাৎ সূর্য্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্বেদিককে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাইতেছেন।

২। ইহার দেহের মধ্যে দীপ্তি বিচরণ করিতেছে, সেই দীপ্তি ইহার আগের মধ্যস্থ হইতে নির্গত হইয়া আসিতেছে। ইনি সূর্য্য হইয়া আকাশ ব্যাপ্ত করিয়াছেন।

৩। এই সূর্য্যের ত্রিংশৎস্থান শোভা পাইতেছে। এই গমনশীল সূর্য্যের উদ্দেশে স্তব উচ্চারণিত হইতেছে। প্রতিদিন তিনি নিজ কিরণে ভূষিত হইয়াছেন(১)।

(১) সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ত্রিংশৎ ধায়, অর্থাৎ ত্রিংশৎ মুহূর্ত্ত। ইহা দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত। সুতরাং প্রতিদিন ত্রিশ মুহূর্ত্ত। নার্পণ

১১০ সূক্ত। ৩

সৃষ্টি দেবতা। অশ্বমর্হণ ঋষি।

১। প্রজ্জ্বলিত তপস্য। হইতে ঋত, অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র।

২। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোকে দেখিতেছে।

৩। সৃষ্টিকর্তা যশাসময়ে স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন(১)।

১১১ সূক্ত(১)। ৩

প্রথম ঋকের অগ্নি দেবতা। সংবলন ঋষি। অবশিষ্ট গুলির সংজ্ঞান অর্থাৎ একমত্য দেবতা।

১। হে অগ্নি! তুমি প্রভূ; হে অভিলষিত ফলদাতা! তুমি তাবৎ প্রাণীর সহিত বিশেষরূপে মিশ্রিত আছ। তুমি যজ্ঞ বেদিতে জ্বলিতেছ। অমাদিগকে ধন দান কর।

২। হে স্তবকর্তাগণ! তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর। তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক। অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাদিগের ন্যায় একমত হইয়া যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিতে।

৩। এই সকল পুরোহিতদিগের মন্ত্রোচ্চারণ এক প্রকার হউক, ইহার সঙ্গে সমাগত হউন, ইহাদিগের মন, চিত্ত, সকলি একপ্রকার হউক, হে পুরোহিতগণ! আমি তোমাদিগের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, তোমাদিগের সর্বসাধারণ দ্বারা হোম করিতেছি।

(১) সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

●(১) সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৪। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সৰ্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও(২)।

(২) ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক ঋগ্বেদের জ্ঞানভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করিতে সাহস করিতেছেন, “আমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, আমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সৰ্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই। এক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির পায়ান্তর নাই।



